fb
Group
KishØr PåshÅ

শুরুর কথা

২০১২ সাল । ১ ডিসেম্বরে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা ছিল আমার । শেষ ভর্তি পরীক্ষা । ওটা দিয়ে ফেলার দেখলাম কাজকর্ম একেবারেই নেই হাতে । ঢুকে পড়লাম The Detectives গ্রুপে ।

ওখানে ছিল অনেকগুলো ‘কেপি’ । মানে, কিশোর পাশা আর কি । সবাই তিন গোয়েন্দা পড়ে হাফেজ । নিজেদের কেপি ভাবে । আমাকে টাইটেল দেওয়া হল – KP3 । আমি নাকি তিন নম্বর কেপি ! দুই নম্বরের চেয়েও নিচের লেভেলে নামিয়ে দিল একেবারে !

কাজেই, প্রতিবাদ করে বললাম, আমি আসলে KP0 । প্রথম এবং অরিজিনাল কিশোর পাশা । আমি রকি বীচে থাকতাম । লস অ্যাঞ্জেলেসে । চাচা রাশেদ পাশার কাছেই আমি মানুষ । আমার দুই বন্ধু মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড । আমার কাছে রকিব হাসান মাঝে মাঝে সিটিং দেন । আমাদের কাহিনী শুনেন । তারপর তিনি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখে ফেলেন ‘তিন গোয়েন্দা’ ।

তারা সেটা বিশ্বাস করল না । মুখ টিপে হাসল অনেকে । চটলাম বেজায় ।

মেম্বারদের বললাম, বাংলাদেশে পা রাখার পর আমাকে একটা অভিযানে নামতে হয়েছিল । সেটার কথা রকিব হাসান জানেন না । কাজেই ওই অভিযান নিয়ে কোন তিন গোয়েন্দার সিরিজের বই বের হয় নি । আমি নিজেকে অথেনটিক হিসেবে প্রমাণ দিতে পারি সেই ঘটনা শেয়ার করে । গ্রুপ মেম্বাররা কি রাজি আছে সে কাহিনী শুনতে ?

তারা রাজি ছিল । আমিও আর সময় নষ্ট না করে কাহিনী ফেঁদে ফেললাম । গ্রুপ মেম্বাররা কালে ভদ্রে যে যেধরণের চরিত্র চেয়েছিল – তাদের সে ধরণের চরিত্রই দিয়েছি । সুযোগে একেকজনকে চরিত্রহীন প্রমাণের চেষ্টাও কম করিনি ।

লেখা শুরু করি ডিসেম্বর ০১, ২০১২ র রাতে । প্রথম পর্ব পোস্ট করি ০২ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা ১৪তে । দিনটা ছিল প্রথম ভূত দেখার পরের দিন । সে কাহিনী আর কোনদিন বলা যাবে । এই উপন্যাসিকা লেখার সুবাদে যে ব্রাদারহুড গড়ে উঠেছিল সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া ।

কিশোর পাশা

রাজশাহী ।

২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৪

সিরিয়াল

7

দ্য ডিটেক্টিভস

www.facebook.com/groups/thegreatdetectives/

by

KîshØr PåshÅ

[www.facebook.com/ImonTheThreat]

ক্ষমাপ্রার্থনা

প্রথম আমলের লেখা, তাই প্রচুর বানান ভুল এবং শিশুতোষ আচরণ পাওয়া যাবে । শিশুতোষ আচরণের পেছনে প্রথম আমলের লেখার কোন সম্পর্ক নেই । মাত্র ৭-৮জন পাঠকের জন্য লেখা হয়েছিল এই উপন্যাসিকা । তাদের নাম ও চরিত্র ব্যবহার করেই ।

তাদের সর্বোচ্চ আনন্দ দেওয়া হয়েছে ঠিক, একই কারণে বাকি পাঠকেরা বেশ বিরক্ত হতে পারেন । অনেক সুক্ষ্ম ইঙ্গিত তাদের ব্যাপারে ছিল এখানে, যে শব্দ বা অংশগুলোর মর্ম তাদের ভালো করে না চিনলে বোঝা যাবে না ।

সব মিলিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাটুকুর প্রয়োজন ছিল ।

মূল্যঃ ৮০.০০ মাত্র

চরিত্রগুলো যাদের ওপর ভিত্তি করে লেখা, তাদের পাওয়া যাবে গ্রুপ The Detectives-এ ।

www.facebook.com/thegreatdetectives/

পর্ব ০১

'আজ কি বার ? ' চোখ মুখ কুঁচকে জানতে চাইল তানিম ।

'মঙ্গলবার ।' বললাম আমি ।

'উফ ! আবার সেই মঙ্গল ! :@ ' তিক্তকণ্ঠে বলল তানিম ।

কণ্ঠে তিক্ততা আসার কারণ আছে । আজ সকাল থেকে এই চিলেকোঠায় বসে চারশ গজ দূরের বাড়িটার দিকে চিলের মত নজর রাখছি আমরা । আমরা মানে আমি আর তানিম । তানিম বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ গুপ্তচর । কোডনেম ST10 বলে ওকে একনামে চেনে এই লাইনের লোকেরা । যদিও বয়স একেবারেই কম । আজ আমিও এক সপ্তাহ বাংলাদেশে । চাচার ইনভেস্টিগেশন ফার্মের একটা শাখা খোলা হচ্ছে মতিঝিলে । চাচার পক্ষ থেকে আমি এসেছি একটু দেখাশোনা করতে ।

'ভাবিস না ফালতু কাজে তোকে পাঠাচ্ছি ।' পাইপ মুখে কামড়ে ধরে বলেছিলেন চাচা, ' যখন নিজে ফার্ম খুলবি – যদিও তোরা চলিস ভিন্ন মনোভাব নিয়ে – তবুও – যদি খুলিস তো এই অভিজ্ঞতা বেশ কাজে আসবে তোদের । একধাপ এগিয়ে থাক , সমস্যা কি ?'

কাজেই চলে এলাম বাংলাদেশে । এদিকে তানিমও আমার কাছে এসে হাজির । আগে এক কেসে ওর সাথে পরিচয় । ধরল আমাকে, ' কিশোর ভাই , তোমাকে নিয়ে যাব এবারের কেসে । আমেরিকার চোর ডাকাত তো খুব ধরছ । এবার দেখে যাও বাঙ্গালী কি চিজ ! '

বাঙ্গালী কি চিজ এখনো দেখা হয়নি ঠিকই কিন্তু চিলেকোঠায় বসে চিজবার্গার ঠিকই সাবড়ে দিয়েছি আমরা গোটা ছয়েক ।

সামনের ওই বাড়ি ঈষাণ মঙ্গল রায়ের । এলাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং ডাকসাইটে ধনী । তবে তানিমের মতে ইনি-ই সেই দর্শনীয় ব্যক্তি । চোরাচালানে সিদ্ধহস্ত , তাও আবার মাদকদ্রব্যের । আজ এখানে নজর রাখা জরুরী বলে মনে হয়েছে তানিমের । তানিমের কথা ফেলনা নয় । নিজের পেশায় অতি দক্ষ ও । সুতরাং আমিও ঘাপটি মেরে পড়ে আছি চিলেকোঠায় । সবচেয়ে কাছের বাড়ি এটাই ।

মঙ্গল রায় যে দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করছে না সে ব্যাপারে তানিম নিশ্চিত । সুতরাং মঙ্গলবারে মঙ্গলের বাড়িতে নজর রাখার সময় গলার তিক্ততা দোষের কিছু না ।

' এখান থেকে কি পাবে বলে আশা করছ হে? ' বলেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত ।

' লিংক '

' মানে ?'

' মঙ্গলের সাথে কারা কারা দেখা করতে আসে তার একটা ধারণা । এ থেকেই পরের স্টেপ ঠিক করব । ' চোখে দূরবিন লাগিয়ে বলল তানিম ।

আমিও লাগালাম আরেকটা দূরবিন । লাফ দিয়ে বাড়িটা সামনে চলে এল । বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রধান ফটক । সুরসুর করে একটা বিড়াল ঢুকে পড়ল ভেতরে । পরক্ষণেই বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বের হল দাড়োয়ানের ধাতানী খেয়ে । হেসে ফেললাম । পুরোদস্তুর দুর্গ দুর্গ ভাব মঙ্গলের বাড়িতে । তানিম ঠিকই বলেছে । কিছু একটা চলছে ভেতর ভেতর ।

‘তানিম ’, দৃষ্টি আকর্ষন করলাম ওর , ‘পাতাবাহারের কাছে নাক বের করে ওটা কে বসে আছে ? নজর রাখছে মনে হয় সেও । ’

‘হু , ও আমারই লোক । জুবায়ের ।’ বলল তানিম ।

‘ তোমার টিকটিকি ? কিন্তু ওকে ক্লিয়ার দেখতে পাবে যে কেউ ! ’

‘না , আমার ঘুঘু । মঙ্গলকে ঘুঘু দেখাচ্ছি ।’

‘ ফাঁদ দেখাতে দেখাতে না আবার ভেগে যায় মঙ্গল ’ সন্তুষ্ট হতে পারলাম না ।

কিছু বলল না তানিম - শক্ত হয়ে বাড়ির উত্তরদিকে চোখ রাখল । আমিও দূরবিনের নল ঘোরালাম ওদিকে ।

সাইড ডোর খুলে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে একটা মেয়ে । কালো চুল , কালো চোখ , বাঙ্গালীদের সচরাচর যেমন হয় । গোলাপী ফতুয়ার সাথে কালো জিন্স পরনে । হাঁটার মধ্যে একটা সহজাত ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করলাম যা দেখে একনজরেই মনে হল – এই মেয়ে সাধারণ কেউ নয় ।

‘কিশোর ভাই ... লিংক !’ চাপা গলায় বলল তানিম ।

‘দেখেছি , চল বের হই , ফলো করব ।’

বাতাসের আগে আগে বের হয়ে আসলাম বাসা থেকে । ‘তুমি ডান দিক দিয়ে যাও আমি বাম দিক দিয়ে যাচ্ছি ’ বলে হাঁটা এবং দৌড়ের মধ্য দিয়ে চললাম বাড়ির উত্তর পূর্ব কোণ লক্ষ্য করে ।

জায়গা মত পৌঁছে কাওকে পেলাম না । স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে যেন মেয়েটা । ঘুরে এসে বাড়ির পিছে একটা মটর সাইকেলের সামনে মিলিত হলাম আমি আর তানিম ।

‘নাই!’ বিরস বদনে বলল তানিম ।

‘চালু জিনিস । এত সহজে নাগাল পাওয়া যাবে না ’ হতাশ হয়ে বললাম ।

‘একচুল নড়বে না কেউ ’ কানের পাশে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল কেউ । কিশোরীকণ্ঠ ।

নড়লাম দুজনেই । তবে মুহূর্তেই জমে গেলাম । বেঢপ আকৃতির একটা পিস্তল যেন ঠিক আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে সরাসরি ।

সেই মেয়েটা । পিস্তল ধরে থাকা দেখে বুঝতে পারলাম এই জিনিস আগেও অনেকবার ধরেছে এই হাত ।

‘ইয়ে... ’ হাত দুইটা ওপড়ে তুলতে তুলতে কাষ্ঠ হাসল তানিম , ‘দেখুন মিস , আমাদের কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে ...’

‘শাট আপ !’ ছোট করে জবাব দিল পিস্তলধারী ।

কাজেই মুখ বন্ধ করলাম ।

‘মানিব্যাগ ছুড়ে দাও এদিকে ।’ একটা মানুষের কণ্ঠ এতটা শীতল হয় কি করে ভেবে পেলাম না । তবে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ পালন করলাম দুজনেই ।

তানিমের মানিব্যাগের আইডি বের করে পড়ে মুখ তুলল কিশোরী , ‘ শাখাওয়াত তানিম ? লাইব্রেরিয়ান ? ধুর , তুমি ST10, এসব ভড়ং এ আমাকে ভোলাতে পারবে ভেবেছ ? ’ এতক্ষণে শীতল ভাবটা চলে গেল তার মুখ থেকে । ‘আসলেই ভুল বোঝাবুঝি । আরেকটু হলেই সেইম সাইড হয়ে গেছিল । ’ হাসল ও । ‘ আমি সোহানা । সোহানা আমান । বিআই **।** ’

হাসি ফুটল তানিমের মুখেও , ‘ সোহানা আমান ? ধুর , তুমি সিফাত , সিফি সি আর নাইন । এসব ভড়ং এ আমাকে ভোলাতে পারবে ভেবেছ ?’ হেসে ফেললাম সবাই ।

কথা বলতে বলতে খেয়াল করলাম পিস্তলটা কোথায় জানি লুকিয়ে ফেলেছে সোহানা । মেয়েদের লুকানোর অনেক জায়গা থাকে !

‘তুমি কে?’ আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সোহানা ।

‘আমার নাম কিশোর পাশা । থাকি আমেরিকায় । ’ জানালাম ।

‘ওহ মাই... ’ সোহানার ভেতর এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন । ‘মঙ্গলের পেছনে লেগেছ তো ?’ তানিমকে বলল ও , ‘ইএম টিম্বার মিলে যেয়ে খোঁজ নাও । ম্যানেজার শাহাবুদ্দীনের দিকে একটা চোখ রেখ । ’

‘তুমি এদিকে ঘুর ঘুর করছিলে কেন ? ’ জানতে চাইল তানিম

‘ ও ... আমি – আমার অন্য একটা কেস ছিল । মঙ্গলের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম ’ মনে হল কিছু একটা বলল না ও ‘যাই হোক আমার একটা কাজ আছে , আমি আসি ’ আমার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে মটরসাইকেলে উঠে গায়েব হয়ে গেল সোহানা ।

কোনদিকে না তাকিয়ে চিলেকোঠায় ফিরে এলাম ।

‘সোহানা – বুঝলে কিশোর ভাই – সোহানা একটা মিথ । ওর নামে অনেক কিছুই শোনা যায় , আফগানিস্তানে ছিল ও , ইরাকেও গেছিল । দেশে মাঝে মাঝে আনসলভড কেসগুলোর সুরাহা হয়ে যায় অথবা পুলিশের ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়া অপরাধী গুলি খেয়ে মরে থাকে মাঝ রাস্তায় – শোনা যায় সোহানার কাজ এগুলো । ... ’ আরও বলত তানিম থামালাম ওকে ।

‘ST10 ও একটা মিথ । জীবন্ত । সুতরাং এত উদ্বেলিত না হয়ে আলোচনা করা উচিত । ’

‘আলোচনার কি আছে ? সোহানা একটা লিংক তো দিলই । ’

‘না, ওর কথা শুনে প্ল্যান বদলাতে পক্ষপাতী না আমি ’ বললাম , ‘তাছাড়া মেয়েটাকে বিশেষ সুবিধারও মনে হয়নি আমার । কিছু একটা সে আমাদের বলেনি ।

‘স্পাই মানুষরা সবকিছু বলে না । ’ তানিম বলল

‘হয়েছে – সোহানার পক্ষে আর ওকালতী করতে হবে না – তুমি বলছই যখন যাওয়া যাক মিলে। ’

মিনি কম্পিউটার বের করল তানিম । ‘ ইএম টিম্বার মিল । এইটা তো নারায়ণগঞ্জে । কিন্তু ব্যবসায়িক মহলে ভালই প্রভাব রাখে । ’

‘মঙ্গলের বাসা থেকে সোহানার বের হওয়ার ঘটনা ভুললেও চলবে না । সাবধান থাকতে হবে ওই মেয়ের কাছ থেকেও । ’ বললাম , ‘ চল নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হওয়া যাক **।** ’

‘হুম সোহানাকে সন্দেহ করছ কেন আমি বুঝলাম না ’ , বিমর্ষ মনে হল তানিমকে ‘তুমি একটা ট্রাভেল ব্যাগের করে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে নাও । আমি তুলে নেব তোমাকে বিকাল পাঁচটায় ’

‘ঠিক আছে ...’

চারশ গজ দূরের বাড়িটার বাড়িওয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । তানিমের আইডি কার্ড দেখেই রাজি হয়ে গেছিল সে আমাদের চিলেকোঠায় চোখ রাখার জন্য অনুমতি দিয়ে ।

‘জুনায়েদকেও মেসেজ দিলাম , ওর আর এইখানে কামড় খাওয়ার দরকার নেই ’ ফিরে চললাম আমরা ।

*

পর্ব ০২
হোটেল রুমে ট্রাভেল ব্যাগ গুলো ছুড়ে ফেলেই বের হয়ে আসলাম আমরা । ঠিক পাঁচটায় রওনা হয়ে রাত আটটায় পৌঁছে গেছি নারায়ণগঞ্জ । আড়াইহাজার উপজেলার সাদাসর্দিতে ।

'সর্দি কি কালও হয় নাকি ভাই ?' বিড়বিড় করে বলে উঠল তানিম

আমারো একই প্রশ্ন । তাই চুপ থাকলাম । মিলটা মূল শহর থেকে দূরে বানানোর কারণ বুঝলাম না । তবে এই সুযোগে এলাকাবাসীর উন্নতি হয়েছে অনেক । জনদরদী ঈষাণ মঙ্গল ! এই 'চিপা'য় হোটেল আশা করা যায় না । কিন্তু ওটার পত্তনের পিছনে এই মিলের অবদান আছে ।

বেশ ছিমছাম একটা মিল । গাছের গুঁড়িটুড়ি দেখলাম না চারপাশে । তবে গুড়ি বোঝাই ট্রাক ঢুকতে দেখা গেল ভেতরে । গেইট থেকেই দেখা যাচ্ছে বেশ দূরে কয়েকটা ওয়্যারহাউজ মত বিল্ডিং । ধারণা করলাম ওখানেই রাখা হচ্ছে গুড়িগুলো ।

' ভেতরে ঢোকার জন্য মনে হচ্ছে ট্রাক ড্রাইভার মারা লাগবে । ' পাশ থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল তানিম

'যুগে যুগে তোমাদের স্পাইদের ওই একটাই দোষ !' বিরক্ত হয়ে বললাম , ' সহজ কাজটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে মারামারিতে নিয়ে যাও ।'

'মারামারিও সহজ ' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল তানিম ।

ঘাড় মোটা এক ড্রাইভারকে অনেকক্ষণ ধরেই তাক করেছিল তানিম । পারলেই ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আর কি ! কিন্তু ওকে ধরে সরিয়ে আনলাম ।

'আগে বেড়ার চারপাশ থেকে ঘুরে দেখি । পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে '

বিশাল এলাকা । এগার ফুট উঁচু বেড়া , তারচেয়েও বড় ব্যাপার হল – বেড়ার ওপরে একসারি বৈদ্যুতিক তার । মেজাজ খারাপ করার মত দৃশ্য একটা । গেট থেকে ভেতরে যতটুকু দেখেছিলাম তা যথেষ্ট নয় । তানিমকে মিনি কম্পিউটার বের করে গুগল আর্থে ঢুকতে বললাম । ওপর থেকে তোলা স্যাটেলাইট দিয়ে তোলা ছবি দেখলাম । একটা – দুইটা – তিনটা বড় বিল্ডিং এক কোনায় , সেইভাবে তিন সারিতে মোট নয়টি বিল্ডিং । অন্যপাশে একটা টাওয়ার - কি কাজে ব্যবহৃত হয় আল্লাহ মালুম , টাওয়ারের পাশে বর্গাকৃতির এক বিল্ডিং । তানিম আর আমি একমত হলাম , এটাই কন্ট্রোল সেন্টার জাতীয় কিছু । মানে ঢোকা লাগবে ওখানেই ।

ঘুরে চলে এলাম ওই বিল্ডিং-এর সবচেয়ে কাছের দেওয়ালের কাছে ।

'আশেপাশে কোন গাছও নাই ' রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল তানিম । 'তুমি বাধা না দিলে ওই ড্রাইভারের ড্রেসটা নিয়ে দিব্যি ঢুকে পড়া যেত ! '

'মই নিয়ে আসা লাগবে ,এভাবে হবে না ।'

'তারপর কারেন্টের শক খেয়ে তোমার কোকড়া চুল খাড়া খাড়া হয়ে যাবে ... ভালই বলেছ ' বিরক্তি প্রকাশ করল তানিম ।

'যেটা করতে চাইছি সেটা করলে শক খাওয়া লাগবে না । তবে মই লাগবে । পনের ফুট ... আর আরেকজনকে লাগবে ।'

'কি সেটা ? ... ও সময় না হলে তো আবার কিশোর পাশা কিছু বলেও না! আচ্ছা , ব্যাবস্থা করছি । বিসিআই এর চেনা এক জুনিয়র এজেন্ট আছে এদিকেই । ওকেই ডাকি । '

আধ ঘন্টার মাঝে মই এবং জুনিয়র এজেন্ট হাজির ।

একহাতে মই ঝুলিয়ে এসে ঘোষনা করল হালকা পাতলা ছেলেটা , ' শাহরিয়ার আহমেদ শিশির & মই - আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ...'

আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম , 'কোনটা শাহরিয়ার আহমেদ আর কোনটা মই?'

'জ্বি ?' ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল বেচারা ।

হেসে ফেললাম । 'ভুলে যাও । আসার জন্য ধন্যবাদ ।'

বুঝিয়ে বললাম ওদের প্ল্যানটা ।

মই ধরে থাকার দায়িত্ব পড়ল শাহরিয়ারের ওপর । তবে প্রচলিত উপায়ে নয় । মই ঠেস দিয়ে দাঁড় না করে দেওয়ালের গায়ে সম্পূর্ণভাবে লাগিয়ে , অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রী কোণ করে । টপাটপ উঠে পড়লাম আমরা দুজন । দেওয়াল এগার ফিটের মত । অতিরিক্ত চার ফিট এর শেষ মাথা থেকে তারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম ওই পাশে । গোড়ালীতে হালকা ব্যাথা পাওয়া ছাড়া তেমন কিছু হল না । শাহরিয়ারকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে । মইসহ গায়েব হয়ে গেল ও ।

ভেতরে একটু দূরে দূরে টহল দিচ্ছে গার্ডরা । আর কোথাও কেউ নেই এদিকে । যারা এই রাতেও ডিউটিতে আছে সবাই বোধহয় আনলোডিং সেকশনে ।

আমরাও ছোট ছোট গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সুরসুর করে এগিয়ে চললাম ।

যেটাকে আমরা কন্ট্রোল সেন্টার ভেবেছি সেই বিল্ডিং খুব একটা দূরে নয় । অবশ্য আমরা বুঝেই ঢুকেছি ।

কোন দ্বিধা না করে ভেতরে ঢুকে গেল তানিম ।

সেন্ট্রিরুমটা খালি । গার্ড মনে হয় বাথরুম – টাথরুম গেছে !

আধা-দৌড় , আধা –হাঁটা দিয়ে ওকে ধরলাম ।

'একেবারে নিজের বাসায় হাঁটার মত হাঁটছ ! প্ল্যানটা কি তোমার ? ' পাশে পৌঁছে বললাম ।

'ওদের লোডিং – আনলোডিং এর হিসেবটা দেখা '

একটা তীর চিহ্ন দেখাচ্ছে বেজমেন্টের দিকে 'রেকর্ডস'

সেদিকে এগুলাম আমরা ।

এই সময় পিছন থেকে ডাক আসল 'খোঁকাবাবুরা এখাঁনে কি করচেন ?'

পাই ঘুরলাম আমরা । কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে এক ভদ্রলোক । এই কম্পাউন্ডের ভেতর ইনার পরিচয় 'গার্ড' ।

গটগট করে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বেয়াদবটা ।

'খোনা গলায় চেঁচাবেন না প্লিজ । কানে বড্ড লাগে ।' হাসিমুখে বলল তানিম , ঘরোয়া আলাপ করছে যেন , 'তা বাথরুম থেকে চেইন না লাগিয়েই বেড়িয়ে এলেন যে ?'

নিচের দিকে তাকাল গার্ড ।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তানিমের শরীরে । কি করল ঠিক বুঝলাম না , এককথায় বলতে গেলে 'ধুপ-ধাপ কয়েকটা লাগিয়ে দিল' ও ।

পায়ের তলায় পড়ে থাকল গার্ড ।

'এহহে , এটাকে কোথায় রাখি এখন?'

'টয়লেটে !' বুদ্ধি বাতলে দিলাম ।

'গুড আইডিয়া ! ' দুইজন মিলে ধরে এনে অচেতন দেহটা যাচ্ছেতাই মার্কা টয়লেটটায় এনে রাখলাম । বাঁধার মত কিছু নেই , কাজেই বাইরে থেকে টয়লেটের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম ।

দুপদাপ নেমে আসলাম বেজমেন্ট-এ ।

ফাইল কেবিনেটে ভরা রেকর্ডস রুমে । শতাধিক হবে ।

'যে কাঠমিস্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছিল ও মনে হয় ফাইল কেবিনেট ছাড়া কিছু বানাতে শেখে নি রে !' বিড়বিড় করল তানিম

একপাশে একটা কম্পিউটার । সময় নষ্ট না করে অন করলাম ।

'এহহে ! পাসওয়ার্ড দেওয়া ! ' হতাশ হয়ে বলে উঠলাম । 'খোলা যায় কি করে ?'

'পরিচিত হ্যাকার আছে কয়েকটা ' গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল তানিম

'তাহারা বাইরে আছে হে ... এখন কি করা যায় ?' চিমটি কাটছি নিচের ঠোঁটে ।

'ঢুকাতে হবে ... কিন্তু আজ গার্ডকে থ্যাবড়া করে দিয়ে তো সমস্যা করে দিলাম । কড়াকড়ি বাড়বে অনেক ! '

জবাব দিলাম না আমি । সুইচ বন্ধ করে দিলাম । দুপ জাতীয় শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল কম্পিউটার ।

ঝুঁকে বসলাম । খুলছি সিপিইউ এর কাভার ।

‘কি করছ ? ’ বিস্ময়ে চাপা চিৎকার দিল তানিম ।

‘ওদের যখন ঢোকানো যাচ্ছে না - ’ জ্যাক খুলে টান দিয়ে হার্ডডিস্কটা বের করতে করতে বললাম , ‘তখন জিনিসটাই ওদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক !’

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তানিমের মুখ । ‘গ্রেট ! ’

‘’চল এখান থেকে বের হই । ’

সানন্দে রাজি হল ও । দ্রুত পা চালিয়ে বাইরের দিকে রওনা দিলাম আমরা । সেন্ট্রিরুমের বাথরুম থেকে ধ্রিম ধ্রাম শব্দ তুলছে কেউ । মুচকি হাসলাম আমরা । বিল্ডিং থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বের হওয়ার প্ল্যান করতে বসলাম ।

‘মনে হচ্ছে ট্রাকে উঠে বেরিয়ে যাওয়া যায় !’ দূরে আনলোড করে বের হতে থাকা ট্রাকগুলো দেখতে দেখতে বললাম ।

‘তা যায় – যদি ড্রাইভার রাজি থাকে ।’ বিড়বিড় করে তানিম বলল ।

প্রতিটা গাছের গুড়ি নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার ভালমত ট্রাক চেক করে গাড়ি ছাড়ছে একেকটা । সুতরাং ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে সম্ভব নয় বের হওয়া ।

দশ মিনিটের মধ্যে পাওয়া গেল সুযোগ । সেই ঘাড়-মোটা ড্রাইভারকে দেখা গেল একটু দূরে সিগারেটের তেষ্টা মেটাতে ।

কান বরাবর তানিমের জুডো চপ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই তানিম আর ড্রাইভারের শার্ট অদল বদল হয়ে গেল ।

আরও দশ মিনিট পর ধীরে সুস্থে একটা ট্রাক বের হল খুশিতে ডগমগ করতে থাকা দুইজনকে নিয়ে ।

আড়াইহাজার উপজেলার আরেক কোনায় ওটা ফেলে দিয়ে এসে ভ্যানে করে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম আমরা ।

বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ ।

*

পর্ব ০৩

দশদিকে দশ রকম তার বের হয়ে আছে সিপিইউ থেকে । বাসার চারপাশে শুধু মনিটর আর মনিটর । এতোগুলো মনিটর কি একটা সিপিইউ এর সাথেই কানেক্টেড নাকি ! কারণ আর তো কোন সিপিইউ দেখি না !

বিশটা বিভিন্ন ধরণের জ্যাকের মাঝে হার্ডডিস্কের পরিচিত জ্যাকও দেখলাম কয়েকটা বের হয়ে থাকতে সিপিইউ থেকে । তারই একটাতে আমাদের আনা হার্ডডিস্কটি লাগিয়ে দিল রাইন ।

ইলোসিয়া মৌনীন রাইন । বাংলাদেশের হ্যাকারদের মধ্যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র - মানে আসার সময় ওরকমই বলেছে তানিম । ক্লাস সেভেনে থাকতেই হ্যাক করে ফেলেছিল এডুকেশন বোর্ডের সাইট । এখন ঘরে বসেই বিভিন্ন বিদেশী সাইটের বারোটা বাজায় । এখন পরে সাভার মডেল কলেজে । আমরা আজ সকাল দশটার দিকে সাভার পৌঁছেছি ।

তানিমের দিকে তাকিয়ে হাসল , 'কি ব্যাপার তানিম ? আমরা ডাটা চুরি করি আর তুমি হার্ডওয়্যার চুরি করলা ? ছি ছি :) ।'

'শাক - ডাটা থেকে হার্ডওয়্যার চুরিতে মর্যাদা বেশি !' গোঁ গোঁ করে উঠল তানিম , 'দেখ পাসওয়্যার্ড ক্র্যাক করে ঢুকতে পার কি না ! '

'বাগালে কোথা থেকে এই জিনিস ?' 'Please enter your password' লেখা পেইজের ওপর কাজ করতে করতে জানতে চাইল রাইন ।

'ইএম টিম্বার মিল থেকে ' বললাম আমি ।

স্ক্রিনে আরেকটা উইন্ডো খুলে ফেলেছে ততক্ষণে রাইন । কোড ডিসাইফার করতে শুরু করেছে , এখন এনক্রিপ্টের পর্যায়ে আছে ।

আমার মুখ থেকে শব্দ চারটি বের হওয়া মাত্র থেমে গেল ।

'হোয়াট দ্য - '

'কোন দা-ফা না ! ইএম মানে ইএম । তুমি কোড ভাঙ্গো তো ! ' আবারও গোঁ গোঁ করে উঠল তানিম ।

অবাক হলাম আমি । মেয়েটাকে সহ্যই করতে পারছে না তানিম ।

'কি ব্যাপার চমকে উঠলে কেন ?' জানতে চাইলাম ।

'না... ইএম এর ওয়েবসাইট একটা রহস্য । ওটাকে ক্র্যাক করতে দিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল ... '

'আইনী ঝামেলা? ' কুঁচকে গেছে তানিমের ভ্রু ।

'আরে নাহ ! আমার আইপি ধরা কি এতই সহজ নাকি ? আমি কোন কিছু হ্যাক করলে সেইটা নরওয়ে - ইটালী ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গা থেকে হ্যাক করা হয়েছে বলে ভাবে সবাই :) । ঝামেলা অন্য ধরণের । ওই সাইট ক্র্যাক করা এত সহজ ছিল না । হাজার রকম সিকিউরিটি প্রোটোকল ।'

'তাহলে তোমার দ্বারা এই ডিস্ক ক্র্যাক করাও হবে না ' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল তানিম , 'একই রকম সিকিউরিটি এখানেও থাকার কথা ।'

আঁতে ঘা লাগল রাইনের । সিটের মধ্যেই লাফালাফি করল খানিকটা - ' ওদের সাইট ক্র্যাক করতে পারব না তা বলেছি ? কৌতুহল বশত দেখেছি ওদের সাইটের এই রকম কড়াকড়ি । কিন্তু এত ঝামেলা করে খুলতে যাইনি ওটা আর । ওদের সাইটও ক্র্যাক করতে পারব , এই হার্ডডিস্ক ও । আমি তখন এক্সএসএস এর জন্য ঢুকেছিলাম জাস্ট । পরে ঝামেলা দেখে বের হয়ে গেছি । নাহলে পারতাম , অবশ্যই পারতাম ... '

বেচারির উত্তেজনায় জল ঢেলে দিল তানিম , 'না পারলে অনেকে বলে ওরকম । তা এক্সএসএস টা কি ?'

'বলব না তোমাকে , যাও !' রাগে লাল হয়ে কাজ করতে থাকল রাইন ।

'XSS - হল ক্রস সাইট স্ক্রিপটিং । কোন সাইটে ঢুকে ওই সাইটকে কোন কাজে ব্যাস্ত করে দেওয়া । কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সেই কাজ করে না ওই সাইট । ' জানালাম ।

আগ্রহের সাথে ফিরে তাকাল রাইন । 'তুমিও হ্যাকার নাকি ? হ্যাকারে হ্যাকারে মাসতুতো ভাই-বোন ।'

'না , কিন্তু আগ্রহ আছে হ্যাকিং সম্পর্কে । '

একটু পর মুখ কাল করে বলল রাইন 'বেশ ঝামেলার ...'

'আরে বুঝেছি তো পারবে না । আগেই বলেছিলাম তখন শুনে না', ' তানিম বলল অন্যদিকে তাকিয়ে ।

'আমি ঝামেলার বলেছি ! পারব না বলেছি ? ' রাগে লাল থেকে নীল হয়ে গেল রাইন 'বলছিলাম সময় লাগবে । বিকেলের দিকে এসে মনে হয় ঢুকতে পারবে হার্ডডিস্কে ।'

'হয়েছে ... হয়েছে ! ' হাত তুলে বলল তানিম , 'আর গিরগিটির মত ঘন ঘন রং বদলাতে হবে না । আমরা বুঝেছি বিকেলে আসা লাগবে ! কিশোর ভাই চল । '

বের হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম , 'কি ব্যাপার ? আসার সময় তো অনেক কিছু বললে , ভেতরে ঢুকে মেয়েটার সাথে এরকম খারাপ ব্যাবহার কেন ? '

'ওইটা ... ইয়ে কই ? ঠিকমতই তো বিহ্যাভ করলাম । '

'হয়েছে ! আর লুকোতে হবে না । বলে ফেল তো বাবা'

'ইয়ে আরকি ... মানে বোঝই তো ... ওই আরকি ...মানে আরকি '

'এত আরকি বলতে হবে না ... একটু পর বলবা 'আরকি আরকি' ... উঁহু , ওসব চলবে না ! কাহিনী কি হে?'

'মানে আর্কিটেকচার ।' মন-টন খারাপ করে বলল তানিম ।

'কোন আর্কিটেকচার ?' অবাক হয়ে জানতে চেলাম ।

'ছিল একজন ' হাত তুলে ওপরে কোথাও দেখাল , 'এখন আছে ওখানে কোথাও । কিন্তু ওই ব্যাটা কোন ফ্যাক্ট না । ওকে ধরার সময় রাইনের সাথে পরিচয় হয় আমার । '

'বাহ ! বেশ থ্রিলিং একটা ভাব আসছে এতক্ষণে ! ' ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে বললাম , 'তারপর ? তোমার হার্টও হ্যাক করে ফেলল ! ক্যাসপারস্কাই এর একটা অ্যান্টি-ভাইরাস লাগাতে পারোনি হে ? '

'সম্পর্কটা ছয় মাসও গেল না ' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল তানিম ।

'যথেষ্ট হে ... তোমরা তো আবার কি বলে - 'টানো সবাইকে কিন্তু বাঁধনে জড়াও না ' ... মাসুদ ভাইকে একদিনে তিনটা আপুর সাথে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি । সেখানে তোমার তো ছয় মাস ! '

'হুঁ' বলল তানিম | কিছুটা বিমর্ষ ।

সোজা স্মৃতিসৌধের তলায় যেয়ে বসে থাকলাম । সেখানে কিছুক্ষণ থেকে শপিং মলে ঘুরঘুর করে লাঞ্চ সেরে নিলাম একটা রেসটুরেন্টে । তখন মাত্র দুইটা বাজে । কোনমতে বাকি সময়টা পার করে ঠিক বিকেল পাঁচটায় ফিরে এলাম রাইনের বাসায় ।

ঝিমিয়ে পড়া মুরগির মত মাথা তুলল । 'কব্বে ক্র্যাক করে ফেলেছি এতক্ষণে আসছে !' তানিমের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল ।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম আমরা মনিটরের ওপর ।

ফাইলের পর ফাইল ঘেঁটে চললাম আমরা । দেশের প্রায় সব স' মিলের নাম আছে ওখানে । গাছ কেটে কেটে এই ব্যাটারাই যে দেশটাকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এই হার্ডডিস্ক দেখলে কারও মনে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না । কত টন গাছের গুড়ি কার করাতের তলা দিয়ে বের হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ... হিসাবের পরিমাণ দেখে মনে হল ইনারা সুন্দরবন ফাঁকা করতে তিনদিনের বেশি নেবে না কোনভাবেই !

তারপর ভিন্ন ক্যাটাগরিতে আছে লাভ-ক্ষতির হিসেব - প্রতিটা কর্মচারী - কর্মকর্তার প্রোফাইল - পিতা ঠিকুজীর ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ পর্যন্ত - সম্ভবত | কারণ একেকজনের ফাইলে ব্যপক পরিমাণে তথ্যের সমাগম | আর কিছুক্ষণ খুঁজলে হয়ত দেশের শিশু মৃত্যুহারের তথ্যও পাওয়া যাবে এই হার্ডডিস্ক থেকে ।

হঠাৎ তানিমই খেয়াল করল ব্যাপারটা ।

'কিশোর ভাই , ওই ফোল্ডারটা দেখ । হসপিরা-অ্যালকন '

'হেল ... ঢোক তো ... ওষুধ প্রস্তুতকারকের সাথে গাছের গুড়ির কি সম্পর্ক দেখা যাক ! '

অ্যালকন মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার । স্কোয়ার - বেক্সিমকোর সাথে পাল্লা দিয়ে ভালই দাঁড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে । ইএম টিম্বার মিলের রেকর্ডসে ওদের নামে ফোল্ডার দেখে অবাক না হইয়ে পারলাম না !

ভেতরে একটা এক্সেল ফাইল । লিস্ট করে নাম না জানা কেমিকেল এর কোনটার কত পরিমাণ নেওয়া হয়েছে তা লেখা আছে ।

'তানিম - হিসেব একেবারে গ্রাম পর্যন্ত করা ! এত সুক্ষ হিসেবে কাজ কি ?'

একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম । দু'জনের মাথায় একই জিনিস চলছে ।

মিনি কম্পিউটারে ফাইলটা কপি করে রাখল তানিম ।

উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল রাইনের দিকে । পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ও । ওর দুই কাধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল , 'ইউ আর এ জিনিয়াস ! অনেক অনেক থ্যাংকস তোমাকে রাইন ।'

'এখন ঢং করতে হবে না । একটু আগে কি কি বলেছ সব মনে আছে ! ' অন্যদিকে তাকাল রাইন ।

'জানো তো কোনকিছুই সিরিয়াসভাবে বলিনি । তোমার হ্যাকিং দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে কি আর এতদূরে আসতাম , বল ? '

'একটা কাজ তো করে দিলাম , এবার বলেন কবে আবার আপনার দেখা পাওয়া যাবে ?'

'কাল বিকেলে ।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ ! ' কথা দিল তানিম ।

দুইটার ভাবগতিক সুবিধার লাগল না আমার মোটেও । কাজেই ওদের আর কথা বলতে না দিয়ে তানিমকে ধরে বাইরে নিয়ে আসলাম ।

'তোমাদের আচ্ছা করে প্যাদানো উচিৎ , বুঝেছ ? পুরোই মাসুদ ভাই এর জাত তোমরা সব ।'

'মাসুদ রানা ভাই তো আমার গুরু হে !' আক্ষেপের ভঙ্গিতে বলল তানিম ।

'সন্দেহ কি তায় !' বললাম , 'এখন কি করতে চাও ?'

'এখন ? এই তো কাল ডেট আছে ওর সাথে বিকেলে । পরেরটা পরে দেখা যাবে । '

'ধূর জ্বালা ! রাইনের কথা কে জানতে চাইছে ? কেসটার ব্যাপারে এখন কি করতে চাও ? '

'ও ... ওই কেস...' বিভ্রান্ত দেখাল ওকে , 'তুমি কি বল ?'

'ফিরে যাব এবার টিম্বার মিলে আবারও ' একটু হেসে বললাম , 'ম্যানেজার শাহাবুদ্দীনের সাথে কথা আছে '

তানিমের মুখেও ফুটে উঠল হাসি ।

'তবে তাই হোক !' ঘোষনা করল ও ।

*

পর্ব ০৫
সকাল ১০ টা ।

ইএম টিম্বার মিলের সামনে এসে থামল একটা প্রাইভেট কার । নেমে এল ড্রাইভার । গেটে কিছু কথা বলতেই উন্মোচিত হল সিংহদ্বার । ভেতরে আজ যেন মিলিটারি মহড়া চলছে । মূল ভবন পর্য়ন্ত মাত্র কয়েকশ' গজের রাস্তাতেই তিন-তিনটা চেকপোস্ট ।

তিন জায়গাতেই ড্রাইভার এবং আরোহীদের সাথে কথা বলল গার্ডেরা । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই সন্তুষ্ট হয়ে ছেড়ে দিল । মূল ভবনের সামনে এসে থেমে গেল গাড়ি । ড্রাইভার নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে দিলে পেছনের আরোহীরা নেমে পড়ল । সসম্ভ্রমে দরজা বন্ধ করল ড্রাইভার । দু'জনেরই স্যুট-বুট পরনে । চেহারাতে স্পষ্টতই ব্যবসায়ী ব্যাবসায়ী ভাব । একজনের মাথায় আবার একটা হ্যাটও আছে । ওয়েস্টার্ন সিরিজের কাওবয়দের মত অভিব্যক্তি । মুখে আধহাত দাড়ি । দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে । পেছন পেছন দ্বিতীয়জন । ভেতরে সবখানে গার্ড । একজন এগিয়ে এসে বডি চেক করল । তারপর আইডি কার্ড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন –

'সাউদিয়া উডেন প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারারের কমার্শিয়াল আডভাইজার মি. ইমতিয়াজ আহমেদ ? '

'এবং আমার অ্যাসিস্টেন্ট মি. শাহাদৎ চৌধুরী ।' সায় দিল কাওবয় হ্যাট । 'এত কড়াকড়ি কিসের আজ এখানে ?'

'ইয়ে স্যার , ইদানিং ইন্ড্রাস্টিয়াল এসপিওনাজের খুব উৎপাত ' যেন জানাতে গিয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছে গার্ড , 'আমাদের তথ্য অন্য কোম্পানী এসপিওনাজ পাঠিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় রাতের বেলা । ব্যাবসায় মহলে বুঝতেই পারছেন কত বড় ক্ষতি এটা । তাই একটু কড়াকড়ি স্যার । আশা করি কিছু মনে করবেন না । '

'হুম !' ভারিক্কী চালে বলল কাওবয় হ্যাট । ' মি. শাহাবুদ্দীনের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে জানানো হয়েছে নিশ্চয় ? পথ দেখাও । '

একজন গার্ড এগিয়ে এল সামনে , 'আসুন স্যার , এইদিকে । '

গার্ডের পেছন পেছন হেঁটে গেল আগন্তুকদ্বয় ।

ম্যানেজারের রুমের সামনে এসে বিদায় নিল গার্ড ।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন ম্যানেজার শাহাবুদ্দীন । অতিথিদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন । রুমটা বিশাল , টেবিলটাও এমনকি টেবিলের সামনের চেয়ার দুটোও । তবে সবকিছুর বিশালতাকে ছাপিয়ে গেছেন শাহাবুদ্দীন স্বয়ং ! দৈর্ঘ্য সাড়ে ছয়ফুটের কম হবে না প্রস্থতেও তেমনি । নিরেট একটা গাছের গুড়ি যেন !

'হাম্পটি – ডাম্পটি ... ' ভেবড়ে গিয়ে বলে বসল কাওবয় হ্যাট ।

'না না সৌভাগ্য আসলে আমার !' কি বলা হয়েছে বুঝতে না পেরে শাহাবুদ্দীন ভাবলেন সৌজন্যমূলক কিছুই হয়ত বলেছে আগন্তুক । 'আপনারা বেশ সময়ানুবর্তী । ঠিক সাড়ে দশটায়-ই এসেছেন । অবশ্য কোম্পানী ঠিকমত চালানোর জন্য এর বিকল্প নেই । তা , দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন ।' বলেই ধপাস করে আসন গাড়লেন তিনি ।

'স্যাট অন এ চেয়ার ?' বিড় বিড় করে বলছে তখনও কাওবয় হ্যাট । কটমট করে তার দিকে তাকাল দুই নম্বর আগন্তুক ।

‘তা যা বলেছেন । শেয়ার ব্যবসার মতই । একটু সময়ের হের ফেরে ভাগ্য বদলে যায় ।’ আবারও ভুল বুঝলেন শাহাবুদ্দীন । ‘ তা চা/কফি না কোল্ড ড্রিংকস কোনটা চলবে ? ’

‘নো থ্যাংকস । ’ দ্বিতীয় জন বল । এর মুখে ছোটখাট একটা গোঁফ – দেখলেই মনে হয় মিলিটারিতে গেলেই ভাল করত এই লোক । ‘আমরা বরং কাজের কথায় আসি । ’

এখনো ধাতস্থঃ হতে পারেনি কাওবয় হ্যাট । সমানে চুলকাচ্ছে আধ-হাত দাড়ি ।

‘নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! ’ মাথা দোলালেন শাহাবুদ্দীন , ‘তবে খালিমুখে এসব ঠিক জমে না ... হে হে । ’

ইন্টারকমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন তিনি । ৩ মিনিটে কফি এবং হাবিজাবি হাজির । মনে হয় সব রেডি করে পাশের ঘরে কেউ বসেই থাকে !

‘তা আপনারা ‘সাউদিয়া উডেন প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার’ এর রিপ্রেজেন্টেটিভ । সম্ভবতঃ আপনাদের টিম্বারের প্রয়োজন যাতে সেগুলোকে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারেন , তাই নয় কি ? ’ সবজান্তার ভাব নিয়ে বলতে থাকলেন শাহাবুদ্দীন । একটা ভ্রু উঁচু হয়ে গেল দাড়িওয়ালার । ‘তাহলে বলব চুক্তি করলে ঠকবেন না । বাংলাদেশ টিম্বার ব্যাবসার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময় । যদিও সবাই এই লাইনের স্পেশালিটি বোঝে না । আর আমাদের কোম্পানী দেশের যে জায়গায় যে কাঠ স্পেশাল সেখান থেকেই সেই গাছের কাঠ সংগ্রহ করে থাকে । পুরো দেশ জুড়েই দেখবেন আমাদের ছোটখাট শাখা আছে । সুতরাং সব ধরনের সব মানের কাঠই আপনারা পাচ্ছেন । ’ পেপসোডেন্ট টুথপাউডারের বিজ্ঞাপনের মত ঝকঝকে হাসি দিলেন তিনি । দ্বিতীয় আগন্তুকেরও একটা ভ্রু সটান কপালে উঠে গেল হাসির বহর দেখে ।

‘আপনার ধারণার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য মিলে গেলে বেশ হত -’ এই মাত্র মা মারা গেছে এমন মুখ করে শুরু করল দ্বিতীয়জন , ‘ কিন্তু আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ভিন্ন । আসলে , আপনাদের কোম্পানী যাঁর মালিকানায় , তাঁর সিদ্ধান্ত -   ছোট একটা দায়িত্ব যা এতদিন আপনাদের কোম্পানীর উপর ন্যস্ত ছিল – আমাদের হ্যান্ডওভার করবেন তিনি । সেই ব্যপারটা বুঝে নিতেই এসেছি আজ আমরা এখানে । ’

অবাক হয়ে গেলেন শাহাবুদ্দীন ।

‘ ইন্টারেস্টিং ! নিজের কোম্পানীর ওপর তাঁর আস্থা চলে গেল ? ’

‘যেত না , রাত বিরেতে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজদের কোম্পানীর ভেতর যত্র-তত্র হামলার কারনে যেতে বাধ্য হয়েছে । আমার মনে হয় , দায়িত্বরত ম্যানেজারের কপালেও যথেষ্ট ভোগান্তি আছে । ’ এতক্ষণে মুখ খুলল কাওবয় হ্যাট ।

শংকার একটা ছায়া দেখা গেল ‘দায়িত্বরত ম্যানেজারের’ চেহারায় – তা দেখে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি পেল মনে হল দুই সাউদিয়া উডেন রিপ্রেজেন্টেটিভ ।

‘বেশ বেশ । আমরা না হয় ওই ব্যাপারে না কথা বললাম ’ অবশেষে বললেন শাহাবুদ্দীন । ‘তা কোন সেই ছোট দায়িত্ব যা আপনাদের হ্যান্ডওভার করার কথা আমাদের ? ’

'হসপিরা-অ্যালকেন প্রজেক্ট । ' শান্তকণ্ঠে বোমা ফাটাল কাওবয় হ্যাট ।

শাহাবুদ্দীনের গলায় কফি আটকে গেল । বেশ একটা বিষম খেয়ে সামলে নিয়ে যতক্ষণে তাকালেন ততক্ষণে দশাসই সেই চেহারাই নেই । বেশ একটা চামচিকে চামচিকে ভাব চলে এসেছে সেখানে ।

হাসি পেল আগন্তুকদ্বয়ের । ওয়াল থেকে পড়ে গেছে হাম্পটি ডাম্পটি !

'গ্যা হ্যাশ খ্যাস...' কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু স্বরই বেরুলো না তাঁর গলা থেকে । কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন , 'এই প্রজেক্টের কথা আপনাদের জানার কথা নয় ! '

'কিন্তু আপনাদের হ্যন্ডওভার করার কথা ।' কাটা কাটা স্বরে বলে দিল কাওবয় হ্যাট ।

'কাগজপত্র কিছু এনেছেন নিশ্চয়ই ? ' মাথা চুলকাতে চুলকাত্রে বললেন শাহাবুদ্দীন ।

' সিওর । ' ফাইল থেকে একতাড়া কাগজ তাঁর নাকের সামনে মেলে ধরল দ্বিতীয়জন ।

' হুম ... সিগনেচার তো মঙ্গল স্যারেরই বলে মনে হচ্ছে !' আরও বিভ্রান্ত হয়ে গেল এবার ম্যানেজার । কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল । অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল , ' শুনুন , যে প্রোজেক্টের কথা আমরা বলছি তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা প্রোজেক্ট । আপনারা বুঝতেই পারছেন । সুতরাং আমাকে মি. মঙ্গলের সাথে পার্সোনালি একবার কথা বলে নিতে হবে । আপনারা আরেকদিন আসুন , কেমন ? এই ধরুন মঙ্গলবার সকাল দশটায় ? '

নিমের তেতো গলায় আটকালে যেমন মুখ হতে পারে – দুই আগন্তুকের মুখের ভাব এখন ঠিক সেই রকম ।

'আরেকদিন ?' দাড়ি চুলকে বলল কাওবয় হ্যাট , ' আজই তো হয়ে যেত মনে হয় কাজটা'

'না স্যার । আমাকে মি. মঙ্গলের সাথে কথা বলে নিতেই হবে একবার । '

'বেশ । তাহলে মঙ্গলবার সকাল দশটায় । ' উপসংহার টানল গোঁফওয়ালা । ফাইলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল কাগজের তাড়া ।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল দু'জনেই । জানতেও পারল না তারা রুম থেকে বেড়িয়ে যেতেই টেলিফোনে কিছু নির্দেশনা দিয়ে ফেলেছেন মি. শাহাবুদ্দীন ।

গেট থেকে 'সাউদিয়া উডেন প্রোডাক্টস এর রিপ্রেজেন্টিভদ্বয়' এর গাড়ি বেরিয়ে ১০০ গজ দূরে যেতে না যেতেই সাইড রোড থেকে দ্বিতীয় এক গাড়ি বেরিয়ে আসল । পিছু নিল প্রথমটার ।

এদিকে হ্যাট খুলে বিরক্তির সাথে বলে উঠল তানিম , 'কি দাড়ি লাগাল রে বাবা ... খালি চুলকায় !'

'একটু আধটু সহ্য করতেই হয় এই লাইনে থাকলে ' খামচি দিয়ে গোঁফ খুলতে খুলতে বললাম , 'তুমি মজা নাও মি. শাহাবুদ্দীনকে নিয়ে ? ধরতে পারলে কি হত ! '

'আমার কি দোষ ! জীবনে কখনও হাম্পটি ডাম্পটির মুখোমুখি হব ভাবি নি যে । '

'তানিম ভাই , আমাদের ফলো করা হচ্ছে ' বলে উঠল ড্রাইভার সিটে বসে থাকা শাহরিয়ার আহমেদ ।

পেছনে ফিরলাম দু'জনেই । কালো একটা টয়োটা । এই দেশে টয়োটা ছাড়া আর কিছু আশা করাও ঠিক না ।

'খসিয়ে দাও তো ব্যাটাদের ' আয়েশ করে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বলল তানিম , 'ভাঙ্গা গাড়ি নিয়ে আসছে !'

আমার দিকে ফিরল তানিম , 'বুঝলে হে , শিশির আমাদের গাড়ির জাদুকর । ইংল্যান্ডে একটা ড্রিফট রেসে ফার্স্ট হয়েছিল ও । তুমি শুধু মজা দেখ । '

শাহরিয়ারের মুখেও দেখলাম বিচিত্র এক হাসি ।

আমাদের গতি বেড়ে গেছে অনেকটাই । সোনারগাঁও এর পথে ছুটছি আমরা এখন ।

কিন্তু এ কী ! পেছনের গাড়ির গতিবেগ আমাদের থেকেও বেশি ।

ভ্রু কুঁচকে শাহরিয়ার সামনে থেকে জানালো , 'ওদের ইঞ্জিন সম্ভবতঃ রিপ্লেস করেছে ওরা । কোন রেসিং কারের ইঞ্জিন মনে হচ্ছে । মৃদু গরগর আওয়াজ করছে ওটা । '

আমাদের গতিও বাড়ল । সামনের তীক্ষ্ণ বাঁকটি শাহরিয়ার যেভাবে পার হল – দম আটকে দেখলাম শুধু । গাড়ি সামনের দিকে না , পাশ ফিরে এগিয়ে গেল বাঁকটুকু । ড্রিফট করছে শাহরিয়ার বাংলাদেশের সংকীর্ণ রাস্তায় !

পেছনের আরোহীরাও মনে হল ছোটখাট টাসকি খেয়েছে । তবে ওরা সাবধানে পেরিয়ে আসল বাঁকটা । পিছিয়ে পড়েছে ৪০ গজ । তবে দ্রুত কমিয়ে আনছে দূরত্ব ।

রকেটের মত ছুটছে এখন আমাদের গাড়িটা । রাস্তার বামে একদম মেঘনা পর্যন্ত ধানক্ষেত । মেঘনার ঠিক ওপাশেই কুমিল্লা ।

'মতলব ওদের সুবিধার লাগছে না , শাহরিয়ার । ' আগের মত আয়েসী ভংগিটা আর নেই এখন তানিমের চেহারায় । 'পিস্তল সাথে এনেছ তুমি ? আমি তো সার্চ করা হবে ভেবে আমারটা হোটেলে রেখে এসেছি । '

'আমারটাও ।' উল্টোদিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটা বাসকে এড়িয়ে জবাব দিল শাহরিয়ার ।

পেছন থেকে ভোঁতা কয়েকটা শব্দ হল এসময় । ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ল আমাদের পেছনের কাঁচ ।

'গেট ডাউন কিশোরভাই । ' নিজে মাথা নিচু করে গাড়ির মেঝেতে বসে পড়তে পড়তে বলল তানিম , 'গুলি ছুঁড়ছে ওরা ।' কাঁচ ভাঙ্গার সাথে সাথেই মাথা নামিয়ে ফেলেছি । তবে শাহরিয়ারের সেই সুযোগই নেই । গাড়ি চালাতে হচ্ছে তাকেই । ড্যাশবোর্ডের সাথে ছুঁইয়ে রেখেছে চোখ । যতদূর সম্ভব মাথা নামিয়েছে আর কি ।

দূরত্ব আরও কমেছে আমাদের । একবার ওরা পাশে পৌঁছতে পারলে ... আর ভাবতে চাইলাম না ।

আবারও ভোঁতা শব্দ । সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে সমানে গুলি চালালো ওরা । সামনের সিটের পিছনদিকে কিছু গুলি এসে লাগল স্পষ্টই দেখলাম । তারপর বিশ্রী শব্দে ভেঙ্গে গেল সামনের কাঁচও ।

গতি বাড়ছে না আমাদের এখন আর । সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছি আমরা । তবুও দূরত্ব কমে আসছে । ওদের গতি আমাদের থেকে বেশি । সামনে আরেকটা বাঁক ।

গতি একটুও না কমিয়ে আবারও বাঁক নিল শাহরিয়ার । আবারও দূরত্ব কিছু বাড়ল । ওদের ড্রাইভারের ওভাবে বাঁক নেওয়ার সামর্থ্য নেই ।

‘কিছু একটা কর ভাই শাহরিয়ার । এবার ঠিক ধরে ফেলবে !’ সামনের প্রায় মাইলখানেক সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল তানিম । ‘একটা পিস্তল থাকলে ... ’

শাহরিয়ার মাথা ঝাঁকাল । ‘শক্ত হয়ে বসুন ।’ বলল ও ।

সরু রাস্তায় যত সম্ভব আঁকা বাঁকা ছুটছি আমরা । পেছন থেকে গুলির বিরাম নেই । এক কোম্পানী সৈন্য ঠেকানোর মত অ্যামুনেশন এনেছে সম্ভবত ওরা ।

‘এই দেশেতে জন্ম যেন ... এই দেশেতেই মরি ... ’ গেয়ে উঠলাম ।

‘লিজেন্ড কিশোর পাশার কি মহৎ ইচ্ছা ! তবে ওটি হবার নয় । ’ শাহরিয়ার এত ব্যাস্ততার মাঝেও বলে উঠল । ততক্ষণে ওদের সামনের বাম্পার ঠেকে গেছে প্রায় আমাদের পেছনেরটার সাথে । একটু সরে এসে আমাদের পাশে আসার জন্য সামনে বাড়ল ওদের ড্রাইভার ।

ফিরে তাকালাম । ড্রাইভারের পাশে বসে আছে মুখোশ পড়া এক আরোহী । ড্রাইভারের মুখেও মুখোশ । আরোহীর হাতে উদ্যত পিস্তল । সাইলেন্সারটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । ধীরে সুস্থে আমার দু’চোখের মাঝে তাক করল সে পিস্তলটা ।

হার্ডব্রেক করেছে শাহ্রিয়ার ঠিক সেই মুহূর্তে । বুলেটের মত আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল খুনীদের গাড়িটা – আগের গতিবেগ নিয়েই ।

ওদের ড্রাইভারও কমাতে শুরু করল গতি , এই সময় লাফ দিয়ে সামনে এগুলো শাহরিয়ার । দুটো গাড়ির ব্যবধানের ৫০ গজ পেরুতে পেরুতে ঘন্টায় আশি মাইল গতি তুলে ফেলল ওর গাড়ির বিশ্বস্ত ইঞ্জিন ।

বিকট শব্দে সামনের গাড়িটার পেট বরাবর ধাক্কা মারল শাহরিয়ার । হেঁচড়ে দশফিট এগুলো পাশ ফিরেই ওটা – যেন শাহরিয়ারের মত ড্রিফট করতে চলেছে । কিন্তু না - তারপরই গড়াতে শুরু করল । পাশের ধানক্ষেত বেয়ে গড়াতে গড়াতে উলটো হয়ে পড়ে থাকল গাড়িটা ।

এতটুকু দেখেই আমাদের গাড়ির নাক ঘুড়িয়ে নিল শাহরিয়ার । তীর বেগে ছুটলাম আমরা আড়াইহাজারের দিকে ।

‘নেমে দেখা যেত কারা ওরা ।’ বললাম ।

তানিম মাথা নাড়ল , ‘ আমি বাবা দুইটা চোখ নিয়েই সুখে আছি । তিন নম্বর চোখের আমার দরকার নাই । খালি হাতে নামা ? অসম্ভব। ’

‘আমাদের পিছে এভাবে লাগল কেন ? ম্যানেজার শাহাবুদ্দীনের কাজ ? ’

‘অসম্ভব নয় । আমাদের কাভার উড়ে যাওয়ারই কথা অবশ্য । যেহেতু অ্যালকন কোম্পানীর নাম নিয়েছি আমরা । ’

‘হুম । আমার আর কোন সন্দেহ নেই ড্রাগস চোরাচালান – ইএম টিম্বার কোম্পানী আর হসপিরা-অ্যালকন এর কোন যোগসাগ আছেই I কিন্তু তিনটা ব্যাপার তিনটা ভিন্ন ক্ষেত্র । যোগাযোগটা ঠিক ধরতে পারছি না ।’

নাক বোঁচা গ্লাস চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে পড়া গাড়ির দিকে বাঁকা চোখে পথচারীরা তাকালেও ভ্রুক্ষেপই করলাম না আমরা ।

হোটেলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটার ‘ব্যাবস্থা’ করতে গেল শাহরিয়ার । আমরা রুমে ফিরে গেলাম I

শাহরিয়ার ফিরে এলে লাঞ্চ করতে করতে তানিম ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল ।

‘এহহে ! আড়াইটা বাজে !’

‘আড়াইহাজারে আড়াইটা বাজলে লাফালাফির কি আছে ? ’ জানতে চাইলাম ।

‘আমার রাইন !’ করুণ মুখে বলল তানিম । ‘আজ বিকেলের মধ্যে সাভারে পৌঁছুতে না পারলে বুঝতেই পারছ । ’

‘বেশ তো । দৌড় লাগাও । ’

‘তোমার কোন অসুবিধা হবে না । ’ অভয় দিল তানিম , ‘বাই চান্স আবার হামলা হলে শাহরিয়ার আছে । ও সামলাবে ।’

‘আমি দুধের শিশু নই । নিজেকে রক্ষা করতে পারব । ’ বললাম ঝাঁঝের সাথে ।

‘উঁহু । তোমার কমব্যাট ট্রেইনিং নেই । সোজা খুলি গুঁড়ো করে দেবে ওরা । ’

শাহরিয়ারকে রেখে দশ মিনিটের মাথায় গায়েব হয়ে গেল তানিম ।

হোটেলের ছাদে বসার সুন্দর ব্যাবস্থা । সেখানে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছি আমরা । শাহরিয়ার জানাল , ‘গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি , হেরোইনের বড় একটা চালান এসেছে দেশে এই সপ্তাহে আবার I এভাবে আসতেই আছে । আমরা না পারছি ধরতে না পারছি কোন ট্রেস বের করতে । ’

‘কাস্টমস দিয়ে ঢুকলে আটকাতে কেন পারবে না ?’

‘কোন দিক দিয়ে ঢুকে আল্লাহই জানে । কাস্টমস এর কোন ত্রুটি নয় এটা । এমন না যে বর্ডারের অন্য কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে । সীমান্তরক্ষীরা কঠিন চাপে আছে ।’

‘হয়ত -’ বললাম আমি , ‘বর্ডার ক্রস করছে ওগুলো বৈধ কোন উপায়ে ’

‘বৈধ কোন উপায়ে হেরোইন কিভাবে বর্ডার ক্রস করে ? ’ কফির কাপ নামিয়ে রেখে জানতে চাইল শাহরিয়ার ।

‘সেটাই ভেবে বের করতে হবে আমাদের ।’

দূরে বড় রাস্তায় ট্রাক চলতে দেখা গেল । ইএম টিম্বার মিলের জন্য আস্ত গাছ নিয়ে যাচ্ছে এগুলো ।

*

পর্ব ০৬
রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি , এমন সময় রুমের দরজায় টোকা পড়ল । দরজা খুলে দেখি জুনায়েদ আর শাহরিয়ার ।

'আজ রাতে কারও ঘুমানো চলবে না ' ভেতরে ঢুকেই ফিসফিস করে বলে উঠল শাহরিয়ার ।

'হামলা হবে ভাবছ ?' জানতে চাইলাম ।

'হোটেল জুড়ে থমথমে একটা ভাব । আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাই বলছে । '

মাথা দোলাল জুনায়েদও । এবার আর 'ঘুঘু' হিসেবে না , সরাসরি-ই নেমে পড়েছে ও কাজে ।

'আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকলে আশা করি ঠেকিয়ে দিতে পারব , যত বড় হামলাই হোক না কেন ' বলল ও , 'তবে অসতর্ক হয়ে থাকলে মরতে দুই মিনিটের বেশি লাগবে না ।'

'উমমম ... ভাবতে দাও । ' নিচের ঠোঁট থেকে হাত সরিয়ে বললাম । 'যতদূর মনে হয় , আমি,তানিম আর শাহরিয়ার হলাম প্রাইম টার্গেট । আমরা ইএম টিম্বার মিলে ঢোকাতেই যত বিপত্তি । যদিও বুঝতে পারছি না এত ছদ্মবেশ নেওয়ার পরও কিভাবে চিনে ফেলে ! তাহলে - সবাই জানে আমি আমার রুমেই আছি । যেহেতু হোটেলে অন্য রুমে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই । তানিম তো সীমানার বাইরে । আর থাকল শাহরিয়ার । তুমি তোমার রুমে খাটে কোলবালিশ শুইয়ে দিয়ে এস গে । আসার সময় খেয়াল রাখবে কেউ যেন খেয়াল না করে তুমি এই রুমে ঢুকছ । জুনায়েদ যেহেতু এখনও সরাসরি মাঠে নামে নি সুতরাং ও বিপদমুক্ত । '

দরজা একটু ফাঁক করে বেরিয়ে গেল শাহরিয়ার ।

ঘরের মধ্যেই পায়চারি করলাম খানিকক্ষণ । নিজেকে বন্দী শিকারের মত লাগছে । পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম । আমাদের রুম তিনতলায় । টপ ফ্লোর । ইন কেস অফ ইমার্জেন্সী এখান থেকে লাফিয়েও নামা যাবে না । থেঁতলা হয়ে যেতে হবে । চারপাশে চোখ বুলালাম । একটা প্রাণিও চোখে পড়ল না ।

ফিরে এলাম রুমে । একটু পর ফিরে এল শাহরিয়ার । বুঝিয়ে বললাম ওকে আর জুনায়েদকে আমার প্ল্যানটা । আধ ঘন্টা পর ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ থাকল না ।

ঘর অন্ধকার ।

বালিঘড়ির চুঁইয়ে পড়া বালির মতই ধীরে ধীরে কাটছে সময় ।

ঠিক মধ্যরাতে নিশব্দে খুলে গেল আমার ঘরের দরজা । ঘরে চোরের মত ঢুকল দুই আগন্তুক । প্রসারিত করল তাদের হাত । সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে বিছানার ধুলো উড়াতে শুরু করল । বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা কেঁপে কেঁপে উঠল গুলির ধাক্কায় । একসাথে সামনে এগিয়ে আসল দু'জন । টান দিয়ে কম্বল সরিয়ে ফেলল ।

একটা সদ্য-শতচ্ছিন্ন কোলবালিশ শুয়ে আছে বিছানায় !

রাগে গরগর করে সারা ঘর খুঁজে দেখল ওরা। কিছুই না পেয়ে বারান্দায় পা রাখল । চারপাশে টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হল – এখানেও কেউ নেই । ফিরে আসতে যাবে এই সময় সরসর করে একটা বিচিত্র শব্দ । আকাশ থেকে যেন পিছলে নেমে এল একজন মানুষ । মাথা নিচের দিকে , পা দুটো সটান উপরের দিকে । বারান্দার মাঝে উলটো হয়ে ঝুলে থাকল । ওই অবস্থাতেও সামনে বাড়িয়ে

রেখেছে দুই হাত কিছু একটা ধরে থাকার ভংগিতে । আক্রমণকারী দু'জনই নেহায়েৎ রিফ্লেক্স-এর বশে তাদের পিস্তল তুলেছিল বুক পর্যন্ত । দুই হাতের বিটলার জি-টু গর্জে উঠল জুনায়েদের । প্রচণ্ড শব্দের সাথে আলোকিত হয়ে উঠল বারান্দা । ছয় – ছয় – বারটি গুলি সমানে বর্ষিত হল আগন্তুকদ্বয়ের ওপর । প্রাণহীন দেহ দুইটির একটি ছিটকে গিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পরে থাকল , অন্যটি সেঁটে থাকল কয়েক সেকেন্ড বারান্দার দেওয়ালে , তারপর অবসন্ন ভংগিতে শুয়ে পরল মেঝেতে ।

তবে এতকিছু দেখছে না জুনায়েদ । গুলি ছুঁড়েই বুকের দড়ির বাঁধন খুলে নেমে এসেছে সে সোজা হয়ে । রিলোড করল ম্যাগাজিন । দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল রুম থেকে ।

ওদিকে গুলির শব্দের সাথে সাথে বারজনের একটি দল ছুটে আসছে তিনতলার দিকে । সিঁড়ি বেয়ে লম্বা করিডর বরাবর ছুটে অর্ধেকটা পাড়ি দিয়েছে কেবল তারা , এই সময় দেখতে পেল জুনায়েদকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে । তবে দেখার এই সিগন্যাল চোখ থেকে মস্তিষ্কে যেতে না যেতেই জোরাল লাথিতে ভেঙ্গে পড়ল তিনতলার ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ির দরজা । জুনায়েদ যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তার বিপরীত প্রান্তে । দুই হাতে দুটো সিগ-সাওয়ার নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শাহরিয়ার ।

হামলাকারীদের কেউ কেউ ঘুরে গেছিল শব্দের উৎসকে লক্ষ্য করে , তারা আলোর ঝলকানি দেখতে পেল কেবল । সিগ-সাওয়ারের ভয়ংকর নল থেকে বেরিয়ে আসছে সেগুলো । আর যারা সামনে তাকিয়ে ছিল তারাও মোটামুটি একই দৃশ্য দেখল । মাত্র ছয় সেকেন্ডের ব্যাবধানে আবারো বারটি গুলি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে জুনায়েদ ।

করিডোরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত গুলি করে গেল দুই দুর্ধর্ষ এজেন্ট । মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারীরা নিমেষেই পরিণত হল শিকারে । লাশগুলো টপকে শাহরিয়ারের পাশে এল জুনায়েদ । কারও মধ্যে কোন কথা হল না । দু'জনেই ম্যাগাজিন রিলোড করে ফেলেছে । সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল দুইজনেই ।

ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি থেকে আমিও বেরিয়ে এসেছি ততক্ষণে । পিছু নিলাম ওদের । সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে আসতেই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল । আরও দ্রুত নেমে এলাম আমরা ।

ছুটে হোটেল থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে একজন । দেহের গঠন দেখে মনে হল একটা মেয়ে । দুই উরুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে লাগানো আছে হোলস্টার । দুটো হোলস্টারেই ঢোকানো আছে বিশাল হাতলযুক্ত দুটি পিস্তল । ছুটতে ছুটতে একবার ফিরে তাকাল মেয়েটা । ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল । বাইরে দাঁড়ানো লাল স্পোর্টস কারে ঢুকে পড়ল । জুনায়েদ অথবা শাহরিয়ার গেটের কাছে পৌঁছানোর আগেই তীরবেগে চলে গেল গাড়িটা ।

সিঁড়ির কাছে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি । ফিরে তাকানোর সময় মেয়েটার মুখে হোটেল গেটের ওপরের আলো পড়েছিল ।

সোহানার সুন্দর মুখটা চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি ।

*

সকাল আটটা ।

ভোররাতে পুলিশ এসে মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছে । প্রথমে তো ওরা পারলে জুনায়েদ আর শাহরিয়ারকে ওখানেই ফাঁসি দেয় ! তবে জুনায়েদ এর আইডি কার্ড দেখে শান্ত হয়ে গেছে ওরা ।

তবুও কিছু গতানুগতিক নিয়ম মেনে আমাদের প্রত্যেককেই থানাতে যেতে হয়েছিল ।ওখানে স্টেটমেন্ট দিয়ে আবারও ফিরে এসেছি হোটেলের কাছাকাছি ।

‘শী ওয়ান্টস আস টু বী ডেড ... বাট হোয়াই ... ’ বিড়বিড় করে বললাম ।

কিছুই মেলাতে পারছি না । সোহানা পুরো অ্যাটাকটা লিড দিচ্ছিল ! সিফি সি আর নাইন দ্য লিজেন্ড ? অবিশ্বাস্য ! এর মধ্যে আরও কিছু আছে ।

আচ্ছা , ঈষাণ মঙ্গলের বাড়ির সামনে দেখা মেয়েটা কি আসলেই সোহানা ছিল ? নাকি নাম ভাঁড়িয়ে সেখানে ও সোহানা পরিচয় দেয় ?

তাও নাহয় বুঝলাম , কিন্তু ইএম টিম্বার মিলে সে আমাদের লিড দিয়েছে । এবং তার দেওয়া তথ্যটি বেশ কাজে লেগেছে আমাদের ।

যদি সোহানা ঈষাণের হয়েই কাজ করবে তো সেদিন কেন সঠিক লিংক দিয়ে আমাদের সুযোগ করে দিল এতদূর আসার ? সুযোগ করে দিলই যখন , আজ আমাদের মেরে ফেলার জন্য পাগল হয়ে উঠল কেন ?

তবে , একটা কথা ঠিক । সব ঘটনার শেষ প্রান্ত এসে ঠেকছে একটা নামে – ঈষাণ মঙ্গল ।

তানিম ফিরে এল সকাল নয়টাতেই ।

সব শুনে মাথা চুলকাল । মনে হল মহাপরাক্রমশালী এখন মহা বিপাকে পড়ে গেছে ।

‘ওটা সোহানা - তুমি শিওর তো কিশোরভাই ?’

‘তোমার ওই নারীজাতির প্রতি দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলেই আরও একধাপ এগুতে পারতে । ’ বিরক্ত হয়ে বললাম ।

‘ইয়ে ... ওরা পবিত্র জাতি – বোঝই তো – একটু আধটু দুর্বলতা আছে আমার পবিত্রতার জন্য ।’

হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলাম ওর কথা । ‘আমার মনে হয় এখন নারায়ণগঞ্জে খুঁজে ওদের কাওকে পাওয়া যাবে না । ’ বললাম , ‘তাছাড়া এখানে আপাতত কাজ শেষ । এবার একটু হসপিরা-অ্যালকন সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার সময় এসেছে । ’

‘কিন্তু ইএম টিম্বার মিলের গুঁড়িগুলো একবার চেক করে দেখা দরকার । ’ ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল তানিম , ‘কেন যেন মনে হচ্ছে ওগুলোর ভেতরে করেই ড্রাগসের সাপ্লাই আসে ।’

‘আমার মনে হয় না এত সহজে খুঁজে পাবে ।’ বললাম , ‘এর আগে “শয়তানের থাবা” অভিযানে এরকম ঘটেছিল ।মিউজিয়মের কালেকশন চুরি হয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল । তবে শেষে আমি বের করি যে ওগুলো গাছের গুড়িতে করে নিয়ে যায় ওরা ।’

‘এবারও সেরকম কিছু হতে দোষ কি ? ’ তানিম আশাবাদী ।

‘মিউজিয়মের কালেকশন আর হেরোইনের প্যাকেট এক জিনিস নয় । এত সহজে বের করতে পারা যাবে না আসলে কিভাবে হেরোইন ঢুকছে দেশে । অন্য কোন কিছু আছে বলেই আমার বিশ্বাস ।’

‘তাহলে ফোর্স নিয়ে একবার চেক করব নাকি করব না ?’

‘উঁহু, ফোর্স তো নেওয়াই যাবে না । ’ সবেগে মাথা নাড়লাম আমি , ‘কিছু পাবা বলে মনে হয় না , মাঝখান থেকে ওরা সাবধান হয়ে যাবে ।’

‘তাহলে ?’ বিভ্রান্ত দেখাল তানিমকে ,

‘আমাদের যাওয়াটা একদিন পিছিয়ে দিই ।’ বাইরে তাকিয়ে বললাম । ‘আজ রাতে আবার ঢুকতে চাই ইএম টিম্বার মিলে ।’

‘বেশ ।’ একমত হল তানিমও । ‘কিন্তু কিভাবে ঢুকব ... আগের মই-কারসাজি করলে গুলি খেয়ে ওইপাশে গিয়ে পড়া লাগবে ।’

‘রাইনকে লাগবে আমাদের ।’ বললাম , ‘মেইন ফ্যাসিলিটির মোটামুটি সবকিছুই কম্পিউটার কন্ট্রোলড । আশা করি দেওয়ালের বৈদ্যুতিক তারের কানেকশন নিয়ে বাইরে থেকেই কারসাজি করা যাবে ।’

‘না না ! রাইন না !’ তানিমের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হল কারেন্টের শক ও-ই খেয়েছে , ‘ভাল হ্যাকার আছে তো আরও – ঢাকায় পারভেজকে খবর দিলেই চলে আসবে ।’

‘রাইনের চেয়ে ভাল ?’ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম । তানিম মেয়ে হ্যাকার থাকতে ছেলে হ্যাকার আনতে চাচ্ছে ?

‘ভাল- খারাপ না – দুইজনই একই ক্যাটাগরির । কিন্তু রাইন ওখানেই থাক কিশোরভাই ।’

‘কি ব্যাপার বল দেখি !’

‘তেমন কিছু না , মানে হ্যাকারও আমাদের সাথে থাকলে ভাল হত না? রাইন সাভার থেকে আসতে পারবে কি না আমার সন্দেহ আছে । পারভেজই আসুক ? ’

মুচকি হাসি খেলে গেল আমার ঠোঁটে । ‘এসব বলে পার পাচ্ছ না চাঁদ ! বলে ফেল দেখি কি হয়েছে ?’

বিমর্ষ বদনে মাথা নাড়তে থাকল তানিম , ‘ইয়ে ... ওই যে ... মানে ... সোহানা ।’

‘সোহানা ? আরে খোলাখুলি বলে ফেল । আর ভণিতা করতে হবে না ! ’

‘ঘুমের ঘোরে ... সোহানার নাম বলছিলাম নাকি ’ পেঁচার মত মুখ করে বলল তানিম ।

‘ও... এই কাহিনী ?’ হাসি চেপে বললাম । ‘তারপর ?’

‘সিপিইউ এর কাভার নিয়ে আমাকে তাড়া করে বাসা থেকে বের করে দিল ।’ আগের চেয়েও বিমর্ষ হয়ে বলল তানিম । ‘ ভাই , আর যাই কর , আমাকে আবার রাইনের সামনে দাঁড়াতে বল না ।’

‘বেশ হয়েছে ! ’ কষ্ট করে হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললাম । ‘তোমাদের ওই সাময়িক ভালোবাসার ফল তো হাতে হাতেই পেয়েছ । আশা করি শিক্ষা হয়েছে । ’

‘শিক্ষা তো হত – কিন্তু তুমি আবার এসব কি শোনাও ! সোহানাকে শত্রুপক্ষের সাথে দেখেছ বলছ । আমার তো আমও গেল ছালাও গেল । ’

‘কাল রাতে এখানে তুমি থাকলে খুলিটাও যেত ! সিফাতপ্রীতি ওর বুলেট থেকে তোমাকে বাঁচাত না । এখনও সময় আছে – ওই জাতির প্রতি দুর্বলতা কাটাও । নইলে কখন যে যে ছ্যাঁদা হয়ে যাবে বুঝতেও পারবে না । ’

‘কিন্তু হ্যাকার ?’

‘আচ্ছা , ডাকো পারভেজকেই । এখানেই আসুক । ’

পারভেজকে ফোন করে নারায়ণগঞ্জে আসতে বলল তানিম ।

কয়েকঘন্টা পর । হোটেল ওয়েইটিং রুমে ডাক পড়ল তানিমের । ভেতরে দর্শনেচ্ছুক ছেলেটি সামনে এগিয়ে এল ।

হাত বাড়িয়ে দিলাম , ‘হাই , আমি কিশোর । ’

হাত মেলাল ছেলেটাও , ‘ হাই । আমি কিশোর ।’

বিরক্ত হলাম । আমাকে ভেঙ্গাচ্ছে নাকি ও ?

পেছনে তানিম আর জুনায়েদ । পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভংগিতে তানিমকে দেখিয়ে বললাম – ‘ এ হল কিশোর ।’

আর জুনায়েদকে দেখিয়ে বললাম , ‘এও কিশোর ।’

পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে এল তানিম , ‘কিশোরভাই , ও আসলেই কিশোর । কিশোর পারভেজ । ’

লজ্জিত হাসি দিলাম , ‘ওহ তাই বল । আমি তো ভেবেছিলাম ... সরি ’

‘না না , ঠিক আছে ।’ হেসে বলল পারভেজ । ‘অনেকেই প্রথমে ভেবে থাকে আমি হয়ত মজা করছি । তানিম , কি নাকি কাজ আছে বললে । কোথায় আলোচনা করা যায় ? ’

তানিমের রুমে গিয়ে বসলাম সবাই । কিছুক্ষণের মধ্যেই সদা হাস্যময় হ্যাকার আমাদের প্রত্যেকের মন জয় করে ফেলল । এর সাথে কাজ করতে ভালই লাগবে – বুঝলাম ।

এক ঘন্টার মধ্যে করণীয় সব কিছু ঠিক করে ফেললাম আমরা ।

রাতের অভিযানের জন্য তৈরী এখন আমরা ।

দিনের আলো ফুরোতে এখনও দুই ঘন্টা ।

ঠিক রাত দশটায় বের হয়ে আসলাম আমরা হোটেল থেকে ।

*

মিলের এক মাইল দূরে থেমে গেলাম আমরা । পরিত্যাক্ত এক কুঁড়েতে ঢুকে গেলাম সবাই ।

'আপাতত এটাই তোমার গুহা' বললাম কিশোর পারভেজকে ।

হাসিমুখে ধুলোয় ধূসরিত একমাত্র টেবিলটায় ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রাখল ও । ভেতর থেকে বের করল ল্যাপটপ আর হাবিজাবি ।

'আরেকটা ব্যাপার' তানিম এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝে । পকেট থেকে বের করল তিনটি ক্ষুদে মাইক্রোফোন আর ইয়ারপিস । 'এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখব আমরা । পারভেজ, যদি তুমি পার তো ওদের সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলোতে ইনফিলট্রেট করার চেষ্টা কর । তাহলে আমাদের ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা কমে । '

'রেঞ্জ কত এই ইয়ারসেটের ?' সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল পারভেজ । 'মিল থেকে যথেষ্ট দূরে আমরা ।'

'আরে এই জিনিস পাঁচ থেকে দশ মাইলে কার্যকর । বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে এটা । ইদানীং খুব চলছে । ওই জিনিস নিয়ে টেনসন কোর না । তুমি ওদের কন্ট্রোল রুমের কন্ট্রোল কেড়ে নিতে পার নাকি দেখ । '

হাসল পারভেজ । 'আমি ক্র্যাক করতে পারব না এমন সিকিউরিটি সাইবার জগতে নেই , তানিম । নিশ্চিন্তে যাও তোমরা । '

ভারী একটা ব্যাকপ্যাক তানিমের পিঠেও । পারভেজকে লাক উইশ করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ।

'আজ ঢোকার পরিকল্পনা কি রকম ?' তানিমকে জিজ্ঞাসা করলাম ।

'গতবারের চাইতে উন্নত ।' রহস্যময় হাসি দিয়ে বলল ও ।

ছায়ায় ছায়া এগিয়ে চলেছি আমরা । দূরে মেইন রোড দেখা গেল । ওই দিকেই মিলের মেইন গেট । কিন্তু আমরা ওদিকে যাচ্ছি না । আমরা যাচ্ছি সিঁধ কাটতে ।

তানিমের দিকে তাকালাম ।

'কি হল ?' অবাক হয়ে জানতে চেল ও ।

'বেশ একটা চোর চোর ভাব এসে গেছে আমাদের চেহারায় । সেটাই দেখছি ।' মৃদু হেসে বললাম ।

আগেরদিন যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম আজ তার থেকে একশ গজ দূরে এসে থামলাম । এদিকে প্রাচীরের ওই পাশে বেশ ঘন ঝোপঝাড় আছে । আগের দিন দেখেছিলাম ।সুতরাং আগের এয়ে নিরাপদে ঢোকা যাবে বলে মনে হল ।

আমি যখন দেওয়াল নিরীক্ষণে ব্যস্ত ততক্ষণে তানিম ব্যকপ্যাক থেকে অদ্ভুত দর্শন এক জিনিস বের করে ফেলেছে । দেখতে একটা ছোটখাট রাইফেলের মত । কিন্তু সামনে বেরিয়ে আসা হারপুনের ফলার মত বস্তুটাকে দেখে বোঝাই যায় এই জিনিসের কাজ গুলি ছোঁড়া নয় । খুব বেশি হলে এর দৌঁড় হারপুন ছোঁড়া পর্যন্ত ।

ইয়ারপিসের একটা সুইচ চেপে দিয়ে জানতে চাইল তানিম , 'পারভেজ , কতদূর ?'

‘দেওয়ালের ওপর কোন ইলেক্ট্রিসিটি নাই । নিশ্চিন্তে ঢোক । ’ পারভেজের গলা এত স্পষ্টভাবে কানে আসল যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও ।

শোনামাত্র রাইফেলমত জিনিসটার হ্যান্ডেলের দিকে একটা সুইচ চেপে দিয়েছে তানিম । ওটার সাথে লম্বভাবে দুই পাশ থেকে বেরিয়ে এল দুটি দণ্ড । একপাশেরটা তানিম ধরে অন্যপাশেরটা আমাকে ধরতে বলল তানিম ।

রাইফেলটা আকাশের দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে দিল তানিম । তীব্রবেগে হারপুনটা বেরিয়ে গেল রাইফেলের নল থেকে । রাতের আকাশ ফুটো করতেই যেন ছুটে চলল ওটা গগনপানে । পেছনে আটকানো ওটার শক্ত স্টিলের তার দিয়ে । একটু পর তারে ঢিল পড়ল । উড্ডয়ন শেষ হয়েছে হারপুনের । ফিরে আসছে ওটা । দেওয়ালের ওপাশে মাটিতে খ্যাচ করে বিঁধল ওটা । এপাশ থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমরা ।

‘এবার , ’ বলল তানিম , ‘শক্ত করে ধরে থাকো হাতলটা । ছাড়বে না কিছুতেই । দেওয়ালের মাথায় উঠে হাত দিয়ে দেওয়াল পার হবে । ’

মাথা ঝাঁকালাম । শক্ত করে ধরলাম হাতল ।

রাইফেলমত জিনিসটার একটা বাটনে চাপ চাপ দিল তানিম ।

স্টিলের শক্ত তারটি টেনে নেওয়ার কতা এখন মেকানিজমের । কিন্তু হারপুনের শেষ মাথা তখন পাঁচ ফিট মাটির নিচে । কাজেই হারপুনের বদলে হ্যান্ডেলই এগিয়ে গেল । সরসর করে দেওয়ালে ছুঁইয়ে থাকা তারের সাথে সাথে উঠে চললাম আমরা । দেওয়ালের মাথায় আসতেই হাত দিয়ে আকড়ে ধরলাম দেওয়ালের ওপর প্রান্ত ।

বনবিড়ালের মত উঠে আসলাম দেওয়ালের ওপর । ইলেক্ট্রিক তারগুলো এখন শুকনো দড়ির কাজ ছাড়া আর কিছু করছে না । পারভেজকে ধন্যবাদ ।

আলগোছে নেমে আসলাম দেওয়াল থেকে । ঠিক পাশেই ল্যান্ড করল তানিম । হ্যাচকা টানে মাটির গভীর থেকে তুলে ফেলল হারপুন ।

আজ কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে নয় । লোডিং – আনলোডিং সেকশানের দিকে হাটা দিলাম আমরা ছায়া ঘেঁষে । গোডাউনগুলো কাছেই । সবার প্রথমে যেটা পেলাম সেটাতেই সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে গেলাম দুইজন ।

একজন ফোরম্যান আর কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছে ভেতরে । সবাই ব্যস্ত ভারী গাছের গুঁড়িগুলো নিয়ে । এই সুযোগে পাশের একটা রুমে ঢুকে পড়লাম আমরা ।

এদিক দিয়ে গোডাউনের শেষ মাথায় বের হলাম । এদিকে শ্রমিক নেই । ছাদ পর্যন্ত স্তুপকৃত গাছের গুঁড়ি । কাঠের গুরোর হাল্কা মিষ্টি একটা গন্ধ আসল নাকে ।

ব্যাকপ্যাক থেকে হ্যান্ড ড্রিল বের করতেই ইয়ারপিসে শোনা গেল পারভেজের কণ্ঠ , ‘ইয়েস ! সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলোকে আমার আয়ত্বে নিয়ে এসেছি । তোমরা কোথায় ?’

‘গোডাউন – এ তে । ’ তানিম জানাল , ‘সাবধান আমাদের আবার ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখতে যেও না । আমরা আছি পেছন দিকে । তোমার ফোকাস আমাদের ওপর পড়লে কন্ট্রোল রুমের ওরাও দেখে ফেলবে । ’

‘হয়েছে বাবা । আর জ্ঞান দিতে হবে না । এই প্রথম এই কাজ করছি না আমি । ’ গলা শুনেই বোঝা গেল আনন্দে আছে পারভেজ । আস্ত একটা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ হাতে চলে আসলে একটু আনন্দ হওয়ারই কথা ।

‘তাহলেই ভাল ।’ মাথা খাঁকাল তানিম । সামনে আগালাম আমরা । একটা গুঁড়িতে বিসমিল্লাহ বলে হ্যান্ডড্রিল বসিয়ে দিল তানিম । দেখতে চায় ভেতরে ফাঁপা কি না ।

ওখান থেকে সরে আসলাম আমি । ভেতরটা ঘুরে দেখতে হবে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কি না ।

বিশাল একেকটা গোডাউন । লম্বায় কয়েকশ ফুট , প্রস্থেও তেমনি । উচ্চতাও নজর কাড়ার মত ।

আবার এর চারপাশে ঘরের সমাবেশ । যেগুলোর ভেতর ভেতর সামনে থেকে পেছন দিকে চলে এসেছি আমরা ।

একধারে একটি ক্রেন দাঁড়িয়ে আছে ।

ওটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুতেই চোখে পড়ল অপেক্ষাকৃত বড় একটা দরজা । কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম । তালা দেওয়া এখানে । ইলেক্ট্রিক্যাল লকের সাথে সাধারণ তালা ।

এত সিকিউরিটির মানে কি !

‘পারভেজ , শুনতে পাচ্ছ ?’ মাইক্রোফোনে ডাকলাম ।

‘লাউড এন্ড ক্লিয়ার ।’ সাথে সাথেই জবাব দিল পারভেজ , ‘এনি প্রবলেম ?’

‘গোডাউন-এ তে ইলেক্ট্রিক্যাল লক আছে একটা গেটে । দেখ তো কন্ট্রোল রুম থেকে খোলা যায় কি না ওটা । ’

‘দেখছি ।’

ফিরে চললাম তানিমের কাছে । বেচারা তিনটা গুঁড়িকে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ গাঁথিয়ে দেখেছে । কোন ফাঁপা গুড়ি নেই ।

‘কিছু পেলে?’ আমাকে দেখে জানতে চাইল ও ।

‘হয়ত ।’ জানালাম ওকে ।

‘সাধারণ তালাটা আমাকে দেখতে দাও ।’ উঠে আসলল তানিম ।

ব্যাকপ্যাক নিয়ে ফিরে এলাম আমরা ওই দরজার সামনে । কয়েক চেহারার বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তার বের কর তানিম ওটা থেকে ।

সেগুলো বিভিন্ন কায়দায় তালার চাবির ফুটোতে ঢোকাল ও । এদিকে ওদেক নেড়ে নিছু একটা করতেই ‘ক্র্যাং’ জাতীয় শব্দ তুলে খুলে গেল তালা ।

‘পারভেজ , পেলে কিছু ?’ জানতে চেলাম ।

‘উমমমম... ’ ব্যাস্ততার মধ্যে বলল পারভেজ । ‘নাহ , কোথাও পাচ্ছি না তো । আমি যদি তোমাদের সাথে থাকতাম তাহলে হয়ত আমার ল্যাপটপকে ওই লকের সাথে কানেক্ট করে খুলে ফেলতাম কিন্তু দূর থেকে সম্ভব নয় ’

‘সাথে তুমি নেই যখন ...’ বলতে বলতে সাইলেন্সার লাগাচ্ছে তানিম ওর পিস্তলে । ‘বিকল্প ব্যাবস্থা আমাকেই নিতে হচ্ছে । ’

‘পারভেজ , তুমি অ্যালার্ম যেখানে যত প্রকার আছে সব বন্ধ কর’ অবস্থা বুঝে দ্রুত বললাম ।

‘ধরে নাও হয়ে গেছে ’ জবাব আসল ইয়ারপিসে ।

এক গুলিতে উড়ে গেল ইলেক্ট্রিক লক । দুই কাধের ধাক্কায় হা করে খুলে গেল দরজা ।

ভেতরে কালি গোলা অন্ধকার । ফ্ল্যাশলাইট জ্বালালাম দুজনেই ।

যা আশা করছিলাম আমরা ভেতরে তাই আছে ।

আরও কয়েকসারি গুঁড়ি ।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু ।

হাসি ফুটল দুজনের মুখেই ।

দরজা ভেজালাম । চাইনা দূর থেকে ওদের কোন শ্রমিক বা ফোরম্যান এই দরজা খোলা দেখুক ।

‘এবার তানিম ,’ বললাম , ‘গুড়ির গায়ে গর্ত করার কাজ শুরু করতে পার । ’

গুড়ি ঘেঁষে দাঁড়ালাম আমরা । ফ্ল্যাশলাইট কাছ থেকে মেরেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল তানিম , ‘কিশোর ভাই , গুড়িগুলোর গায়ে H-S খোদাই করা । ’

মাথা ঝাঁকালাম , ‘ফর হসপিরা-অ্যালকন । মিলে যাচ্ছে সন্দেহ । ’

এই সময় কানে ভেসে আসল পারভেজের কণ্ঠ । ‘ওদের সিকিউরিটি ডিভিশন থেকে দলে দলে গার্ড বের হচ্ছে । কি উদ্দেশ্যে জানি না । কারণ আমি নিশ্চিত কন্ট্রোল রুম থেকে কোন তথ্য পায়নি ওরা । যা করার তাড়াতাড়ি করে বের হও ওখান থেকে । ’

ম্যাজিকের মত কাজ হল । ঝাঁপ দিয়ে গুড়ির ওপর পড়ল তানিম । জেটপ্লেনের বেগে ঘোরাতে শুরু করল হ্যান্ডড্রিল । ফ্ল্যাশ লাইট চারদিকে ফেলে সূত্র খুঁজতে শুরু করলাম আমি ।

উল্লেখযোগ্য কিছু পেলাম না । তানিমও এর মধ্যে দুইটা ফুটো করেও কিছু পায়নি । এই সময় ইয়ারপিসে জানাল পারভেজ , ‘ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেছে ওরা । বেশির ভাগ বেড়িয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে । আরেকটা দল সোজা গোডাউন-এ এর দিকে আসছে । বের হও তোমরা । ’

ভালমত গুড়িগুলো দেখলাম । ওই সিল ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই বাইরের গুড়ির সাথে । ফাঁপা তো নেই-ই একেবারে সাধারণ গুড়ি ।

সময় নেই হাতে । কিন্তু আমরা জানি এখানেই কিছু একটা থাকতে বাধ্য যেটা প্রমাণ করবে ঈষান মঙ্গল , হেরোইন চোরাচালান আর এই মিলের মধ্যে থাকা যোগসূত্র ।

আরেকদফা খুঁজলাম রুমটা । তানিম আরেকটা গুড়ি ফুটো করল । নেই । কোন অস্বাভাবিকতা নেই ।

‘ওরা তোমাদের গোডাউনের সামনের গেটে ! হোয়্যার দ্য হেল আর ইউ ?’ পারভেজের অসহিষ্ণু হলা শুনতে পেলাম ।

‘এখনো ভেতরে । বের হচ্ছি । ’ জবাব দিল তানিম ।

আর থাকা যাবে না এখানে । দ্রুত ব্যাকপ্যাকে সব যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে ফেলল তানিম । সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল উঠে এসেছে হাতে আগেই । কানের সমান্তরালে ধরে আছে ও ওটা । ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ করে একটু করে পাল্লা খুলে বেরিয়ে আসলাম আমরা ঘরটা থেকে । সরে গেলাম বাইরের গুড়িগুলোর আড়ালে । দূরে দেখা গেল গার্ডদের হাতের টর্চলাইটের আলো । গুড়ির আড়াল থেকে বের হলেই আমাদের দেখে ফেলবে ওদের কেউ না কেউ । গুনে দেখলাম । বিশজন ।

গুলি করে বের হয়ে যাওয়া যাবে না । ঝাঁঝরা করে দেবে নিমেষেই ।

আরও কাছে এখন ওরা । আর দুই মিনিট এই গতিতে এগুলেই আমরা যাকে বলে ‘কট এন্ড শট ইন রেড হ্যান্ডেড’ ।

এই সময় কয়েকজনের নজরে পড়ল ভাঙ্গা ইলেক্ট্রিক্যাল লকটা । হই হই করে ওখানেই সব গাধাগুলো পজিশন নিয়ে ফেলল । ভাবনাখানা – অনুপ্রবেশকারীদের পেয়েই গেছে তারা ।

সুযোগটা কাজে লাগালাম । অন্যপ্রান্তের আরেকটা রুমে ঢুকে পড়লাম আমরা । এই সাইডের রুমগুলো ইন্টার কানেক্টেড । সামনে থেকে পিছে যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই পিছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম ।

এক রুম থেকে আরেকটা রুমে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সেই ফোরম্যানের সাথে । আমাদের দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল বেচারার । চোখ কপালেই থাকল । খুলিতে পিস্তলের বাটের বাড়ি খেয়ে ওখানেই চিৎপটাং হল ফোরম্যান ।

‘হেল ... আমার কুঁড়ের আশে পাশে বেশ কয়েকটা গাড়ি থেমেছে এসে । আমি বেরিয়ে যাচ্ছি । ’ পারভেজের গলা শোনার সাথে সাথেই গোডাউনের ভেতর থেকে কানে তালা লাগানোর মত শব্দে গুলি শুরু হল । চমকে উঠলাম । সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম তানিমের দিকে । ও-ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে । বুঝতে পারছি না কে কার দিকে গুলি ছুঁড়ছে ওখানে ।

তবে সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে গোডাউনের একটা সাইড ডোর দিয়ে বের হলাম আমরা । পেছনে একটা গ্রেনেড ফাটার শব্দ ও পেলাম ।

‘আজব ! ওখানে যুদ্ধ করছে কারা ! ’ বিড়বিড় করে বলেই ফেললাম ।

‘যুদ্ধ করে মরুক সব শালা । আমরা জানটা হাতের মুঠোয় করে ভাগি এই ফাঁকে । নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করলে তো আরও ভাল । ’

তীরের মত ছুটছি আমরা তখন । লক্ষ্য – সবচেয়ে কাছের দেওয়াল । ছুটতে ছুটতেই চেপে ধরলাম ইয়ারপিসের বাটন , ‘পারভেজ , কি অবস্থা ? কারা ওরা ?’

‘জানি না । কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেছি । কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি । মনে হচ্ছে কেউ আমাকে দেখছে । ’

‘যার মন চায় সে দেখুক । তুমি ভাগো । হোটেলে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর । ’

‘ওকে ... ড্যাম ইট ।’ পারভেজের কণ্ঠের আতংক ছুঁইয়ে গেল আমাদেরও । পরমুহূর্তেই ইয়ারপিসে ভেসে এল সাবমেশিনগানের গুলির কর্কশ শব্দ ।

‘শিট ... পারভেজ , ডু ইউ রিড মি ? পারভেজ ? পারভেজ ??’ কেঁপে গেল তানিমের গলা । ওপাশে কবরের নিস্তব্ধতা ।

ইংরেজীতে চারটি অক্ষরের একটি শব্দ উচ্চারণ করল তানিম । প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা ততক্ষণে গেটের কাছে ।

এই সময় এক নিসঙ্গ গার্ডকে ভোজবাজির মত উদয় হতে দেখলাম । উদ্যত রাইফেল আমাদের দিকে তাক করা ।

‘হল্ট ! এক পাও এগুবে না ! ’ বর্জ্যকণ্ঠে ঘোষণা করল ভীমদর্শন গার্ড । থমকে দাঁড়ালাম আমি ।

কিন্তু তানিম সেই পাত্রই নয় ।

‘এহ ! মামা বাড়ির আবদার ! ’ বলতে বলতে তড়িৎগতিতে দুটো গুলি ছুঁড়েছে সে কোমড়ের কাছ থেকেই । গার্ডের কণ্ঠনালী ভেদ করে চলে গেল বুলেটদুটো ।

আগের পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করে পেরিয়ে গেলাম ওয়াল ।

যতদ্রুত সম্ভব পৌছে গেলাম কুঁড়ের কাছাকাছি । তানিমের হাতে উদ্যত পিস্তল । কেউ কোন শব্দ করছি না ।

অজানা আশংকায় ছেয়ে গেছে মন । কি দেখতে হয় তা ভেবে যথেষ্ট বিচলিত আমরা ।

কুঁড়ের আশেপাশে কেউ নেই । অনেকগুলো চাকার দাগ দেখা গেল আশেপাশের নরম বালিতে ।

কুঁড়ের ভেতর এবং আশে পাশে ভাল মত খুঁজে দেখলাম আমরা ।

কোথাও নেই পারভেজ অথবা পারভেজের কোন চিহ্ন ।

স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে যেন জলজ্যান্ত মানুষটা ।

*

পর্ব ০৭

ব্যাগ গুছিয়ে নেমে আসলাম হোটেল লবিতে । চিন্তিত মুখে সেখানে বসে ছিল তানিম আর শাহরিয়ার । আমাকে দেখে এগিয়ে আসল ।

'তাহলে চলে যাচ্ছ আজই ?' কাছে এসে জানতে চেল তানিম ।

'করার কিছু নেই । ঢাকায় যাই । হসপিরা-অ্যালকন নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে দেখা লাগবে । তোমরা থাক । '

'সেটাই । পারভেজের ট্রেস খুঁজে বের করতে হবে । তবে সাথে করে জুনায়েদ বা শাহরিয়ারকে নিয়ে যাও । একা যাচ্ছ ।'

মাথা নাড়লাম , 'উঁহু , তেমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যাচ্ছি না । এই টুকটাক খোঁজখবর নেওয়া । আমি একাই যথেষ্ট । '

কাল রাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে খোঁজাখুজি চালিয়েছি আমরা পরিত্যাক্ত সেই কুঁড়ের আশেপাশে । প্রায় একমাইল পরিধির বৃত্ত আঁকলে যে এলাকাটা পাওয়া যেত পুরোটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ।

কোথাও সামান্যতম ট্রেসও পাওয়া যায়নি পারভেজের ।

রক্তের দাগ , ছেঁড়া পোশাক অথবা তানিমের দেওয়া ইয়ারসেট এর কোন অংশ – কিচ্ছু না ।

কাজেই ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা যে এখনও বেঁচে আছে পারভেজ । সম্ভবত – এখনও নারায়ণগঞ্জেই আছে কোথাও । কারণ , রাতেই স্থানীয় পুলিশবাহিনীর সহায়তায় জেলা থেকে বের হওয়ার সকল রাস্তায় চেকপোস্ট বসানোর কাজ শেষ করা হয়েছে । চেকিং ছাড়া কোন গাড়িকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না ।

আমাদের ধারণা – বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা হবে না তাকে । টর্চার করে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়েই মেরে ফেলা হবে ওকে । সময় হাতে বেশি নেই ।

কাজেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে আগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা । এখানে থাকবে তানিম । খুঁজে বের করবে পারভেজকে । সাথে থাকছে জুনায়েদ আর শাহরিয়ার ।

আর আমি ফিরে যাচ্ছি ঢাকায় । হসপিরা-অ্যালকনের পিছে লেগে কিছু একটা বের করার আশায় ।

তিন ঘন্টা পর ।

ওল্ড ডিওএইচএস এর কাছে এক হোটেলে উঠলাম আমি । মোটামুটি আধুনিক একটা হোটেল । নিচে এদের নিজস্ব সাইবার ক্যাফে আছে । সেখান থেকে হসপিরা-অ্যালকনের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলাম ।মাত্র দুই বছর আগে এই দেশে আসে এই কোম্পানী । এর মধ্যেই ভালই আস্থা অর্জন করে নিয়েছে তারা ।

ওদের মূল শাখা মতিঝিলেই । এজিবি কলোনির কাছে ।

গেলাম ওখানে । তিনতলার একটা বিল্ডিং । নীল রঙ করা ।

দেখলেই বোঝা যায় অত্যাধুনিক একটা দালান ওটা ।

দেখাদেখি শেষ ।

সোজা সাভার চলে গেলাম । রাইনের বাসার কাছাকাছি এসে ফোন করলাম ওকে । বাসাতেই ছিল ও । ডাকল আমাকে ।

দরজা খুলতেই ওর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম । আগের সেই চেহারাই নেই । চোখের নিচে কালি ।

কুশল বিনিময়ের পরে বললাম , 'ছোট একটা সাহায্য দরকার রাইন । যদি তোমার হাতে কোন কাজ না থাকে তো -'

'এত ভণিতা করতে হবে না । বল কি করা লাগবে । ' বিষন্ন কণ্ঠে বলল ও । 'জানি দেশে ড্রাগস আসা থামানোর জন্য কাজ করছ তোমরা । দেশের কোন কাজে লাগতে পারলে আমি খুশিই হব । '

'ইদানীং খুব রাত জেগে কাজ করছ মনে হচ্ছে ? চেহারা দেখে তো মনে হয় না রাতে ঘুমাও । '

এতটুকু কথাতেই রেগে গেল রাইন , 'তোমাকে এত বেশি বুঝতে হবে না। কি করা লাগবে তাই বল । '

আগের সেই দশরকম মনিটরের সামনে হাজির হলাম আমরা ।

' রাজউকের সাইটে ঢুকতে হবে এবার । ' জানালাম ওকে ।

'হুঁ , এভাবে একদিন আমাকে বলবা জাতিসংঘের সাইট ক্র্যাক করতে !' মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও rajukdhaka.gov.bd সাইটে ঠিকই ঢুকে পড়ল ও ।

'কি করব এখানে ?'

'ঢাকার প্রতিটা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করে রাজউক । সেগুলোর কপি কোথাও থাকার কথা ওদের ডাটাবেসে । ওখানে ঢুকতে হবে আমাদের । '

ঘুরে তাকাল রাইন । 'সরকারের পক্ষেই তো কাজ করছ । আমার মত চোরা হ্যাকার কি দরকার ছিল তোমাদের ! '

'সরকারের পক্ষে কাজ করছে তানিমরা । আমি আমার মত আগাচ্ছি এখন । তাছাড়া , সরকারের সাহায্য নিতে গেলে হাজার রকম ফর্মালিটি মেনে তারপর কাজ উদ্ধার হবে । আসলে হাতে অত সময় নেই । '

ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল কি না বুঝলাম না , কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করল না রাইন ।

আধঘন্টা রোবটের মত কাজ করে গেল রাইন । 'কিচেনে গিয়ে দেখ , কফি আছে । হেল্প ইয়োরসেলফ । ' এতক্ষণে একটা কথা বলল রোবটটা । 'আমার মনে হয় আরও আধ-ঘন্টা লাগবে ।'

কি আর করা ! কিচেনে গেলাম । দুই কাপ কফি বানিয়ে ফিরে এলাম আবার ।

'কফি খেতে খেতে কাজ কর । এনার্জি পাবা ।'

' এহ ! কি আমার ডাক্তার আসছে ! ' ফিরেও তাকাল না রোবট । খটাখট টাইপ করছে কি-বোর্ড । এখন আর স্বাভাবিক সাইট দেখা যাচ্ছে না । সবগুলো লেখাকে কোডে নিয়ে সেখানে কারসাজি চালাচ্ছে রাইন ।

অবশেষে পার হল আরও বিশ মিনিট । মনিটর থেকে চোখ সরালো রাইন ।

‘ঢুকেছি । ’ কফির কাপ মুখে তুলেই আরেকটু হলেই চেয়ার থেকে উলটে পড়েছিল ও ।

‘কেমন হয়েছে কফি ?’ হাসিমুখে জানতে চেলাম ।

‘ভালই তো !’ নাক মুখ কুঁচকে জবাব দিল রাইন ।

‘হয়েছে । ভদ্রতা করতে হবে না ।’ হাসিটা মুছল না মুখ থেকে । ‘তুমিও আমার মতই ওই অখাদ্য কিচেনের সিংকে ফেলে দিয়ে আসতে পার । কিন্তু যাওয়ার আগে ওদের বিল্ডিং প্লানিংগুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দিয়ে যাও । ’

বিল্ডিং প্লানিং এর একটা পিডিএফ ফাইল পাওয়া গেল । ওটা ডাউনলোড করে দিয়ে সাইট থেকে চোরা পথে ঢোকার সব চিহ্ন মুছে দিয়ে কাপটা নিয়ে কিচেনে গায়েব হয়ে গেল রাইন ।

এতবড় পিডিএফ আমি আমার জীবনে প্রথম দেখলাম । আঠার গিগাবাইটের একটা ফাইল ।

খুঁজতে শুরু করলাম হসপিরা-আলকন এর বিল্ডিং প্ল্যান খোঁজা ।

ফাইলটিতে ডেটওয়াইজ সাজানো আছে বলেই রক্ষা । ওই কোম্পানী এই দেশে আছে দুই বছর ধরে । সার্চ দিয়ে হসপিরা-অ্যালকন লেখে পেলাম যখন তখন দেখি দুই হাজার সাতশ সাইত্রিশ পৃষ্ঠা !

নিচের দিকে থাকলে সার্চের রেজাল্ট পেতেই হয়ত দশ মিনিট লাগত !

ভালমত লক্ষ করলাম প্ল্যানিংটা । ওপরে তিনতলা , মাটির নিচে আরও আটতলা ।

ব্যাপক একটা প্ল্যানিং । প্রতিটা ফ্লোরের রুমগুলো খুঁটিয়ে দেখলাম । কম-বেশী সব রুমেরই একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে – কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার হচ্ছে । তবে বি-সেভেন আর বি-এইটের কিছু রুমের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি ।

Perpouse – Still not fixed

লেখাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ।

আসলেই কি এখনো তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে নি ? না আর কোন ব্যাপার আছে ?

এই ফাইল থেকে সেটা জানার কোন উপায় নেই ।

‘কোন উপকার হল?’ পেছন থেকে বলে উঠল রাইন । হাতে ট্রেতে দুটি কফির কাপ । একটা কাপ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও ।

ফিরে তাকালাম । ‘হুম , অনেক ধন্যবাদ তোমাকে রাইন । আমাদের অগ্রগতির পিছে ভাল একটা ভূমিকা আছে তোমার । ’

‘এখন বল , তোমাদের খবর কি ? পেপারে পড়লাম তোমাদের হোটেলে নাকি গোলাগুলিতে কয়েকজন নিহত ?’ আমাকে মাথা নাড়তে দেখে ঝাঁঝের সাথে বলে উঠল , ‘এতে যে তোমাদের একটা যোগাযোগ আছে তা বুঝতে জোতিষ্যি হওয়া লাগে না , বুঝেছ ? কাজেই লুকানোর চেষ্টা কর না । বল কি হয়েছিল ? তোমরা ছিলে কোথায় তখন ?’

‘আমি হোটেলে আর তানিম তোমার কাছে ।’ মিনমিন করে বলে দিলাম ।

‘আমি জানতে চেয়েছি ? ’ রেগে গেল আবার রাইন ।

‘তাই তো মনে হল । ’ আবারও মিন মিন করে বললাম ।

‘চুপ । আমার সামনে ওই ছেলের নাম নিও না ।’ গরগর করে বলল রাইন ।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম । ‘রাইন তোমাকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ’ বললাম ।

‘সবকিছুটা কি ?’ ভ্রু কুঁচকে বলল ।

‘কফি আর হ্যাকিং ।’ তাড়াতাড়ি বললাম , মনে মনে বলছি – আর তানিমকে সিপিইউ কাভার দিয়ে উড়া-তাড়া দেওয়া । ‘আজ তাহলে আসি । ’

বিদায় জানাল রাইন । বেড়িয়ে এসে ঢাকাগামী বাস ‘তিতাস পরিবহন’-এ উঠে পড়লাম ।

ফিরে চলছি এখন । বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কি চলছে হসপিরা-অ্যালকনের ভেতর । বেজমেন্টের সাত এবং আটতলা – মানে একদম ভূ-গর্ভে বসে ওরা আসলে কি করছে ?

জানার উপায় তো একটাই ।

আমাদের নিজে ঢুকে দেখতে হবে ভেতরে ।

তবে এটা মোটেও ইএম টিস্বার মিলে ঢোকার মত সোজা কাজ হবে না । সুক্ষাতিসুক্ষ প্ল্যান করা লাগবে । একটু হের-ফের হয়ে গেলেই ধরা পড়তে হবে ।

সবচেয়ে বড় সমস্যা – সাথে তানিম অথবা বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্সের কেউ থাকছে না । ইনফিল্ট্রেশনে ওদের ট্রেইনিং আছে । আমার নেই । সুতরাং , ভেতরে ঢোকাটা কয়েক গুণ কঠিন হয়ে যাচ্ছে ।

*

পরদিন সকাল ।

শাহজাহানপুর কবরস্থানে কবর জিয়ারত করছে এক কিশোর ।

কবরস্থানের চারপাশে সুনসান নীরবতা । কেউ নেই এখানে এখন । শুক্রবারে একটু মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের ভীর বেশি থাকে । তবে আজ সেরকম লোকজন নেই কবরস্থানে । জীবিত অধিবাসী নেই-ই কেউ ।

রোদ থেকে চোখ ঢাকার জন্য হাত চোখের কাছে নিল সেই কিশোর ।

আসলে হাতে ছোট একটা বাইনোকুলার ধরে আছে সে ।

কিছু একটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে ।

বাইনোকুলার চোখে ঠেকাতেই এক লাফে চোখের সামনে ভেসে আসল হসপিরা-অ্যালকনের লগো । গেটের মাথায় আছে ওটা । ঠিক উল্টোপাশে , একটু কোনাকুনি করে স্থাপিত এই কবরস্থান । কবরস্থানের মোটামুটি গভীরে দাঁড়িয়ে আছি আমি ।

স্যুট-বুট পড়া দুই ভদ্রলোক গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন । গার্ড আইডি কার্ড খুঁটিয়ে দেখল ।

তারপর আবার লেগে গেল সাইডগেট ।

গাছের আড়ালে সরে গেলাম আমি আবার । কোম্পানীর গেট থেকে আমাকে দেখা যাবে না । আর অন্য কোন প্রান্ত থেকে দেখলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য আমি যিয়ারতে ব্যস্ত ।

মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম কবরবাসীর কাছে ।

গাড়ির শব্দে আবারও নাক বের করলাম একটুখানি । গাছের ছায়ায় আছি , সুতরাং রোদ লেগে রিফ্লেক্ট করার কোন কারণই নেই এখান থেকে ।

একটা ছোটখাট ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে ওদের গেটের সামনে । গেটম্যান খুলে দিল ফটক । ঢুকে গেল ভেতরে। ফটক খোলাই আছে এখনো । ভ্যানের ভেতর থেকে কিছু বাক্স বের করে বয়ে নিয়ে গেল কুলি টাইপ দুই লোক ।

বেড়িয়ে গেল ভ্যান । বন্ধ হয়ে গেল ফটক ।

আজ এখানে আসার উদ্দেশ্য একটাই , ভেতরে হানা দেওয়ার একটা উপায় বের করা ।

হঠাৎ মাথার ভেতর জ্বলে উঠল যেন হাজার ওয়াটের বাল্ব ।

ভেতরে ঢোকার উপায় পেয়ে গেছি আমি ।

তবে একজন এজেন্টের সহায়তা লাগবে আমার ।

ফোন করলাম তানিমকে । কেউ ধরল না ফোন ।

আরও দুইবার চেষ্টা করার পর রিসিভ করল শাহরিয়ার ।

'কি ব্যাপার ? তানিম কোথায় ?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলাম আমি ।

'আছে । ঘুমাচ্ছে । ' নির্জীব কণ্ঠে বলল শাহরিয়ার ।

'সকাল এগারটায় ঘুমাচ্ছে এজেন্ট তানিম ? তুমি কি আমার সাথে মজা নিচ্ছ ? ' না বলে থাকতে পারলাম না ।

'না । তা কেন ? কিছু বলবেন ?' আগের মতই নিস্পৃহ কণ্ঠে বলছে শাহরিয়ার ।

'পারভেজের কোন ট্রেস পেলে ?' জানতে চেলাম ।

'আঁ – না মানে হ্যাঁ – ইয়ে আমরা চেষ্টা করছি ।'

'ঘটনা কি বল দেখি ? তোমার কথা বার্তা অসংলগ্ন । কি হয়েছে ? তানিম কোথায় ? ভাল আছে ও ?'

‘হ্যাঁ । ভাল আছে । আপনার কি কোন সাহায্য লাগবে ?’

‘আমার তো মনে হচ্ছে সাহায্য তোমাদেরই লাগবে !’ বিরক্ত হয়ে বললাম । ‘যদি কেউ ফ্রি থাক তো ঢাকায় এসে আমার সাথে দেখা কর । আজ রাতের মধ্যে । ’

‘আচ্ছা । পৌঁছে যাব আমি ।’ কেটে গেল লাইন ।

বিভ্রান্ত আমি ।

কারও সাথে আলোচনা না করেই বলে দিল শাহরিয়ার – আসছে ও । আলোচনা করার মত কেউ বেঁচে আছে তো ?

তানিম ফোন ধরল না কেন ? পারভেজের হদিস কি বের করতে পারল ওরা ?

ওরা ভাল আছে তো ?

*

পর্ব ০৮

আমার হোটেলেই রুম নিল শাহরিয়ার । ডান হাতের তালুতে ব্যান্ডেজ ওর ।

আমি চলে আসার পর থেকে কি হয়েছে পুরোটা শুনলাম ওরই মুখ থেকে ।

আড়াইহাজার কোন শহর নয় । কাজেই তানিম সিদ্ধান্ত নেয় জনমনে পড়া প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে পারভেজের ট্রেস খুঁজে বের করতে । সাদাসর্দি থেকে গায়েব হয়ে গেছে পারভেজ । ওর কথা অনুযায়ী কয়েকটা গাড়ি এসে থেমেছিল কুড়ের চারপাশে । তানিম আশা করে পুরো কনভয়টাই যেদিকে গেছে সেদিকে খুঁজলে ট্রেস পাওয়া যেতেও পারে পারভেজের ।

আর এতগুলো গাড়ি একসাথে মুভ করলে জনগণের চোখে তা পড়তে বাধ্য ।

মাহমুদপুরে বেশ কয়েকজনের কথা থেকে জানা গেল গতদিন রাতে কয়েকটা গাড়ির যাওয়ার শব্দ তারা শুনেছে । মাহমুদপুর আড়াইহাজার থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ।

‘সোনার গাঁও এর দিকেই গেছে ওরা তাহলে । ’ বলেছিল তানিম ।

তবে জনা পঞ্চাশেক চর লাগিয়েও সোনারগাঁও – এর পথে অর্থাৎ উচিতপুর অথবা খাগকান্দায় কোন খবর পাওয়া গেল না । শেষ বিকেলে মেঘনার পাড়ের বিশনন্দী থেকে খবর আসল , ওখানে গভীর রাতে একাধিক গাড়ি চলার শব্দ পেয়েছে কেউ কেউ । বিশনন্দীর ওপাশে মেঘনা । মেঘনার ওপাশে বাঞ্ছারামপুর ।

‘বাঞ্ছারামপুরে গেল ওরা ? ’ বিড়বিড় করে বলল তানিম । ‘উঁহু , লোকাল ম্যাপ দেখা লাগবে ।’

মিনি কম্পিউটারের দিকে তাকাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের গন্তব্য ।

আড়াইহাজারের দক্ষিণে মেঘনা পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপ বা চর । দ্বীপ বা দ্বীপমত এলাকা অপরাধীদের স্বর্গ । এসব জায়গা মূল ভূ-খণ্ড থেকে কিছুটা হলেও শিথিলতা পায় । মৌলিক অধিকার – যাতায়াত ব্যবস্থা – শিক্ষা এবং আইন-শৃংখলা বাহিনী – সব ক্ষেত্রেই হাল্কা একটা শৈথিল্য এসব জায়গা অপরাধীদেরকে কিছুটা প্রশ্রয় দেয় । বিশনন্দী দিয়েই ওখানে যেতে হয় ।

কালাপাহাড়িয়া ।

‘ওখানেই আছে ওরা । ’ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল শাহরিয়ার ।

‘চল হোটেল থেকে জুনায়েদকে নিয়ে আসা যাক । ’ মাথা দোলাল তানিম , ‘আমাদেরও প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপার আছে । ’

জুনায়েদ ছিল ওদের ব্যাকআপ । তাই হোটেলে রেখে আসা হয়েছে ওকে ।

হোটেলে ফিরে গিয়ে রুম থেকে একটা হোৎকা চেহারার ব্যাগ নিয়ে জুনায়েদের রুমে ঢুকল তানিম , সাথে শাহরিয়ার ।

মিটিং করতে এই কাজই করেছে ওরা এখানে এসে প্রতিবার ।

ব্যাগ থেকে একে একে বের হল হার্ডবলার, বিটলার জি-টু , সিগ-সাওয়ার , ডেজার্ট ঈগল । পিস্তলগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল তানিম । এখানেই শেষ নয় । ব্যাগ থেকে বের হল একটা কারবাইনের বেশ কয়েক টুকরো দশা । যত্ন করে জোড়া দিল ওগুলো তানিম । শরীরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা হোলস্টার আটকাল ও । সেগুলোতে গুঁজে রাখল পিস্তলগুলো । বিটলার জি-টু নিল

জুনায়েদ । শাহরিয়ার তুলে নিল সিগ-সাওয়ার । ব্যাগ থেকে যথেষ্ট পরিমান ম্যাগাজিনও বের করে জুতোর স্ট্র্যাপে ঢোকাল তানিম । তারওপর পরে নিল খয়েরি এক ওভার কোট ।

ওদিকে শাহরিয়ার আর জুনায়েদও প্রস্তুত । বেল বাজিয়ে হোটেল সার্ভিসকে ডাকল তানিম ।

পাঁচ মিনিট পর হালকা পাতলা এক পিচ্চি উপস্থিত ।

'ফুলের বাক্স কিনতে পাওয়া যায় আশে পাশে ?' ওকে প্রশ্ন করল তানিম ।

'মুনিম বাই এর দোকানে পাওন যায় ।'

ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলল তানিম , 'যাও , একটা কিনে আনো । '

'কুন ফুলের ?' ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল ছেলেটা ।

'তোমার যেটা মনে চায় !'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বের হয়ে গেল পিচ্চি ।

'ওয়েল ,' দরজা লাগিয়ে বলল জুনায়েদ , 'হোয়্যাটস দ্যা প্ল্যান ?'

'ওদের ঘাঁটি বের করা ।' একটা সিগারেট ধরাল তানিম ।

'এ্যান্ড ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল শাহরিয়ার ।

'সার্চ এন্ড ডেস্ট্রয় । ' চোখে আগুন নিয়ে বলল তানিম ।

কিছুক্ষণ পর পিচ্চি হাজির । ফ্লাওয়ার বক্স হাতে পেতেই ওকে কিছু বকশিশ দিয়ে বিদেয় করে দিল তানিম । খাটের নিচ থেকে বের করে আনল কারবাইন । তিরিশটা করে গুলি থাকে এই রাইফেলের ম্যাগাজিনে ।

ফ্লাওয়ার বক্সের ফুলের ওপর শুইয়ে রাখল ও ওটা ।

একসাথে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসল যতক্ষণে তিন এজেন্ট ততক্ষণে সূর্যিমামা ডুবি ডুবি ।

জানতেও পারল না ছায়ার মত ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে ।

বিশনন্দী পর্যন্ত শাহরিয়ার ড্রাইভ করল । এদিকে অখ্যাত এক ঘাট আছে মেঘনা পাড়ি দেওয়ার । সেখান থেকে এক মাইল মত দূরে এসে থামল ওরা । কারও চোখে পড়তে চায় না – নদীর এপাশে , অথবা ওপাশে । এক বুড়ো মাঝিকে পাওয়া গেল ।

নদী পার হতে হতে টুপ করে ডুবে গেল সূর্য ।

কালাপাহাড়িয়াতে পা রেখে চারপাশে কিছু একটা খুঁজল তানিম । কিছুক্ষণের মধ্যেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও । জুনিয়র এজেন্ট মারুফ । আগেই পাঠানো হয়েছিল ওকে ঘাঁটি বের করার উদ্দেশ্যে ।

'তানিমভাই , এলাকার পরিত্যক্ত জমিদারবাড়িই আমার মতে আপনাদের সেই জায়গা । ' ফিসফিস করে বলল মারুফ ।

এলাকা এরমধ্যেই সুনসান নীরব । নিঃশব্দে আরেকটি বোট ভিড়ল ওদের পেছনে থাকা টিলার পেছনে । তবে এব্যাপারে ওরা কেউ জানল না কিছু ।

‘তুমি শিওর তো ?’ একই ভাবে বলল তানিম ।

‘ভেতরে উঁকি ঝুকি দিয়ে যা দেখেছি এবং বুঝেছি তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না ।’ আসতেই বলল মারুফ । , ‘পারভেজ ভাইকে দেখলাম একরুম থেকে আরেকরুমে নিয়ে যেতে ।’

‘গ্রেট । কোন রুমে আছে ? আইডিয়ার ওপর একটা বাড়িটার একটা ডিজাইন এঁকে দেখাও ।’

‘আপনাদের সুবিধা হবে ভেবে এঁকেই নিয়ে এসেছি ।’

এক টুকরো কাগজ বের করল ও । কাগজের একপাশে এককালের জমিদারবাড়িতে কিভাবে যেতে হবে এবং কাগজের অপরপাশে বাড়ির ভেতর কোন রুম কোনখানে তার অবস্থান দেখান হয়েছে ।

সন্তুষ্ট হল তানিম ।

‘তুমি এখানে না থেকে সাদাসর্দিতে চলে যাও ।’ মারুফকে বলল তানিম । ‘যদি সকালের মধ্যে আমাদের কোন সাড়া না পাও তাহলে এখানে ফোর্স পাঠাবে । বুঝেছ ?’

মাথা ঝাঁকাল মারুফ । রওনা হয়ে গেল নদীর দিকে ।

রাত নেমে এসেছে ততক্ষণে । নিঃশব্দে সামনে আগালো তিনজনের দলটা । বাড়িটার আনুমানিক এক মাইল দূরে থাকতে থেমে গেল ওরা । ‘এখন ঘুর পথে আগাবো আমরা ।’ সঙ্গীদ্বয়কে বলল তানিম । ‘তিনদিক থেকে এগিয়ে যাব ডেল্টা ফোর্সের মত । ইনফিল্ট্রেট করব একসাথে ।’ আবারও তিনটা ইয়ার সেট বের করল তানিম ।

‘আমি বলা মাত্রই ঢুকে পড়বে । তবে প্রথমে বাড়ির কাছাকাছি পজিশন নিবে । ওখানেই থাকবে আমার সিগন্যাল যতক্ষণে না পাচ্ছ ।’

তিনভাগে ছড়িয়ে পড়ল ওরা ।

‘টেস্ট কল , তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা ?’ শাহরিয়ার জানতে চেল ।

‘পজেটিভ ।’ তানিম বলল আধমাইল দূর থেকে । ও ঠিক করেছে সামনে থেকে ঢুকবে ।

‘লাউড এন্ড ক্লিয়ার ।’ জুনায়েদের গলাও শোনা গেল । ও আছে ডান দিক থেকে ঢোকার চিন্তায় ।

বিশাল এক বাড়ি ।

ঐতিহ্যবাহী দেড়ফুট দেওয়ালের একেকটা দেওয়াল । দূর থেকেও প্রকাণ্ড দুই তলা বাড়িটি চোখে পড়ে ।

কামান দেগেও এই বাড়ি ভাঙ্গা সম্ভব কিনা ভাবতে ভাবতে একটা ঝোপ ঠিক করল শাহরিয়ার । এখানেই লুকিয়ে থাকা লাগবে যতক্ষণ না তানিমের পরবর্তী নির্দেশ পায় ।

ওদিকে জুনায়েদও একটা গর্ত বেছে নিয়েছে । নাক বের করে অপেক্ষা করছে তানিমের সিগনালের ।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল ওদের ইয়ারপিস ।

‘আমি এখন বাড়ির সামনে ।’ তানিমের গলা , ‘ ওদের ধন্যবাদ ওরা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার কোন চিন্তাই করেনি কখনও । একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে । আশা করছি সহজেই ঢুকে পড়তে

পারব । তোমরা ঢুকে পড়তে পার , কিন্তু সাবধান । সাইলেন্টলি করবে যা করার । পারভেজের জীবননাশের আশংকা থাকবে না হলে । '

সামনে এগিয়ে গেছে ততক্ষণে দুই এজেন্ট । জুনায়েদ পেয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী এক মই । আর শাহরিয়ার খোলা এক জানালা গলে লাফিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে । সামনে একটা সংকীর্ণ করিডোর ।

এই সময় শুনতে পেল তানিমের চাপা চিৎকার , 'শিট ! এদিকে একটা মেশিনগান ! '

জুনায়েদ আর শাহরিয়ারের ইয়ার পিসে এই কথা পৌঁছবার আগেই চারপাশে যেন নরক ভেঙ্গে পরল ।

প্রথমে কড় কড় শব্দে গর্জে উঠল একটা মেশিন গান ।

একই সাথে খুলে গেল শাহরিয়ারের সামনের করিডোরের শেষ মাথার দরজা । হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই রাইফেলধারী ।

ঠিক সেই সময় মই-এর শেষ মাথায় জুনায়েদ । মাথা তুলতেই দেখতে পেল তিনজন গুলি শুরু করল সাব মেশিনগান থেকে **।**

মেশিনগানের নল দেখেই ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তানিম **।** তাই বলে গুলিবর্ষণ থেকে পুরোপুরি রক্ষা পায়নি সে । মোরব্বার মত কেঁচে ফেলত ওকে , সেখানে বাম কাঁধে চারটি বুলেট লেগেছে – এই হল মন্দের ভাল অবস্থা ।

কোনমতে সোজা হল ও শুয়ে শুয়েই । বুকে হেঁটে সরে গেল আরও ছয়ফিট ।

গানার বিভ্রান্ত । তবে সমানে গুলি চালাচ্ছে এখনও । বুকে হেঁটে আরও সরে গেল তানিম । ডান হাতে বের করে ফেলেছে হার্ডবলার । আরও সরে এসে মেশিনগানের ফ্ল্যাশ লক্ষ করে ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল ও । গুলি ছুঁড়েই সরে গেছে আরেকটু ।

গুলিবর্ষণ থেমে গেল **।**

ধীরে ধীরে সোজা হল তানিম । হেলান দিল একটা গাছের সাথে । পিঠের ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল ফার্স্ট এইডের কিছু সরঞ্জাম । দুটি গুলি মাংস ছুয়ে চলে গেছে আর ভেতরে আছে দুইটি । তারওপরই ব্যান্ডেজ বাধল তানিম ।

'আহত হলেই প্রথমে চেষ্টা করবে রক্তপাত বন্ধ করার । ' ট্রেইনিং এর সময় বলেছিলেন এক ট্রেইনার । 'মনে রাখবে , প্রতি ফোঁটা রক্তই তোমার জীবনীশক্তি । যত দ্রুত রক্তপাত থামাতে পারবে , ততই বাড়বে তোমার বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা । '

আপাতত রক্তপাত ঠেকিয়েছে ও । তবে বাড়ির সামনে এখন অনেকগুলো ছায়ামূর্তির আনাগোনা ।

বাঁকা পথ ধরল তানিম । বিশাল একটা বৃত্তচাপ এঁকে ঘুরে গেল বাড়ির এক কোণে । বাড়ির ভেতর ছাড়া ছাড়া গুলির শব্দ । জুয়ায়েদ বা শাহরিয়ারের অবস্থা ভেবে শংকিত মনে লক্ষ করল নিচ তলার একটা খোলা জানালা ।

*

ওদিকে করিডোরের দরজা সামান্য ফাঁক হতেই দুই হাত কোটের ভেতর চলে গেছিল শাহরিয়ারের ।

পুরোটা খুলতে খুলতে সিগ-সাওয়ার দুটো বের করে ফেলেছে ও !

দুই রাইফেলধারী ভেতরে ঢুকতেই দুজনের ওপর সমানে গুলি চালাল শাহরিয়ার । ওরা মাটিতে পড়ার আগেই ভেতরে এসে ঢুকতে যাচ্ছিল আরও দুই জন । এদেরও মাটিতে শুয়ে থাকতে সাহায্য করল শাহরিয়ার ।

পিস্তলদুটো রিলোড করে যথাস্থানে রেখে দিল ও । ঝুঁকে বসল এক গার্ডের রাইফেলের ওপর ।

দ্রুত মই বেয়ে চারধাপ নিচে নেমে গেছে জুনায়েদ । অল্পের জন্য তার মাথা ছোয়নি প্রথম বুলেটগুলো । আরও তাড়াতাড়ি নেমে চলল ও । তবে এরই ফাঁকে বের করে ফেলেছে একটা গ্রেনেড । ছাদ বরাবর ছুঁড়ে দিল ওটা ও ।

সাথে সাথে থেমে গেল গুলির শব্দ । ছাদে কয়েকজনের দৌড়াদৌড়ির শব্দ পাওয়া গেল । কাভার খুজছে ব্যাটারা । মুচকি হাসল জুনায়েদ । প্রচণ্ড শব্দে ফাটল গ্রেনেডটা ।

ততক্ষণে নিচে নেমে গেছে জুনায়েদ । লাথি মেরে এক জানালার পাল্লা ছুটিয়ে ফেলে ওপথে ঢুকে পড়ল ও ভেতরে ।

বাড়ির ভেতরে তানিম এখন । একহাতে উদ্যত পিস্তল । আরেকহাত মরা সাপের মত ঝুলে আছে কাঁধ থেকে । ওই হাত এক ইঞ্চি নাড়ায় – সে সাধ্য আর নেই এখন তানিমের । রিলোড করতে দিয়েই দম আটকে আসল ওর । সামনে দরজা খুলতেই দুইজন একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ল । এখানেই ঢুকতে চাচ্ছিল সম্ভবত । কণ্ঠার হাড়ে তানিমের পিস্তলের গুঁতো খেতেই বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে থাকল একজন । অপরজন ততক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ফেলেছে । উঠে যাচ্ছে রাইফেলের নল । তার চাঁদিতে প্রচণ্ড বেগে পিস্তলের বাট নামিয়ে আনল তানিম । পায়ের কাছে পড়ে থাকল ও । প্রথম গার্ডের ঘারের নিচে মাঝারি একটা বাড়ি দিতেও এ-ও তার সংগীর ওপর পড়ল । এবং পড়েই থাকল ।

ডান দিকে একসাড়ি সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় । দ্রুত ওদিকে পা বাড়াল তানিম ।

*

জানালা টপকে ভেতরে ঢুকতেই কারও সাথে ধাক্কা খেল জুনায়েদ । জানালা ভাঙ্গার শব্দের উৎস খুঁজতেই হয়ত এ এসেছে এপথে । আচমকা ধাক্কায় রাইফেল থেকে হাত ছুটে গেছে তার । একজন গার্ড । গার্ডের মাথা ধরে নিজের শক্ত খুলি তাতে নামিয়ে আনল জুনায়েদ । জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল গার্ড । রুমের দরজা খুলে বের হতেই বড় একটা হলরুমে এসে পড়ল জুনায়েদ ।

চারপাশেই দরজা । এককালে হয়ত জমিদারদের আমোদ প্রমোদের জন্যই নির্মিত হয়েছিল এই ঘর । ছাদে ঝুলছে ঝাড়বাতি । এক কোণে ভাঙ্গা হারমোনিয়ামও নজরে পড়ে ।

ডান ও বামদিকের দুটি দরজা কোন আগাম সংকেত না দিয়ে খুলে যেতেই বিদ্যুৎবেগে দুই হাতের পিস্তল দুইদিকে তাক করল জুনায়েদ । রাইফেল হাতে জমে গেল দুই গার্ড । দুই জনেই বুঝতে পারছে এর কোন হাতের গুলিই মিস করার কোন কারণ নেই ।

‘অস্ত্র ফেলে দাও । ’ কঠোর কণ্ঠে বলল জুনায়েদ ।

ইতস্তত করছে গার্ডদ্বয় ।

এইসময় সামনের দরজাও খুলে গেল । প্রবেশ করল তৃতীয় এক গার্ড ।

হাসি ফুটল আগের দুই গার্ডের মুখে । রাইফেল তুলছে তারা জুনায়েদের দিকে একযোগে ।

ঢোক গিলল জুনায়েদ ।

‘আল্লাহ , তুমি মানুষকে কেন যে তিনটা করে হাত দাও নি !’ আক্ষেপ করল বেচারা মনে মনে ।

হাত থেকে পিস্তল দুটো ফেলে দিল ও । তিনটা রাইফেলের বিরুদ্ধে একা লড়তে চাওয়াটা আত্মহত্যারই সামিল ।

জুনায়েদের আত্মসমর্পন তৃতীয় গার্ডকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করল বলে মনে হল না ।

ট্রিগার টেনে ধরল সে ।

বিশাল হলরুমে প্রতিধ্বনিত হল গুলির শব্দ ।

*

এদিকে দুইতলায় উঠে এসেছে তানিম । সিঁড়ি বরাবর চলে গেছে করিডোর । দুইপাশে অনেকগুলো দরজা ।

দুইতলাতেই কোন একঘরে রাখা হয়েছে পারভেজকে ।

কোন ঘরে - সেটাই খুঁজে বের করতে হবে তানিমকে । শেষ মাথায় একঘরে আলো জ্বলছে । দরজার পাল্লা একটুখানি ফাঁক করা । পা টিপে টিপে বেড়ালের মত সেদিকে হাঁটা দিল তানিম ।

‘... লাভ নেই তো এসব বলে । নিচের ঘরেই ঠেকিয়ে ফেলা যাবে ওদের । দুই তলায় ওঠা ওদের পক্ষে সম্ভব না ।’ খোশ মেজাজে ঘরের ভেতরে বলে উঠল কেউ ।

‘হাহাহা !’ শুষ্ক হাসি হাসল আরেকজন । ‘ওই ফ্রিকোয়েন্সীরই ওয়েভ ব্যবহার করেছে ওরা । বললাম না , আমাদের কোন কষ্টই করা লাগবে না । রেডিওতে যোগাযোগ করে নিজেরাই ধরা খাবে । ’

নিজের বোকামিতে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছা করল তানিমের । এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে কেন সবদিকেই প্রস্তুত ছিল ওরা ওদের জন্য । পারভেজকে যে ইয়ারসেট দেওয়া হয়েছিল তা ওরা পেয়ে গেছে । একই ফ্রিকোয়েন্সীতে আড়ি পেতে বসে ছিল । তানিমরা বাড়ির একমাইল দূর হতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু করতেই প্রতিটা কথা শুনতে পেয়েছে ওদের । সেই অনুযায়ী মেশিনগান বসানো অথবা বিভিন্ন জায়গাতে অ্যামবুশ করতে এদের কোন কষ্টই করতে হয় নি । তবে ঘরের ভেতর বলা পরবর্তী বাক্যটা ওর মনযোগ কেড়ে নিল আবারও ।

‘ হ্যাকার ছোঁড়াটার কি করতে বলছেন বস ? ’ প্রথম কণ্ঠ বলে উঠল । ‘একে বাঁচিয়ে রাখার কি আর দরকার আছে ?’

‘ওর থেকে তেমন তথ্য পাওয়া যাবে না আর । ব্যাটা এমনিতেই অনেক কম জানে । ’

‘সেটাই বুঝলাম না – এখনও কেন এই জঞ্জাল বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা !’ বিরক্তির সাথে বলল প্রথমকণ্ঠ ।

‘না , যতদূর মনে হয় আমাদের পেছনে লেগে থাকা ইন্টেলিজেন্সের সদস্যদের সাফ করে দিতেই একে টোপ হিসেবে রাখা হয়েছে । ’ দ্বিমত প্রকাশ করল দ্বিতীয়জন ।

‘হুম , আমার মনে হয় তারাও এতক্ষণে শেষ ।’ সন্তুষ্টি ফুটে উঠল অন্যজনের গলায় ।

‘আমার মনে হয় না । ’ দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল তানিম । ভেতরে দু’জনের মধ্যে একজনের ঝাঁটার মত গোঁফ , অপরজনের মাথায় একটা ক্যাপ । দুইজনই চমকে তাকাল তানিমের ডান হাতের দিকে । ডেজার্ট ঈগলটা যেন অপলক তাকিয়ে আছে ওদেরই দিকে ।

‘এবার মানে মানে তোমরা যদি বলে ফেল ঠিক কোন ঘরে রেখেছ পারভেজকে তাহলে আমাদের দ্বিপাক্ষিক মঙ্গল । মঙ্গল সাহেবেরও মঙ্গল । তোমাদের মত দুটো অপদার্থকে আবারও তো নিয়োগ দেওয়া লাগত তোমরা ঠাণ্ডা মাংশ হয়ে গেলে । ওই ঝামেলা থেকে বেঁচে গেল আরকি ও । ’

কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন দুই ‘হতচ্ছাড়া’ ।

হঠাৎ যেন দুশ্চিন্তা চলে গেল ঝাঁটা গুফোর মুখ থেকে । এই লোক যেন গোমড়া মুখে থাকতেই জানে না ।

হাসিমুখেই বলল , ‘না হে , রুস্তম । মেরে ফেল না ওকে । মাথায় বাড়ি দিয়ে চিৎ করে দাও ।’ তানিমের ঘাড়ের পিছে তাকিয়ে বলল সে । যেন কেউ ওর ঠিক পিছেই দাঁড়িয়ে আছে । ‘ওকে দরকার আমাদের – ইন্টেলিজেন্সের বিচ্ছুগুলোর খবর ও দিতে পারবে আমাদের । ’

মাথা একচুলও নড়াল না তানিম । ‘পুরাতন টেকনিক । এভাবে আমাকে ভোলাতে পারবে না হে । আর তিন সেকেন্ডের মধ্যে বলে ফেল কোন ঘরে আছে পারভেজ – নাহলে গুলি খাবে পায়ে । হাঁটু ভর্তা হয়ে গেলে কোন দিন আর দাঁড়াতে হবে না তোমাকে । এক -’

দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল সাথে সাথে , ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড এক আঘাতের সাথে সাথে মেঝেটা যেন তীব্রবেগে উঠে আসল ওর দিকে ।

চোখ মেলতেই মনে হল মাথার ভেতর হাজারখানেক ইঁদুর নাচানাচি করছে ।

ছোটখাট একটা ঘরে বসে আছে ও । মেঝেতে ।

দরজা বন্ধ ।

দরজায় মাঝারি আকারের একটা লাথি হাকাতেই বিকট শব্দ হল ।

শব্দের সাথেই খুলে গেল দরজা । রাইফেল হাতে কঠোর চেহারার এক গার্ড ।

‘এরপর দরজায় কোন শব্দ হলে বুঝব তোমার ধোলাই এর দরকার হয়েছে । সে ব্যবস্থা করতে কাওকে পাঠাব তখন । বোঝা গেছে ? ’

‘মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কারভাবে । ’ হাসিমুখে বলার চেষ্টা করল তানিম , ‘তবে যে জন্য শব্দ করলাম -’

উৎসুক হয়ে তাকাল গার্ড ।

‘এক কাপ কফি হবে ?’

গার্ডের চেহারা দেখে মনে হল তার কাছে তার নানার নাম জানতে চাওয়া হয়েছে ।

‘ওই পাড়ের জন্য জমিয়ে রাখো আবদারটা । ’ সদয় কণ্ঠে বলল গার্ড । ‘বেশিক্ষণ তো আর নেই তোমাদের ।’

দড়াম করে লেগে গেল দরজা ।

‘খালি দরজা লাগায় আর খুলে ... ব্যাটারা কি একটু ঘুমাতেও দিবে না নাকি ’ বিরক্তির সাথে বলে উঠল রুমের অন্ধকার কোন থেকে কেউ ।

‘আরে , পারভেজ নাকি ?’ ওদিকে এগিয়ে গেল তানিম । ‘আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগল । ’

‘তানিম ! তোমাকেও ধরে ফেলেছে নাকি ?’

‘এই তো । এসেছিলাম । যাই হোক বাইরে হয়ত এখনো জুনায়েদ আর শাহরিয়ার আছে । ওরাই ভরসা । ’ বলে উঠে গেল তানিম । ওর সব অস্ত্র সার্চ করে অজ্ঞান অবস্থাতেই নিয়ে গেছে ওরা । সাথে কিছুই নেই । জুতোর তলা থেকে দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটা চারকোনা বস্তু বের করল তানিম । টেনেটুনে কিছু বের করতে থাকল তানিম ওটা থেকে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা পরিণত হল একটা ছয় ইঞ্চি ব্লেডের এক ছুরিতে । হাতলের অন্যপাশে একটা সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল টর্চ ।

প্রথমে পারভেজের চেহারাতে পড়ল আলো । আগের হাসিখুশি ভাবটা এখনও লেগে আছে । এই ছেলে হয়ত সব সময়ই এমন । কঠিন চিপায় পড়েও চেহারার সেই ভাব পরিবর্তন হয়নি তার । হাসল ও ।

রুমটা খুঁটিয়ে দেখল তানিম । ছয় ফিট বাই দশফিট । একটা সাপ ঢোকার মত গর্তও নেই । দরজা ছাড়া বের হওয়ার আর কোন উপায় নেই । বন্দির ঘর হিসেবে ভালই । তবে মনে হয় এর চেয়ে ছোট ঘর জমিদার সাহেবের বানাতে বেঁধেছিল বলেই এতে ওদের ভরা হয়েছে।

দূরে এই সময় গোলাগুলির শব্দ ।

তারপর সব নীরব । তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে ফেলল তানিম ।

‘জুনায়েদ বা শাহরিয়ারও চলে আসবে মনে হচ্ছে এই ঘরে শীঘ্রই । ’ হতাশ হয়ে বলে বসল পারভেজ ।

গোলাগুলির শব্দ থেমে যাওয়াতে তানিমেরও সেরকমই মনে হচ্ছিল । তবুও পারভেজকে সাহস দিতে বলতেই হল , ‘আগেই এত নিরাশ হয়ো না । মারুফ – আমাদের আরেক জুনিওর এজেন্ট আছে । ও আজ সকালের মধ্যে আমাদের খবর না পেলে ফোর্স নিয়ে আসবে । ’

যদিও বুঝতে পারছে – সকাল হয়ে যাওয়ার আগেই যা হওয়ার হয়ে যাবে ।

এই সময় খুলে গেল দরজা । আরেকজন বন্দীকে ঠেলে দেওয়া হল ঘরের ভেতরে ।

হতাশা না – তানিমের চেহারায় ফুটে উঠল নিখাদ বিস্ময় ।

ধাক্কা দিয়ে এইমাত্র যাকে ঘরে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড সে আর কেউ নয় –

সিফি সিআর নাইন – সোহানা আমান !

পর্ব ০৯

‘হাই ।’ লজ্জিত হেসে বলল সিফি ।

একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে তানিম আর পারভেজ ।

‘আমি তোমাদের হাই বলেছি ’ মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে আবার বলল মেয়েটা ।

‘হুঁ । হাই । ’ গোমরা মুখে বলল তানিম । ‘তুমি কোথা থেকে ?’

‘আমি আমার নিজস্ব মিশন নিয়ে আগাচ্ছিলাম ।’ মুখ থেকে হাসি মুছল না সিফির । ‘কাধে ফুল দেখছি তোমার । অবস্থা কতটুকু খারাপ ? ’

‘তোমার নিজস্ব মিশন নিয়ে শুধু আমাদের ঘাড়েই এসে পড়ছ – ব্যাপারটা কি ! ’ সিফির কথা মোটেও পাত্তা না দিয়ে বলল তানিম ।রাগে জ্বলছে চোখ , ‘ হোটেলে আমাকে আর কিশোরকে খুন করতে চেয়েছিলে – আবার এখানে এদের হাতেও ধরা খেয়েছ । তুমি আসলে কার হয়ে কাজ কর ? ’

‘আমি কাওকে খুন করার চেষ্টা করি নি । এখানে গবেষনা করতে যেও না , দেওয়ালেরও কান আছে । এই গাড্ডা থেকে বের হয়ে সবই জানতে পারবে । ’ মাথা নিচু করল ও । ‘এখন কাঁধটা একটু দেখতে দাও । ব্যান্ডেজ চুইয়ে রক্ত পরছে । ’

নিজের কাধের দিকে তাকাল তানিম | শার্ট অনেকটাই ভিজে গেছে ।

তানিমের অনুমতির তোয়াক্কা না করে হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে পড়ল সিফি । টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল শার্ট । ব্যাথায় ককিয়ে উঠল তানিম । কানই দিল না মেয়েটা । ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষত পরীক্ষা করে দেখে মাথা নাড়ল ।

‘দুটো বুলেট ভেতরে । ব্যান্ডেজ এইভাবে বাঁধা কেন ! ’ তানিমের চোখের দিকে তাকাল , ‘ট্রেইনিং এ কি ছাই শিখেছ ?’

আত্মসম্মানে লাগল ST10 এর । ‘মেশিনগানের গুলিবর্ষণের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে একহাতে ব্যন্ডেজ করতে দিলে তোমার ব্যান্ডেজও এর থেকে ভাল হত না দেখতে । ’

‘দুই হাতে গুলি খেয়েও এর থেকে ভাল ব্যান্ডেজ করেছি আমি ।’ ভ্রু কুঁচকে বলল সিফি । ‘এখন বকবক না করে হাত ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন ।’

নতুন করে ব্যান্ডেজ করতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না সিফির ।

‘এই ছেঁড়া শার্ট পড়ে বসে থাকব আমি ?’ চোখ পাকিয়ে বলল তানিম , ‘থ্যাংকস এনিওয়ে । ’

‘ছেঁড়া শার্ট খুলেও বসে থাকতে পার । তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে !’ বিরক্ত হয়ে বলল সোহানা । ‘এই রুমের কি অবস্থা ? ফাঁক ফোকড় কিছু পেলে ?’

‘একটা মাছি বের হওয়ার মত ফাঁকও নেই । ’ মাথা নাড়ল তানিম ।

‘হুম’ মাথা ঝাঁকিয়ে কাধ থেকে চুল সরিয়ে বলল সিফি । ‘দরজা আরেকবার খোলাতে হবে গার্ডদের দিয়ে । ’

‘উঁহু’ মাথা নাড়ল তানিম , ‘রাইফেলের বিরুদ্ধে আনআর্মড কমব্যাট কোন কাজেই আসবে না । একটা ছুরি আছে আমার কাছে । কিন্তু ওই জিনিস দিয়ে বাড়িভর্তি রাইফেলের সাথে পারা যাবে না ।’

‘আগে দরজা খুলুক না | তারপর দেখো কি হয় । ’

‘আমরা কেউ বেশি কাছে গেলে নির্দ্বিধায় গুলি ছুড়বে ওরা ।’

‘তোমার দিকে নির্দ্বিধায় ছুড়তে পারে , আমার দিকে ছোঁড়ার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করবে । ওই সময়টুকুই যথেষ্ট । ’

সোহানার চোখের দিকে তাকাল তানিম । 'হ্যাঁ' মনে মনে স্বীকার করল ও , 'এই মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে বাধ্য যে কেউ । গুলি করা কি আদৌ সম্ভব ?'

'হুম , তাছাড়া – এরা কেউ ফুল প্রফেশনাল না । এই পোড়া দেশে এতগুলো প্রফেশনাল লোক যোগাড় করা এত সহজও না অবশ্য । হয়ত সম্ভব । ' মুখে বলল ও ।

'ST10 এর মত কথা । ' খুশি হয়ে বল সোহানা । 'ডাকা যায় কিভাবে ?দরজায় লাথি মেরে দেখা যাক কেউ আসে কি না !'

'আগে আমি একবার মেরেছিলাম । কফির অর্ডার দিতে । ' বিরস কণ্ঠে বলল তানিম ।

'এখন আবার দাও ! ' সোহানা নির্বিকার । 'ভাল কথা , কফি কি দেয় ওরা ? আমারও এক কাপ দরকার ছিল ।'

'না , ওদের স্টকে কফি শেষ । শুধু ধোলাইটাই অবশিষ্ট আছে বলল ।' মন খারাপ করে বলল তানিম ।

'আমাদের স্টকেও শুধু ওই জিনিসই আছে - পর্যাপ্ত পরিমাণে । ' চুল বেঁধে নিতে নিতে বলল সোহানা । অ্যাকশনের সময় খোলা চুলে হাজারও বিপত্তি । 'সুতরাং , লেটস প্লে !'

'পারভেজ , সরে থেক । আমরা রাস্তা বের করে নিব – তখন আমাদের সাথে লেগে থেক । আশা করি সকালের আগেই বেরিয়ে যাব আমরা এই ফালতু জায়গা থেকে । '

দরজার উলটোদিকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল তানিম । ছুটে দিয়ে লাথি দিতে সুবিধা হবে এখান থেকে ।

দৌড়ে গিয়ে ফ্লাইং কিক দরজার দিকে ছুঁড়ে দিতেই খুলে গেল দরজা ।

সুপারম্যানের মত উড়ে দিয়ে বাইরে পড়ল তানিম ।

দুই গার্ড দুই পাশ থেকে ওর মাথায় চেপে ধরল রাইফেলের মাজল । সোহানা স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকল যেখানে ছিল । থমকে গেছে পাশার ছক উলটে যেতে দেখে ।

'বাহ ! কি বীরত্ব ।' মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল তাদের একজন ।

'যাও যাও বীর – তুমি মুক্ত । ' বলল অপরজন । রাইফেল সরিয়ে ফেলল ওরা । পিঠে ঝুলিয়ে রাখল ।

*

তৃতীয় গার্ড গুলি শুরু করতেই চোখ বন্ধ করে ফেলল জুনায়েদ ।

'আহ কি শান্তির মৃত্যু – যন্ত্রণাহীন ।' ভাবল জুনায়েদ ।

কাছেই কোথাও বলে উঠল শাহরিয়ার , 'চোখটা খোল হে । কানামাছি খেলবে নাকি !'

শাহরিয়ার দেখি আরও আগেই এই জগতে এসে পড়েছে – ভেবে মনটা একটু খারাপই হল জুনায়েদের , 'তুমি মরলে কিভাবে ?' জানতে চেল ও ।

মাথায় একটা ছোটখাট বাড়ি খেতেই হাউমাউ করে উঠল জুনায়েদ । চোখ মেলল অবশেষে ।

গার্ডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছে শাহরিয়ার ।

'বাহ ! ভাল আইডিয়া । ' কাহিনী বুঝতে পেরে হাসল জুনায়েদ । আরেকটা গার্ডকে দিগম্বর করা হল । সোফার তলে ঠেলে দেওয়া হল তার দেহ ।

'ইয়েস ! পারফেক্ট কাভার । ' খুশি হয়ে বলল জুনায়েদ ।

নিচতলায় কয়েকটা রুম খুঁজে দেখতে না দেখতেই বাইরে বেশ কয়েকটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল । তাড়াতাড়ি কাভার নেয় ওরা দু'জন ।

বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়িগুলো । তবে সেজন্য নয় , নেমে আসা মানুষগুলোর হাতের অস্ত্র এবং তাদের কোয়ালিটি দেখেই কাভার থেকে বের হল না জুনায়েদ অথবা শাহরিয়ার ।

বাড়িভর্তি পুরো একটা ব্যাটেলিয়ন রাখা হয়েছে জানলে অবশ্যই মাত্র তিনজন আসত না ওরা ।

'তানিমকে ডেকে দেখি ও কোথায় । অনেকক্ষণ ওর কোন খবর নাই । '

জুনায়েদ কন্ট্যাক্ট করতে যেতেই তার হাত চেপে ধরল শাহরিয়ার ।

'এক সেকেন্ড । ' মাথা নাড়ল , 'আমাদের জন্য ওরা তৈরী হয়ে বসে ছিল । আমার মনে হয় এর পিছে এই ইয়ার সেট আর ফ্রিকোয়েন্সীর ভূমিকা আছে । '

'ওকে , নো ওয়্যারলেস কন্ট্যাক্ট । ' ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে বলল জুনায়েদ । 'অনেক গোলাগুলি হয়েছে । এখন যত দ্রুত সম্ভব পারভেজকে খুঁজে বের করে ভাগা লাগবে এলাকা ছেড়ে ।'

'একসাথে না থেকে দুইদিকে গিয়ে দোতলায় ওঠার চেষ্টা করব এখন আমরা ।' শাহরিয়ারকে বলল জুনায়েদ । 'ওকে ? '

'হুম , আর যতটা পার সাইলেন্টলি ।' বাইরের দিকে আরেকবার তাকিয়ে বলল শাহরিয়ার ।

'সিওর ।'

দুইদিকে রওনা দিল ওরা দুইজন ।

দোতলায় উঠে এল জুনায়েদ এক সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ।

উঠতে না উঠতেই কথা শোনা গেল সামনের কোন এক ঘর থেকে । বাইরে দাঁড়ানো ফোর্সের কথা মাথায় রেখে কণ্ঠস্বরদের মালিক বেরিয়ে আসার আগেই সবচেয়ে কাছের রুমে ঢুকে পড়ল ও । সিঁড়ির দিকে আগাচ্ছে পদশব্দ ।

'এতক্ষণ লাগার কথা না – মনে হয় শেষ করে ফেলেছে ইন্টেলিজেন্সের বিচ্ছুগুলোকে । ' নেমে যেতে যেতে ওদের কেউ বলে উঠল ।

বাহ – মনে মনে ভাবল জুনায়েদ – সব জানে এরা । কারা এসেছে – কখন আসবে – আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল । যে ঘরে ঢুকেছে সে ঘরের একমাত্র জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল জুনায়েদ । বাইরে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে পুরো কনভয়টা ।

তবে সেটা নয় – আরও দূরে একটা ছোটখাট নড়াচড়া দেখেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে জুনায়েদের ।

কাল টপস আর কাল জিনস পরে রাতের আধারের সাথে প্রায় মিশে গিয়ে বাড়ির দিকে সন্তর্পনে এগিয়ে আসছে একটা মেয়ে । দুই হাতে নিচু করে ধরা দুটি ড্যাগার ধরা কিশোরীর ।

নিশব্দে এগিয়ে আসছে – বোঝাই যাচ্ছে হাঁটার ছন্দ দেখে ।

ডান দিকের গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল এক গার্ড । হাঁটাটা হঠাৎ দৌড়ে পরিণত হল কিশোরীর ।

বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হানল এবার । গার্ড একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখে ওকে । চিৎকার দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বলেও মনে হল জুনায়েদের । কিন্তু তার আগেই হাত নড়ে উঠেছে মেয়েটার । মুন্ডুহীন ধরটা গড়িয়ে চলে গেল অন্ধকারে । হেডলাইটের আলোতে শুয়ে থাকল দেহটা । পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেছে নিঃশব্দে । সর্বশেষ গাড়ি এটাই । কাজেই এদিকে কেউ আসছে না । লাশটা দেখার জন্য কেউ ছিল না ।

গোল করে দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন । আরেকটু সামনে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন মেয়েটা ।

দোতলার জানালায় মূর্তি হয়ে গেছে জুনায়েদ ।

ওদের ছয় ফিটের মধ্যে পৌঁছেই আঘাত হানল আবার কিশোরী । ড্যাগার দিয়েই । কিছু বোঝার আগেই পেছন থেকে একজনের মাথা কেটে ফেলেছে সে । অন্য দুইজনের গায়ে রক্ত ফোয়ারার মত বর্ষিত হতেই অস্ফূট শব্দ করে উঠল ওরা । এরই মধ্যে একজনের বুকে আমূল ঢুকিয়ে দিল ড্যাগার । মৃদু ঘরঘর শব্দ করেই ওখানে শুয়ে পড়ল সে । অপরজন পরিস্থিতি কিছুটা বুঝে ফেলার সময় পেয়েছে ততক্ষণে । মেয়েটার মুখ বরারবর ঘুষি হাঁকাল তৃতীয়জন । বিদ্যুৎবেগে সরে গেল ও ডিগবাজি দিয়ে । উঠে আসতে আসতে রাইফেল তাক করে ফেলেছে লোকটা । তখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি কিশোরী । অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে রাইফেলের নলের দিকে তাকিয়ে থাকল ও । ট্রিগার টেনে দিতে যাচ্ছে গার্ড ।

জানালা ভেঙ্গে গুলি করল জুনায়েদ । পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দিল গার্ড বরাবর ।

থমকে গেল সময় । গাড়িগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্যেককে অ্যালার্ট করেছে গুলির শব্দ । অবাক হয়েছে মেয়েটাও । তবে সেজন্য নষ্ট করেনি মূল্যবান সময় । ডিগবাজি দিয়ে প্রথম গাড়ির আড়ালে কাভার নিয়েছে । দু হাতের ড্যাগার ছেড়ে দিয়েছে আগেই , ছোট খাট দুটো সাবমেশিনগান বের করে দুই হাতে সমানে গুলি করছে ও নিচের বাকি গার্ডরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিক লক্ষ্য করে । পাঁচ সেকেন্ড । এর পর নীরবে অন্ধকারে সরে গেল আবার ।

আর দেখতে পারল না জুনায়েদ । সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে পদশব্দ । নিঃসন্দেহে বাড়ির ভেতরে গুলির শব্দের উৎস খুঁজতে ছুটে আসছে ওরা । নিচের গার্ডের কাছ থেকে তুলে আনা রাইফেলটা তাক করল ও দরজার দিকে । তবে এই ঘরে কেউ ঢুকল না , কারণটা না বুঝলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জুনায়েদ ।

এর মধ্যে বাইরের গোলাগুলিও থেমে গেছে ।

*

শাহরিয়ার ওদিকে আলাদা হয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেছিল একটা মই । সেটা বেয়ে সরাসরি ছাদে ওঠা যায় । ছাদে উঠে কাওকে দেখল না ও । অবাক হল । ছাদে একটা গ্রুপ থাকলে অনেক সুরক্ষিত থাকে বাড়ি । পুরো ছাদ ঘুরে নিচে নামার রাস্তা খুঁজতে থাকল ও । দোতলায় নামা লাগবে ।

সবগুলো দরজা ভেতর থেকে লাগানো ।

আসলে ওর জানা নেই গ্রেনেড হামলায় ভীত হয়ে সবাই ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দরজার ওই পাশে পাহারার ব্যাবস্থা করেছে ।

শেষ সিঁড়িঘরের দিকে গিয়েও যখন সেটা ভেতর থেকে তালাবদ্ধ পেল তখন হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল শাহরিয়ার ।

এই সময় দোতলার কোন ঘর থেকে ভেসে এল রাইফেলের গুলির শব্দ । ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টো পাশে ।

কোনরকম শব্দ না করে সেদিকে এগুলো ও । অনেক লম্বা ছাদ । এরই মধ্যে নিচের শব্দ শুনে মনে হল পুরোদমে যুদ্ধ বেঁধে গেছে নিচে ।

কিনারায় পৌঁছাতেই আবার সব শান্ত ।

কিছুই বুঝতে পারল না বেচারা ।

ছাদের কিনারায় দ্বিতীয় আরেকটা মই দেখে এসেছে একটু আগে । শাহরিয়ার জানে না – এদিক দিয়েই প্রথম ওঠার চেষ্টা করেছিল জুনায়েদ । ওদিকে হেঁটে গেল ও । মই এর কাছাকাছি যেতেও পারল না বেচারা । নিচ থেকে শোনা গেল , ‘ হল্ট ! আর একধাপ ওপরে উঠলেই গুলি খাবে ।’

থেমে গেল শাহরিয়ার । ‘কুফা লেগেছে আজকে !’ রাগে গজগজ করল ও ।

মই বেয়ে কেউ নেমে যাচ্ছিল । নিচ থেকে আবার শোনা গেল , ‘উঁহু লেডি । আগে তোমার অস্ত্রগুলো নিচে ফেলে দাও ।’

ধীরে ধীরে ছাদের কিনারা থেকে উঁকি দিল শাহরিয়ার । তবে মই থেকে সরে এসেছে বিশ ফিট ।

মই-এ ঝুলে থাকায় বেকায়দায় পড়েছে এক মেয়ে । ওখান থেকে হামলা চালানোর কোন প্রশ্নই আসে না । কাজেই অস্ত্রগুলো একে একে নিচে ফেলে দিল ও । তারপর মানে মানে নেমে আসতে বাধ্য হল । মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে তাকে নিয়ে গেল ছয়জন গার্ড । গার্ডেরা বাঁক ঘুরে বাড়ির অন্য প্রান্তে যেতেই মই বেয়ে নেমে আসল শাহরিয়ার ।

এই বন্দিনী কি তাকে পারভেজের কাছে নিয়ে যেতে পারে না ? – ভাবল ও ।

*

দোতলার করিডোরে বেরিয়ে এসেছে জুনায়েদ । এই সময় বাইরে কিছু উল্লসিত চিৎকার শুনে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল ও । কয়েকজন গার্ড এক বন্দিনী সাথে করে ঢুকল বাড়ির ভেতর ।

চেহারা দেখে চমকে উঠল জুনায়েদ মনে মনে । এই মেয়েকে সে আগেও দেখেছে মঙ্গলের বাড়ির কাছাকাছি ।

টহল দেওয়ার ভঙ্গীতে হাঁটাহাঁটি করতে থাকল ও । সন্দেহের কিছু নেই , কারণ পরনে ওর গার্ডদের ড্রেস । দেখতে চায় বন্দীদের ওরা ঠিক কোথায় রাখে । ছয়জনের দলটা একটা করিডোরে মিলিয়ে যেতেই দেখতে পেল ওদের পিছু পিছু শাহরিয়ার এসে হাজির ।

‘ওই পথে গেছে ওরা ’ আস্তে করে ওকে জানাল জুনায়েদ ।

করিডোরের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল বন্দিনীকে ছুঁড়ে ফেলা হল একটা দরজা খুলে । বাইরে আগেই পাহারা দিচ্ছিল দুই গার্ড । হাসল ওরা বেসুরো গলায় ।

ধরে নিয়ে আসা ছয় গার্ড ফিরে গেল যার যার ডিউটিতে ।

করিডোরে ঢুকে পড়ল দুই দুর্ধর্ষ এজেন্ট । প্রহরারত গার্ড দু'জন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই ডানদিকের জনের কানের নিচে জুডো চপ বসিয়ে দিল জুনায়েদ । ওদিকে এক আপার কাটে দ্বিতীয়জনকেও ধরাশায়ী করে ফেলেছে শাহরিয়ার ।

'চল , ঢোকা যাক ! ' হাসিমুখে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল জুনায়েদ ।

দরজা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে উড়ে বের হল একজন মানুষ । বিন্দুমাত্র দেরি না করে তার মাথায় রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ফেলেছে ওরা নেহায়েত রিফ্লেক্সের বশেই ।

একই সাথে মানুষটাকে চিনে ফেলল দুইজনই ।

'বাহ ! কি বীরত্ব ।' মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল জুনায়েদ ।

'যাও যাও বীর – তুমি মুক্ত । ' বলল শাহরিয়ার হাসিমুখে ।

*

পর্ব ১০

তানিমের মাথায় রাইফেল ধরে সামনে আগাচ্ছে এক গার্ড ।

কেউ কেউ দেখল ব্যাপারটা , তবে পাত্তা দিল না ।

একটা মোড়ে প্রশ্ন করল আরেকজন , 'কোথায় যাও ওকে নিয়ে ?'

'দোতলায় – বস কথা বলবেন ' বিন্দুমাত্র দেরী না করে জবাব দিল জুনায়েদ ।

মাথা ঝাঁকাল গার্ড ।

বাড়ির ভেতরে সেই মই-এর কাছে নিয়ে এল ওকে জুনায়েদ । ততক্ষণে ঘুরপথে পারভেজ আর সিফিকে নিয়ে চলে এসেছে শাহরিয়ার । পাঁচজন কোন কথা না বলে উঠে গেল ছাদে ।

ছাদে উঠে অপরপ্রান্তের মই এর কাছে থেমে গেল দলটা ।

'এবার –' শুরু করল তানিম , 'তোমরা মই দিয়ে নেমে টেনে দৌড় দাও নদীর দিকে । আমি এদিকে একটা ডাইভারশন তৈরী করব ।'

'না –' সবেগে মাথা নাড়ল জুনায়েদ , 'আহত তুমি । ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দাও ।তাছাড়া ওদের ড্রেস আছে আমার পরনে । '

'আমার কাজ আমাকে বুঝতে দাও । কথা কম । তুমি এখন ওদের নিয়ে সরে যাও । এটা তোমার কাজ ।' ধমকের সুরে জুনায়েদকে বলল তানিম ।

'শাট আপ !' হঠাৎ ক্ষেপে গেল সোহানা । 'ডাইভারশন বানাতে আর যে-ই থাকি – সেটা তুমি না । ' জুনায়েদ আর শাহরিয়ারের দিকে ফিরল ও , 'তোমরা তানিম আর পারভেজকে নিয়ে বের হয়ে যাবে এখন । দ্যাট'স মাই অর্ডার । '

‘আমাদের একই লেভেল , সিফি । তোমার অর্ডার আর আমার অর্ডার একই তাৎপর্য বহন করে । ’ দুর্বলকণ্ঠে বলল তানিম । হঠাৎ টলে উঠল ও । পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলল সিফি ।

‘হুম , আর বীরত্ব দেখাতে হবে না মিস্টার ST10 । ’ জুনায়েদের দিকে ফিরল , ‘ওকে ধরে নিয়ে যাও । রক্তপাতে দুর্বল হয়ে গেছে ও ।’

তানিমের আপত্তিতে আর কাজ হল না । চারজন নেমে গেল মই বেয়ে ।

যাওয়ার আগে একটা পিস্তল আর কয়েকটা ম্যাগাজিন ধার নিয়েছে সিফি শাহরিয়ারের কাছ থেকে ।

নিচে নেমে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে ডাইভারশনের জন্য ।

ওদিকে আবার সন্তর্পনে দোতলায় নেমে এসেছে সিফি । ফাঁকা একটা ঘরে দাঁড়িয়ে জানালা লক্ষ্য করে ধাই ধাই কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দিয়েই আবার ফিরে এসেছে ছাদে ।

চারপাশে হই হই রব পড়ে গেল ।

হুড়মুড় করে দোতলায় উঠে আসতে থাকল গার্ডরা । তবে ওরা শব্দের উৎসের কাছে পৌঁছবার আগেই আবারও গুলির শব্দ শোনা গেল নিচে কোথাও । একদল দৌড়াল ওইদিকে ।

নিচের একটা খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে সিফি । একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারল – রান্নাঘর এটা ।

রুটি বানানোর একটা প্যান চোখে পড়ল ওর । চুলো নেই এখানে । তেলে চালানোর মত একটা স্টোভ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ওটায় আগুন জালালো ও। তার ওপর চাপিয়ে দিল প্যানটা । পিস্তলের ম্যাগাজিন থেকে বাকি বুলেটগুলো বের করে নিয়ে প্যানে চাপালো । যেন বুলেট ফ্রাই করতে যাচ্ছে ।

আবার জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল । বাইরে তেমন কেউ নেই এখন । ছুটল বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে ।

ভেতরের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেছে ততক্ষণে । খবর হয়ে গেছে – বন্দীদের কেউ নেই ঘরের ভেতর । বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিয়ে গার্ডদের ওদের খুঁজে আনতে বলা হয়েছে ।

গার্ডরা বেরিয়ে আসতে যাবে – এই সময় রান্নাঘর থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল । আবারও ওইদিকে ছুটল সবাই ।

ভেতরে কাওকে দেখা গেল না । প্যানকে স্টোভে বসে থাকতে দেখে যা বোঝার বুঝে গেল ওরা । তবে – এই ঘটনা তানিমদের মূল্যবান পাঁচটি মিনিট এনে দিয়েছে ।

*

ছুটে চলেছে চারজনের দলটা নদীর দিকে ।

প্রথম গুলির পরই নিচের বেশিরভাগ গার্ড দোতলায় চলে যাওয়ায় সহজেই বাড়ির কাছ থেকে সরে আসতে পেরেছে ওরা ।

মেঠোপথ ধরে অন্ধকারে যত দ্রুত সম্ভব ছুটছে ওরা ।

নদীর তীরে পৌঁছাতে বিশমিনিট লাগল ওদের ।

তীরে ভেড়ানো আছে একটা স্পিড বোট । তার ভেতর ঘুমাচ্ছে এক লোক ।

কাধে টোকা পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল লোকটা , কিন্তু পারল না । নাকে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ওকে একেবারে গেঁথে রেখেছে শাহরিয়ার ।

'নৌকার দুলুনিতে কি আর আরামে ঘুমানো যায় , বলুন ?' ঘরোয়া আলাপের ভংগিতে বলল ও । 'চলুন , মাটিতে শোবেন ।'

নৌকা বাঁধার দড়ি দিয়ে মাঝিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল । ঝোপের আড়ালে শুইয়ে রাখা হল তাকে । এরই মাঝে আবারও নাক ডাকাতে শুরু করেছে লোকটা ।

শব্দ করে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন । ছুটে চলল ওরা অপর পাড় লক্ষ্য করে ।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই নদীর তীরে এসে থামল দুটো গাড়ি | টপাটপ নেমে আসল কয়েকজন অস্ত্রধারী । আজ রাতের মধ্যেই বন্দীদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে এদের প্রত্যেকের পেছন দিকের চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে । গুপ্তস্থান থেকে আরেকটা বড় স্পিডবোট বের করে তাতে চেপে বসল ওরা ।

প্রথমে তানিমই খেয়াল করল ব্যাপারটা । 'ফেউ লেগেছে পিছে |' জানাল ও সঙ্গীদের ।

দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে পেছনের বোটটা । গতিবেগ কয়েকগুন বেশি তুলতে পারে ওটা তানিমদের বোটটা থেকে ।

'ইশ , যদি কারবাইনটা থাকত ! ' আক্ষেপ করল তানিম , মেশিনগানের হামলার সাথে ওটা ফেলে দিয়ে এসেছে ও জমিদারবাড়ির সামনে ।

'দুটো রাইফেল অবশ্য আছে এখনো তবে এক্সট্রা ম্যাগ নাই । ' সান্তনার সুরে বলল শাহরিয়ার ।

দুটো বোটের মাঝে দুরত্ব মাত্র দুইশ গজ তখন । কর্কশ স্বরে গুলি শুরু করল ধাওয়াকারীরা ।

'মাথা নুইয়ে রাখো সবাই ।' চেঁচিয়ে বলল তানিম । 'শুয়ে পড় খোলের ওপর । কারও কাছে একটা পিস্তল হবে ?'

নিজের বিটলার জি-টু বের করে দিল জুনায়েদ ওকে । আরেকপাশ থেকে সিগ-সাওয়ার ছুঁড়ে দিল শাহরিয়ার ।

পেছনের গলুই-এ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে জুনায়েদ ততক্ষণে । কাঁধে ঠেকিয়ে রেখেছে রাইফেলের ধাতব বাট ।

ছাড়া ছাড়া ভাবে গুলি চালালো জুনায়েদ । ম্যাগাজিনের গুলি কটাই সম্বল – কাজেই এলোপাথারি গুলি করতে পারছে না ও ।

জবাবে একটা সার্চলাইট জ্বলে উঠল অপর বোটটা থেকে । সেই সাথে দ্বিগুন তেজে গুলিবর্ষণ ।

জুনায়েদের ছোঁড়া পরের চারটা গুলি চুরমার করে দিল সার্চলাইট । আবার অন্ধকারে ডুবে গেল চারপাশ ।

'সবাই ঠিক আছ ? ' জানতে চেল তানিম , 'কারও লেগেছে গুলি ? জুনায়েদ ?'

'না , ঠিক আছি আমি । ' মিথ্যা বলল জুনায়েদ । সংগীদের বুঝতে না দিয়ে আরেকবার চেক করল বুকের ক্ষতটা ।

বাকিদের কারও গায়ে লাগেনি গুলি । মিরাকলই বলতে হবে ।

সার্চলাইট গুড়ো হওয়ায় থমকে গেছিল ওরা । এখন আবার আগের মতই এগিয়ে আসছে ।

'শাহরিয়ার , আমার অ্যামো শেষ । তোমার রাইফেলটা দাও ।'

বোট চালাচ্ছে শাহরিয়ার । বিনা বাক্যব্যয়ে ওটা ছুঁড়ে দিল জুনায়েদের দিকে ।

আবারও গুলি শুরু করেছে দুর্বৃত্তরা ।

'কাছে আসতে দাও ওদের' অনুরোধের ভংগিতে বলল তানিম , 'হঠাৎ গতি কমিয়ে দাও আমাদের । পিস্তল দিয়ে লং রেঞ্জে কিছুই করতে পারছি না ।'

'রাইট ' সায় জানাল জুনায়েদ ।

হঠাৎ থেমে গেল প্রায় বোটটা ।

পাঁচ সেকেন্ডে মধ্যবর্তী দূরত্ব ত্রিশ গজে নেমে আসল ।

এবার আর শুয়ে না - হাঁটু গেঁড়ে বসে গুলি করল জুনায়েদ । দাঁতে দাঁত পিষে রেখেছে । পেছনের বোটের দিকে তাক করে ম্যাগাজিন খালি করে দিল । আর্তনাদ করে পানিতে উলটে পড়ল ধাওয়াকারীদের কয়েকজন ।

'সামনে বাড়ো , শাহরিয়ার ।' চেঁচিয়ে বলল ও ।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট । ততক্ষণে আরও কাছে চলে এসেছে পেছনের বোট । একসাথে গুলি চালালো ওরা । ঠিক এই সময় গতি ফিরে পেয়েছে শাহরিয়ারের বোট । বেশিরভাগ গুলি বোটের পেছন দিয়ে বের হয়ে গেল । শেষ কয়েকটা বুলেট পেছনের গলুই বরাবর ছুটে এল ।

অস্ফূট একটা আর্তনাদের সাথে ছিটকে পানিতে পড়ল জুনায়েদ ।

'শিট !' এই প্রথম মুখ খুলল পারভেজ । ' ড্যাম , তানিম , জুনায়েদ গুলি খেয়েছে । পানিতে ও । '

সবই দেখেছে তানিম । 'শাহরিয়ার , বোট ধীরে ধীরে ঘোরাও । বৃত্তচাপ এঁকে আবার এইখানে পৌঁছাব আমরা । '

'এরমধ্যে আমাদের ডুবিয়ে দিবে হারামজাদারা । ' মাথা নেড়ে বলল শাহরিয়ার । তবে সেই সাথে পালন করছে তানিমের নির্দেশ ।

ধীরে ধীরে কয়েকবার কাঁধ ঝাঁকালো তানিম । আড়ষ্টতা দূর করার চেষ্টা করছে । দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে শুয়ে থাকল ।

'আরেকদফা কাছে আসতে দাও ওদের । ' শাহরিয়ারকে বলল ও , 'তবে এবার হঠাৎ সামনে বাড়বে না , রিভার্স গিয়ার দিয়ে পেছন দিকে ছুটবে । '

অক্ষরে অক্ষরে পালন করল নির্দেশটা শাহরিয়ার । বোটের গতি পড়ে যেতেই কাছাকাছি চলে আসল পেছনের বোটটা ।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল তানিম । সামনের সারিতে দাঁড়ানো দুই ছায়ামূর্তির মাথা বরাবর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল নিমেষেই । ওদের বোট পাশে চলে আসছে !

একটা ছায়ামূর্তিকে ওর দিকে রাইফেল ঘোরাতে দেখল তানিম ।

বাম দিকে ঝাঁপ দিল ও । উড়ন্ত অবস্থাতেই তিনটি গুলি পাঠিয়ে দিল তার দিকে । ততক্ষণে রাইফেলের মাজলফ্ল্যাশ দেখা গেছে। তবে তানিম গুলি ছোঁড়ার পরমুহূর্তেই পানিতে গিয়ে পড়েছে রাইফেলের মালিকের প্রাণহীন দেহ ।

কোমরের কাছে গরম কিছু যেন ছ্যাঁকা দিয়ে গেল তানিমের । ধপ করে পাটাতনের ওপর পড়ল ও ।

তানিমদের ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই এবার ধাওয়াকারীরা গুলি ছুড়ল একটু সামনের দিকে । গতবারের মত মিস করার ইচ্ছে নেই ওদের – বোঝাই গেল ।

তবে তানিমদের বোট লাফ দিল পেছন দিকে । এই দফায় একটা বুলেটও ওদের ধারে কাছে আসল না । শুয়ে শুয়েই কয়েকটা গুলি করল তানিম ওদের নৌকার খোলের দিকে । ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল ।

'শিট , আমার ম্যাগাজিন খালি !' হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল তানিম , 'আর কোন ম্যাগাজিন আছে তোমার কাছে ?'

মাথা নাড়ল শাহরিয়ার । 'সরি , আমি খালি হয়ে গেছি । এক্সট্রা ম্যাগাজিন সোহানাকে দিয়েছিলাম । '

জুনায়েদের কাছে থাকতে পারত , তবে পানিতে ও তখন ।

এখন আবার সামনে আগাচ্ছে শাহরিয়ার বোট নিয়ে । গার্ডভর্তি বোটটা এখন একশ গজ সামনে । তবে ওদিকে না । পুরো মুখ ঘুরিয়ে জুনায়েদ যেদিকে পড়েছিল ওদিকে ছুটল শাহরিয়ার ।

ঘুরে আসছে ওদের বোটটাও । ওদের অ্যামুনেশনের অভাব নেই ।

আবার শুরু হল গুলি । এবার আরও ভয়ংকরভাবে । সঙ্গীদের হারানোর প্রতিশোধ নিতেই যেন দ্বিগুন বেগে গুলি করছে এবার ওরা । নিজেদের মৃতের কাতারে দেখতে চায় না ।

হতাশায় ঠোঁট কামড়ালো তানিম । মেঘনার বুক থেকে বেঁচে ডাঙ্গায় ফেরার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না আর ও ।

ওদের সামনে থেকে আরও দ্রুত ছুটে আসছে আরেকটা বোট । ছোটখাট হলেও এর গতিবেগ অন্য দুটো জলযানের চেয়ে বেশি তা বোঝা যায় ওটার অ্যাপ্রোচ দেখেই ।

ওদের জানা নেই , ওদের পিছে পিছে এই বোটটাই টিলার পিছে এসে থেমেছিল । ওটার দিকে চোখ সরাতেই পিঠে জোর একটা ধাক্কা অনুভব করল তানিম । ডিগবাজি খেয়ে মেঘনার কালো পানিতে পড়ল ও ।

'নো ওয়ে ! তানিম !' চিৎকার করে ওর সাথে বোট থেকে ঝাঁপ দিল পারভেজ ।

হতভম্ব শাহরিয়ার । ডান হাতে লোহার শিক ঢুকে যাওয়ার মত অনুভূতি হল এই সময় । ছিটকে সরে গেল হাতটা হুইল থেকে । বাম হাতে আকড়ে ধরল ও ওটা ।

ততক্ষণে তৃতীয় বোটটা ওদের অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে । ওটার হুইলে দাঁড়ান একমাত্র আরোহীর হাতে লম্বা কিছু একটা দেখতে পেল শাহরিয়ার ।

হুস জাতীয় শব্দ করে ওটার সামনে থেকে কিছু একটা ছুটে গেল তীব্র গতিতে ।

ওদের পেছনের বোটটার মাঝবরাবর আঘাত হানল ওটা । এক সেকেন্ড । তারপরই চোখ ধাঁধানো আলোর রেখার সাথে এল বিস্ফোরন । সেই সাথে এল শক ওয়েভ । ছিটকে গিয়ে পাটাতনের সাথে বাড়ি খেল শাহরিয়ার ।

চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল ওর । জ্ঞান হারিয়েছে ।

*

'তারপর ?' জানতে চেলাম ।

মাথা নাড়ল শাহরিয়ার । 'জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি প্রায় ভোর হয়ে গেছে । অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অনেকটা জায়গায় খুঁজেছি তানিম,জুনায়েদ আর পারভেজকে । নাম ধরে অনেকবার ডেকেছি । কিন্তু , কোন সাড়াশব্দ নাই । ' মাথা নিচু করল ও ।

'লোকাল পুলিশ ? '

'পরের দিন সকাল হওয়ার আগে লোকাল পুলিশ আর স্থানীয় জেলেদের সাহায্য নিয়ে বডি খুঁজেছি আমরা নদীর নিচে ।'

'কি পেলে ? '

'বাইশটা বডি । ' আমাকে তাকাতে দেখে মাথা নাড়ল , 'উঁহু , সব ওদের । '

'অন্য বোটে কে ছিল ? সোহানা ? ' জানতে চেলাম । 'কালাপাহাড়িয়াতে ও ছিল তোমাদের সাথে । '

'না , ওটা কোন মেয়ে ছিল না । কালো পোশাক পরা এক লোক । '

'তুমি পরিষ্কার দেখেছ ?'

'তখনও জ্ঞান হারাইনি আমি । '

নিচের ঠোঁট থেকে হাত সরালাম । একটা জট খোলার আগেই আরেকটা জট এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে I ভেবে দেখলাম – এতটা জটিল রহস্যের মুখোমুখি কখনো হইনি আমি ।

পর্ব ১১

হসপিরা-অ্যালকন হেড অফিস , বাংলাদেশ ।

সকাল বেলা ।

অফিস টাইম শুরু হয়ে গেছে আরও আগেই । তবুও এক ভদ্রলোককে দেখা গেল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকতে I আইডি দেখতে চাইল দারোয়ান । আইডি দেখাতেই বিনয়ে বিগলিত হাসি দিয়ে ভদ্রলোককে সুপ্রভাত জানাতে ভুলল না ।

নিজের ঘরে ঢোকার মত সাবলীল পদক্ষেপ ভদ্রলোকের । বোঝাই যায় বহুদিন এখানে কাজ করেন তিনি ।

মূল ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়লেন ।

ডানদিকের লিফটের দিকে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন লিফটের জন্য ।

লিফট এলে তাতে করে বেজমেন্ট ওয়ান এ নেমে গেলেন । যাবতীয় কেমিক্যাল এখানে রাখা হয় ।

হাতঘড়িটা খুলে ছুঁড়ে মারলেন ফসফরাসের স্টকের দিকে । ভদ্রতার মুখোশ খুলে গেছে ।

সেদিকে একবারও না তাকিয়ে বের হয়ে গেল শাহরিয়ার । লিফটে করে সোজা বেজমেন্ট সেভেন এ । লিফটের দরজা খুলতেই দু'জন গার্ডের মুখোমুখি হল ও । এই লেভেলে গার্ড রাখা হয়েছে ! – ভাবল মনে মনে । তাদের পিছনে ভল্ট মত দরজা ।

'ওয়েল , স্যার , আমাদের নিশ্চিত হতে হবে এই লেভেলে আসার ক্লিয়ারেন্স আছে আপনার ।' বিবৃতিমূলক বাক্য হিসেবে কথাগুলো মুখ দিয়ে বের হলেও এটা আদেশ – বুঝতে অসুবিধা হবে না কারও ।

'শিওর ।' হাসিমুখে বলল শাহরিয়ার । মনে মনে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছে ।

এরকম কিছু আশা করে নি ও । সাথে কোন অস্ত্রও নিয়ে আসে নি ।

'আপনার আইডি প্লিজ ?' ভূতুড়ে গলায় বলল গার্ড ।

আইডি বাড়িয়ে দিল শাহরিয়ার । সেটাকে নিয়ে দেওয়াল সংলগ্ন কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিল গার্ড ।

'ইট'স ওকে স্যার । আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন ।' খুলে দিল ভল্টের দরজা ।

*

শাহরিয়ারের চারপাশের প্রতিটা শব্দ ক্ষুদে মাইক্রোফনের সাহায্যে পৌঁছে যাচ্ছে রাইনের কাছে ।

শাহীনবাগের এক বাড়ির দোতলায় আছে ও । শাহরিয়ার লিফটে ওঠার একটু আগে ও লক্ষ্য করে ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারটা ।

দ্রুত হসপিরা-অ্যালকনের মেইনফ্রেমে কয়েকটা কার্যকর ডিবাগিং শেষ করে ও ।

গার্ড আইডি চাইতে চাইতে ওর কাজ শেষ ।

এখন যে কোন কাগজ ঢুকালেই কম্পিউটার 'ওকে' সিগন্যাল দিবে ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল রাইন ।

*

পেছনে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ভল্টের দরজা ।

চারপাশে তাকাল শাহরিয়ার । দেখে মনে হচ্ছে মেডিসিনের স্টক রাখা হয়েছে চারপাশে ।

'এর বাইরেও আর কিছু আছে' ভাবল ও মনে মনে । সিকিউরিটির বহর দেখেই বোঝা যায় সমস্যা তো কিছু আছেই !

বিশাল রুমটার অপর পাশের দরজার দিকে তাকাল ও । সামনে এগিয়ে নব ধরে মোচর দিতেই খুলে গেল দরজা ।

ভেতরে সারি দিয়ে রাখা আছে বাদামী প্যাকেট । তুলে ওজন করল ওটা শাহরিয়ার । আধ কেজি হবে !

কোটের পকেটে ওটা নিজের সম্পত্তি বিবেচনা করে ভরে রাখল শাহরিয়ার ।

মৃদু একটা কাঁপুনি অনুভব করতেই মুচকি হাসল ও ।

খেলা শুরু হল ।

*

বাংলাদেশের সবচেয়ে করিৎকর্মা বাহিনী হল অগ্নিনিবার্পক বাহিনী । প্রতিদিনই তাদের কোথাও না কোথাও কাজে লেগে যেতে হয় । আগুন নেভান না শুধু , অন্যান্য ভলান্টিয়ারের কাজও তাদের করতে হয় । দায়িত্বের ডাকে ।

হুইসল বাজিয়ে ছুটে চলেছে এই ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটি । হয়ত বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মত আজও কোথাও আগুন ধরেছে ।

হসপিরা অ্যালকনের গেইটের সামনে জোরে ব্রেক কষে থেমে গেল গাড়িটা । টপাটপ লাফিয়ে নামল কর্মীরা । দক্ষতার সাথে নিজেদের কাজ বুঝে নিল ।

বেজমেন্টে নেমে এল তারা । ছোটাছুটি করছেন ভেতরের কর্মকর্তারা এবং গবেষকগণ । গার্ডদেরও যথেষ্ট বিচলিত মনে হচ্ছে । তারাও বেশ অস্থিরতার মাঝে আছে ।

আগুনে ভরে থাকা ঘরগুলোতে অগ্নিনিবার্পক গ্যাস ছেটাতে লাগলেন তারা । একজন ফায়ার সার্ভিস সদস্য লিফটে করে নিচে নেমে গেলেন অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ।

ভল্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল শাহরিয়ার । বাইরের ঘরে কোন গার্ড দেখতে পেল না ও । আগুন ছড়িয়ে পড়ে মাটির নিচে কাবাব হতে চায়নি কেউ । উপর দিকে পালিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব ।

লিফটের সামনে আসতেই নিশব্দে খুলে গেল লিফটের দরজা । ভেতরে এক ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী ।

'কিছু পেলে?' জানতে চাইলাম আমি ।

'মনে হয় ।' দ্বিধান্বিত জবাব দিল শাহরিয়ার । 'নিচে আরেকতলায় আননোন পারপাস রুম আছে ,কিশোরভাই । ওগুলো দেখিনি এখনও ।'

'শিওর তুমি এখানে আর কিছু নেই ?'

'না'

নেমে এলাম আরও একতলা নিচে । একটু চিন্তা করলাম । বাংলাদেশে বেজমেন্ট এইট , মাটির আশি ফিট নিচেআমরা । অবিশ্বাস্য । হসপিরা-অ্যালকন কি নিয়ে রিসার্চ করে দেখা দরকার ।

বেজমেন্ট এইটে পৌঁছে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে লিফটে ঢুকে পড়লেন কয়েকজন কর্মী । ওদের ফাঁক ফোকড় গলে কোনমতে বেরিয়ে গেলাম আমরা ।

সামনের নাতিদীর্ঘ করিডোর ধরে আগালাম আমরা । দুই পাশে দুটো – দুটো – চারটি দরজা । সোজা সামনে আরেকটা ।

ওটা খুলতেই বিশাল জায়গা জুড়ে একমাত্র রুমটা দেখে মনে হল আসবাবপত্র বানানো হয় এখানে । কাঠের কুচি মত জিনিশ দিয়ে ভরে আছে সারি দিয়ে সাজানো অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রগুলোর আউটপুট চেহারার বাক্সে ।

'চল , ভাগি ।' বললাম শাহরিয়ারকে । 'যা দেখার দেখা হয়ে গেছে আমার ।'

কিন্তু 'ভাগতে' যেয়ে লিফটে উঠতে গিয়ে দেখি জায়গা মত নেই ওটা । কেউ তুলে নিয়ে গেছে ওপরে ।

কল করলাম যাতে নিচে নেমে আসে ওটা ।

মিনিট দুই অপেক্ষা করার পরও আসে না ।

কোথা থেকে একটা ছুড়ি বের করল যেন শাহরিয়ার । দুই দরজার ফাঁকে আটকে মোচড় দিয়ে একটু ঘোরাতেই হাত ঢোকানোর মত ফাঁক হয়ে গেল সেখানে । দুই জন ধরে সরিয়ে আনলাম পাল্লা । মাথা গলিয়ে দিলাম ওপর দিকটা দেখতে । সাথে সাথেই টেনে নিলাম মাথা ।

ওপর থেকে নেমে আসছে ভারী কিছু । শাহরিয়ার আর আমি ছিটকে গেলাম দুই দিকে । বিকট শব্দে নিচে আছড়ে পড়ল লিফটটা ।

আমার দিকে তাকাল শাহরিয়ার , 'কিশোরভাই কি উড়তে পারেন?'

মাথা নাড়িয়ে ওকে হতাশ করে দিলাম ।

'মাটি থেকে আশি ফিট নিচে আমরা । এই লিফটটা ছিল একমাত্র যোগাযোগ সূত্র ।' মাথা নাড়ছে শাহরিয়ার । এখনও বিশ্বাস করতেই পারছে না । 'পড়ল কি করে এই জিনিস !'

'কেবল উড়িয়ে দিয়েছে মনে হয় । ' নিচের ঠোঁট টেনে ছেড়ে দিলাম , 'বের হওয়ার আর কোন উপায় থাকতে বাধ্য ।'

'গাধাগুলো একটা সিঁড়ির ব্যাবস্থা রাখতে পারেনি ? ' দাঁত কিড়মিড় করে বলল শাহরিয়ার ।

'চল , বিদ্ধস্ত লিফটের ভেতর ঢোকা যাক !' পা বাড়ালাম ।

তুবড়ে গেছে লিফটের মেঝে । ভেতরে আয়না ছিল একপাশে । ভেঙ্গে চুর চুর এখন ওই জিনিস । পায়ের তলে মুচ মুচ করে ভাঙ্গছে ।

এতটুকু দেখতে দেখতেই বুম করে একটা শব্দ হল ওপরে কোথাও ।

অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ । বিস্ফোরন ঘটেছে পাওয়ার সাপ্লাই-এ ।

গুঙ্গিয়ে উঠল শাহরিয়ার । এই সময় ঝুপ করে শব্দ হল লিফটের ছাদে । ওটা যে কোন বান্দার বুটের আওয়াজ তা বুঝে নিতে কোন সমস্যাই হল না ।

রেসকিউ পার্টি ? না ঘাতক ?

জানার উপায় নেই । সুর সুর করে ফিরে এলাম আমরা আগের ঘরে । অন্ধের মত দুইজন দুই দরজা দিয়ে গায়েব হয়ে গেলাম পাশের দরজা দিয়ে ।

দরজা লাগানোর আগেই বিকট শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল । একটু আগে মনে জেগে ওঠা প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গেলাম । অনুপ্রবেশকারীদের পিছে ঘাতক লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

চৌকাঠে লেগে চলটা উঠে গেল ।

কোন টর্চ জ্বলে নি । দেখতে পাচ্ছে কি করে ? নিশ্চয় ইনফ্রারেড গগলস চোখে দিয়ে আছে ।

ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল । দ্রুত ফিরে গেলাম অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রগুলোর রুমে ।

রুমটা বিশাল । যন্ত্রগুলোর পাশে বসে ডুব দিলাম । মাথা বাঁচানো ফরজ । শাহরিয়ার কোথায় গেছে কে জানে !

দড়াম করে খুলে গেল এইমাত্র যে দরজা দিয়ে ঢুকেছি সেটা । হামাগুড়ি দিয়ে সামনে আগাচ্ছি ।

আরেকটা দরজা খোলার শব্দ হল । সাথে সাথে পর পর দুইবার গর্জে উঠল আততায়ীর পিস্তল ।

কোন আর্তচিৎকার নেই । হুড়মুড় করে পরে শব্দ হওয়া দরজার দিকে ছুটে গেল পিস্তলধারী ।

তার পর আবার জোরে দরজা লাগানোর শব্দ এবং একটা আর্তনাদ । তারপরই একজন মানুষের পতনের শব্দ ।

*

পায়ের শব্দ কান পেতে শুনছে শাহরিয়ার ।

ছুটে আসছে ওই পাশ থেকে পিস্তলধারী । অনুমান নির্ভর কিন্তু নিখুঁত সময়ে দরজা খুলে আবারও জোরে লাগিয়ে দিল ।

তাল হারিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল লোকটা ভেতরে । পরমুহূর্তেই ভারী সেগুন কাঠের দরজা নাক মুখ সমান করে দিল বেচারার । উলটে পড়ে গেল মেঝেতে । বেরিয়ে এসে ধাতব বস্তুর পতনের শব্দ যেখান থেকে শুনেছে সেখানে লাথে কষাল শাহরিয়ার । ছিটকে কোথায় গেল পিস্তল কে জানে ।

'কিশোরভাই !' চাপা গলায় ডাকতেই আততায়ীকে মাড়িয়ে তার পাশে চলে এলাম নিমেষেই । লিফট বরাবর ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে নিজের অজান্তেই আলু বানালাম মাথায় । লিফটের ভেতর ঢুকে ছাদের মেইন্টেনেন্স হ্যাচ দিয়ে আবছা আলো আসতে দেখা গেল । এইদিক দিয়েই যে তিনি নেমেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না দু'জনের কারোই ।

মেইনটেন্যান্সের জন্য মই লাগানো আছে ভেতরের ফোকড়ে । সেটা বেয়ে দ্রুত উঠে চললাম আমরা । । ছয়তলা ওপরে ধোঁয়া বের হচ্ছে এখনো । শাহরিয়ার ভালই বিস্ফোরন ঘটিয়েছে দেখা যাচ্ছে !

তবে ধোঁয়া পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই নিচ থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল আবার ।

'কৃতজ্ঞতা বোধ একেবারেই নেই দেখি ছোকরার !' বিতৃষ্ণ গলায় বলে উঠল শাহরিয়ার । জান বাজি রেখে দ্রুত টপকালাম বাকি ধাপগুলো । ধোঁয়ার আড়ালে চলে গেলাম । এখন সহজে আমাদের অবস্থান বুঝতে পারবে না ইনফ্রারেড গগলস থাকলেও , না থাকলেও ।

কোন মতে সারফেস লেভেলে উঠেই পড়িমড়ি ছুট বাইরে । দমকল বাহিনীর সদস্যকে এত জোরে বাইরের দিকে ছুটতে দেখে কেউ কেউ ভুরু কুঁচকালও । পরোয়া করলাম না ।

এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে । দমকল বাহিনীর গাড়ি কোন ধোঁয়াচ্ছন্ন বাড়ির দিকে ছুটলে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক । রাস্তায় নেমে এসে এদিক ওদিক চোখের কোনা দিয়ে দেখতে দেখতে ঢুকে গেলাম সাইড রোডে । এখানেই পার্ক করা আছে শাহরিয়ারের গাড়ি ।

শাহীনবাগের দিকে ছুটছে গাড়ি । পকেট থেকে একটা বাদামী প্যাকেট বের করল শাহরিয়ার ।

'এটা ল্যাবে দেওয়া লাগবে ।' ফেলে দিল পেছনের সিটে । 'হামলা চালাল কে ?'

'তোমার কারসাজী বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওদের ।' বললাম , 'বেজমেন্ট সেভেনে গার্ড ছিল ?'

'হুম । ' মাথা ঝাঁকাল ও , 'বিস্ফোরনের পর কাউকে দেখিনি অবশ্য ।'

'ওরাই ওপরে গিয়ে লাগিয়েছে । তাতেই লিফটের পতন ।'

'নিচের রহস্য গোপন রাখতে এদের লিফট ফেলে দিতে অথবা দুই-একজনকে খুন করতেও দেখি আপত্তি নেই !'

একটা বাড়ির সামনে এসে ব্রেক কষল ও ।

পিঠে একটা ব্যাগ নিয়ে নেমে আসল রাইন ।

পেছনের সিটে বসে পড়তেই আবার ছুটল গাড়ি ।

পর্ব ১২

মেঘনার পাড় ।

মাছ ধরা অনেক নৌকা বের হয়েছে নদীতে ।

মাঝারি উচ্চতা । দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন ভাব চেহারায় । আপন মনে আউড়ে যাচ্ছে হিন্দী গানের কলি আর টেনে যাচ্ছে সিগারেট । নদীর ধারে হেঁটে চলেছে অদ্ভুত ছেলেটা ।

তবে কেউ ভাল করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে , এর চোখের মণি স্থির থাকছে না এক জায়গায় । ঈগলের দৃষ্টি দিয়ে দেখছে চারপাশটা ।

জায়গাটা নারায়ণগঞ্জ ।

তাকিয়ে দেখছি বিআই এর তৎপরতা । দুইজন এজেন্ট 'গাফফা' হয়ে যাওয়া এত সহজভাবে নেবে না বিআই সেটা জানা কথা ।

তবে যেটা ভাবার বিষয় – কোন হদিসই নেই ওদের , বা পারভেজের । স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে ওরা । ঘটনাস্থলে ছিল শাহরিয়ার । ওর মনে কোন সন্দেহ নেই জুনায়েদ কমপক্ষে একটা , আর তানিম অন্তত তিনটি বুলেট নিয়ে মেঘনায় পড়েছে ।

মেঘনা খুঁজে তোলপাড় করে ফেলা হয়েছে । মারা যায়নি ওরা , এটা নিশ্চিত । অন্তত মেঘনার বুকে না ।

মাছ ধরা নৌকাগুলো থেকে একটু পর পর ডুবুরীর পোশাক পরে নেমে যাচ্ছে ডুবুরীরা ।

ক্লু খুজলাম কিছুক্ষণ আমিও । নেই কিছু । আস্ত নদীর বুকে ক্লু খুঁজে লাভও নেই । এলাকাবাসীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হয়েছে – তারা কাওকে উদ্ধার করেনি গত কয়েকমাসে । ফিরে চললাম আমি আর শাহরিয়ার হোটেলে । ওখানেই আছি এখনও । কাভার তো গেছেই , কাজেই এখন আর সেটা নিয়ে দ্বিধা নেই ।

ফেরার পথে একটা কথাও বললাম না আমরা ।

তানিম অথবা জুনায়েদের কথা ভোলা সম্ভব নয় । মাত্র কয়েকদিন আগেই অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে ওদের দেখেছি । বাংলাদেশের জন্য এরা অ্যাসেট । এদের হারানো ব্যক্তিগত ক্ষতিই নয় শুধু , রাষ্ট্রীয় ক্ষতি ।

হোটেলে এসে ভাবতে বসলাম ।

মঙ্গল রায় । ব্যাগ খুলে গোপন পকেট থেকে একটা ফাইল বের করলাম । বিআই এর সংগ্রহ করা তথ্য । তানিমের কাছ থেকে আমিও এক কপি নিয়ে রেখেছিলাম ।

ছবিটির দিকে তাকালাম ।

টাকমাথার এক ভদ্রলোক । যদিও যা ঘটছে তার পেছনে ওর হাত থাকলে বলতেই হয় ইনি ঠিক ভদ্রলোকদের পর্যায়ে পড়েন না ।

নিচে তার পূর্ণ বায়োডাটা ।

বয়স ৪৫ । ছোটবেলা কাটে কুমিল্লায় । কমার্সের ছাত্র ছিলেন । পৈতৃক ব্যবসা ছিল পোষাকশিল্পের । তবে পৈতৃক সম্পত্তি বহুগুনে বৃদ্ধি করেছেন মঙ্গল । ভাই বোন নেই তার । একদম একা । বিবাহিত । পরিবার থাকে ধানমন্ডিতে ।

এক মেয়ে এবং স্ত্রী – এই হল পরিবার । মেয়ের বয়স বার । ঈষাণ মঙ্গল রায়ের মালিকানায় বর্তমানে আছে আঠারটি প্রতিষ্ঠান । বিভিন্ন ফিল্ডের । ইত্যাদি ইত্যাদি ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইল বন্ধ করে ছুড়ে দিলাম বিছানার দিকে । এবার এই টাকলার পেছনে লাগতে হবে ।

রুম থেকে বের হতেই দেখা হল শাহরিয়ারের সাথে ।

‘তানিমদের মনে হয় আশা নেই আর ।’ করুণ মুখে জানাল ও ।

‘কিছু পেয়েছে নাকি?’

‘না। তবে যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে ।’ মাথা নাড়ল শাহরিয়ার । ‘এটা নিশ্চিত যে ওরা মেঘনায় ডুবে যায়নি । কিন্তু এখনও সব ঠিক থাকলে ওরা অবশ্যই যোগাযোগ করত । ’

‘হু ।’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলাম , ‘সব কিছু ঠিক থাকলে ...’

‘আমরা ওয়ারেন্ট রেডি করছি ।’ শাহরিয়ার জানাল । ‘টিম্বার মিলের ম্যনেজারের কপালে মঙ্গল নাই , যতই মঙ্গলের হয়ে কাজ করুক । ওকে রিমান্ডে নেওয়া হবে । যদি ওয়ারেন্ট দাঁড় করানো যায় ।’

‘দেখ কত ঝামেলা সামলাতে হয় !’ নিশ্চিত হতে পারলাম না , ‘মঙ্গলের প্রভাব তো জানই । ’

‘ও ! ভাল কথা ,’ হঠাৎ মনে পড়ায় বলে উঠল শাহরিয়ার । ‘ল্যাবে দিয়ে এসেছি বাদামী প্যাকেট আর কাঠের কুচি ।’

‘দ্যাটস গ্রেট ।’

নেমে এসেছি আমরা লবিতে । একজন রুম সার্ভিসকে দেখা গেল এদিকেই আসতে । ‘স্যার ,আপনার মেসেজ ।’

আমার নাকের নিচে ধরল একটা এনভেলপ ।

চলে গেল লোকটা । বিভ্রান্ত হয়ে খুললাম খাম ।

‘কাল সকাল সাতটায় কালাপাহাড়িয়াতে আসবে । গোপনে । - আর.এস’

‘কি আছে এতে?’ আমার ভ্রু কুচকাতে দেখে জানতে চাইল শাহরিয়ার ।

‘আমন্ত্রণপত্র ।’ মাথা তুললাম , ‘জনৈক আর.এসের কাছ থেকে । ’

‘সিফি , মঙ্গল রায় আর শাহাবুদ্দীন নিয়েই পারি না । আবার আসছে নতুন ক্যারেকটার ! ’ বিরক্ত হয়ে বলল ও ।

আমার হাত থেকে নিয়ে পড়ল ও মেসেজটা ।

‘এস দিয়ে কি সোহানা বা সিফি হতে পারে? সিফি সি আর নাইন । আর.এস । আর.সিফি ?’ নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল ।

‘শাহাবুদ্দীনও হতে পারে । গেলেই বোঝা যাবে ।’ বললাম । হাসলাম , ‘শাহরিয়ারও হতে পারে । তবে ‘আর’ এর পূর্ণ অর্থ না জানলে বোঝা যাচ্ছে না কিছু । ’

‘আসবে বলেছে । কয়জন আসব বলেনি কিন্তু ।’ অবাক হল শাহরিয়ার ।

‘না , আমার নামেই পাঠানো হয়েছে জিনিসটা ।’ মাথা নাড়লাম , ‘তবে , একটু সন্দেহ দেখা যাচ্ছে যখন তখন দুইজন গেলে আপত্তি কিসের?’

হালকা একটা হাসি খেলে গেল শাহরিয়ারের ঠোঁটে ।

‘গোপনে ।’ বলল ও ।

*

কাকডাকা সকাল ।

মেঘনা পরিবেষ্টিত দ্বীপমত এলাকা কালাপাহাড়িয়া ।

এখানে অভিযান চালিয়েই নিরুদ্দেশ তানিম আর জুনায়েদ । পারভেজকে সহ ।

নেমে এলাম পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে । জানি শাহরিয়ার কোন জায়াগায় আড়াল নিয়ে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে আমাকে ।

শাহরিয়ার এসেছে গতকাল রাতে । ঠাণ্ডায় জমে গেছে হয়ত এতক্ষণে । তবে দিনের বেলায় আমাকে আশা করবেই ওরা । জানতে দেওয়া যাবে না যে একজন ব্যাকআপ নিয়ে এসেছি আমি ।

রেডিও-ফেডিও এর ঝামেলায় যাইনি আমরা । শাহরিয়ার সন্দেহের কথা জানায় আমাকে । রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী থেকে ওরা বুঝে গেছিল এই কালাপাহাড়িয়াতেই । রেডিও সেফ না । আড়ি পেতে বসে থাকতেই পারে ওরা সব ফ্রিকোয়েন্সীতে ট্রাই করে ।

নিশব্দে আমাকে অনুসরণ করে যাবে শাহরিয়ার । বিপদ দেখলেই বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত ।

কালাপাহাড়িয়া পর্যন্ত আসলাম তো । এখন কোন দিকে যাই ! ব্যাটা মেসেজে কিছুই লেখেনি ।

পেছন ফিরে তাকালাম । নদী তীর থেকে মোটেই বেশি দূরে আসি নি আমি ।

সামনে ফিরতেই একটা রুমাল চেপে বসল নাকে । মিষ্টি গন্ধ একটা ।

তারপর সব অন্ধকার ।

*

খাটে শুয়ে আছি আমি ।

বাম পা-টা একটু নড়ালাম ।

মাথা টন টন করছে । পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকলাম ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব ।

লাফ দিয়ে উঠে বসলাম । শাহরিয়ার ছিল ব্যাকআপ । কিন্তু কোন সাহায্য পেলাম না কেন ।

চারপাশে তাকাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল । পাশের খাটে বসে কথা বলছে চারজন নিচু স্বরে ।

'জ্ঞান ফিরেছে ওর ।' আমার দিকে ফিরল সবাই শাহরিয়ারের কথা শুনে ।

'তানিম ! ' স্বস্তির সাথে বললাম , 'জুনায়েদ আর পারভেজও আছ দেখছি ! ব্যাপারটা কি ? আমরা কোথায় !'

'ছোট খাট একটা জেলখানায় । ' জবাব দিল তানিম ।

চারপাশে তাকালাম । একমাত্র দরজাটা বাইরে থেকে আটকানো । লোহার পাল্লা ।

দরজার কাছে গিয়ে ভাল মত পরীক্ষা করলাম । মাছিও বের হতে পারবে না ।অবশ্য তা পারলে তানিমরা বেরিয়ে পরত আরো আগেই । ঘরে কোন জানালা নেই । ফিরে এসে খাটে বসলাম ।

'নাহ , বের হওয়ার তো উপায় দেখি না । ' তানিম আর জুনায়েদের দিকে তাকালাম , 'মেঘনার বুকে কি ঘটেছিল বল দেখি । '

'পিঠে গুলি খেয়ে ছিটকে নৌকা থেকে পড়ে গেলাম । ' বলছে তানিম , 'পরে বুঝলাম , ওটা গুলির ধাক্কা না । নৌকারই কিছু ভেঙ্গে জোর ধাক্কা দিয়েছে আমার পিঠে । বাম কাধে বুলেট ঢুকে আছে । কোমরের কাছে গুলি মাংস তুলে নিয়ে গেছে । পানিতে পড়া মাত্রই ভয়াবহ সমস্যা করে ফেলল ক্ষতগুলো । জ্বলুনীর সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে রক্ত । আমার পেছনে আবার পানিতে পড়ল কেউ । একটু ধাতস্থ হয়েই খেয়াল করলাম পঞ্চাশ গজ মত দূরে ভেসে আছে জুনায়েদ । বাকিটা জুনায়েদ বল । '

'পানিতে অনেকখানি আলোড়ন শুনে বুঝলাম কেউ পানিতে পড়ে গেছে । আমার বুকে গুলি লেগেছিল । হাত থেকে তেমন সাড়া পাচ্ছিলাম না । তাও সামনে আগালাম । তানিমকে চিনতে পারলাম ।

প্রাণপনে ভেসে থাকার চেষ্টা করছিলাম দুইজনে । হঠাৎ লক্ষ্য করি পারভেজ নেমে এসেছে বোট থেকে । ও আমাদের সাহায্য করছিল । - '

'ঠিক এই সময় আসল তৃতীয় বোটটা ।' বলল শাহরিয়ার ।

'তৃতীয় বোট ?' জুনায়েদ , তানিম , পারভেজ তিনজনই অবাক ।

'হুম , ছিল আরেকটা । তোমাদের উদ্ধারকর্তাও বলতে পার । '

'যাই হোক আমরা অত কিছু লক্ষ্য করিনি । শুধু টিকে থাকার চেষ্টা করছিলাম ।' বলল পারভেজ । 'তখনই মাথার পিছে কিছু একটা আঘাত হানে । আর মনে নেই কিছু । জেগে উঠে দেখি এই ঘরে আমি ।'

'আমরাও ' সায় দিল জুনায়েদ আর তানিম ।

'তবে-' বলছে তানিম , 'জেগে উঠে আমি দেখি আমার কাধে বুলেট নেই , কাধ আর কোমরে সুন্দর করে ব্যান্ডেজ করা । জুনায়েদেরও তাই । ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে কেউ ।'

'অদ্ভুত !' মন্তব্য করলাম আমি ।

'খাবার আসে কি করে এখানে ?' জানতে চাইল শাহরিয়ার ।

'ওই যে একটা ফ্রিজ আর ওভেন ।' দেখাল পারভেজ । 'ওই লোকের কোন দেখাই নাই যে আমাদের তুলে আনে । আজ একবার দেখলাম তাও মুখোশ পরা ছিল । তোমাদের ঢুকিয়ে বলে বিছানায় শুইয়ে দিতে । '

'ব্যাটাকে কাত করে ভাগতে পারলে না ?' তানিমকে বললাম ।

'আরে হাতে একটা কোল্ট .৪৫ ছিল ব্যাটার । ' আমাকে চারপাশে তাকাতে দেখে যোগ করল , 'জেনারেটরে চালাচ্ছে এসব । মৃদু গুঞ্জন কানে এসেছে । '

'আচরণ তো খুব বন্ধুত্বপূর্ণ । কিন্তু এর আগমনের হেতুটাই বুঝলাম না ।' মাথা নাড়ল জুনায়েদ ।

'আর শাহরিয়ার ! তোমার তো আমার ব্যাকআপ থাকার কথা ছিল !'

'আমি ঘাপটি মেরে ছিলাম , কিন্তু কে জানি হঠাৎ পেছন থেকে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে আমাকে । ' বিমর্ষ বদনে জানাল ও , 'তারপর তো এখানেই আমি ।'

হুম , ভাবলাম । এই লোক নিজের কাজে অতি দক্ষ ।

'বের হওয়ার কোন উপায় দেখছি না । ' উঠে দাঁড়ালাম । 'ও নিজেই আসবে একসময় কথা বলতে ।'

ফ্রিজের দিকে আগালাম । 'শরীরে শক্তি অক্ষুন্ন থাকুক ।' ভেতরের বার্গার ওভেনে গরম করেই পেটে চালান করে দিলাম ।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা ।

হাতে এমপি-ফাইভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক লোক । রোদে পোড়া চামড়া আর ঠাণ্ডা পাথরের মত চোখই বলে দিচ্ছে – কঠিন পাত্র ।

‘মেজবানের আগমন শুভ হোক ।’ বিনীত কণ্ঠে বলল তানিম , ‘আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমরা আজ উঠি ? ’

‘আমার মনে হয় এখন আমরা আমাদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারি ।’ মেঘ গর্জন করে বলল দীর্ঘদেহী । ‘তবে নিরাপদ দূরত্বে থেকেই । নিশ্চয় চাও না আমার এমপি-ফাইভ এখানে একটা তান্ডব শুরু করুক ?’ ঘরের একমাত্র এবং দরজা থেকে সবচেয়ে কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ল । সারা শরীর সামান্য গণ্ডগোলের আভাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে । আক্রমণ করতে যাওয়া স্রেফ পাগলামী ।

এক পা পিছিয়ে গেল তানিম । বহু কষ্টে একটা হাসি দিল । ‘মেজবানের যা মর্জি !’

‘কৈফিয়ত দাও এখন , কিসের পেছনে ছুটছ তোমরা ?’

‘আগে আপনি কৈফিয়ত দিন দুলহা মিঞা’ নাক গলালাম আমি ।

ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল দীর্ঘদেহীর । ‘মানে ?’

‘আমাদের অনুসরন কেন করছিলেন ? অযাচিত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে – যদিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না উদ্দেশ্যটা ।’

‘অনুসরণ ?’

‘এবার আমার কিছু কথা বলার সময় হয়েছে । ’ তানিমের দিকে ফিরলাম , ‘মনে আছে টিম্বার মিলের গোডাউনে বদ্ধ ঘরটা আবিষ্কার করি আমি? ’

মাথা ঝাঁকাল তানিম , ‘তো ?’

‘আড়ালে সরে যাচ্ছিলেন তখন আপনি । ’ দীর্ঘদেহীর দিকে ফিরে বললাম , ‘দুঃখজনক ব্যাপার একটু দেরী করে ফেলেছেন । আপনার চেহারার কিছু অংশ দেখতে পাই আমি । ’

‘তারমানে , গোডাউনে সেই অতর্কিত গোলাগুলি ... ’

‘ছিল ইনার কীর্তি ।’ ওর কথা শেষ করে দিলাম ।

‘আমাকে তখন কিছু বলনি কেন ? ’

‘যেভাবে হোক ওই রাতেই আমাদের চেকিং শেষ করা দরকার ছিল । তাছাড়া উনাকেও চোর চোর লাগছিল । কারণ গার্ডদের কেউ হলে এভাবে আমাদের দিকে চুপচাপ আড়াল থেকে দেখার প্রশ্নই আসত না । ’

‘ওয়েল ওয়েল ।’ বেখাপ্পা হয়ে চেয়ার থেকে বলে বসল দীর্ঘদেহী । ‘আমি না অনুসরন করলে তোমাদের এতক্ষণে দুইবার অন্তত কবর দেওয়া লাগত । ’

‘কিন্তু , প্রশ্ন হল , এসব করার মানে কি ? কে আপনি ? অযাচিত সাহায্য করছেনই বা কেন ?’ তানিম প্রশ্নবাণ ছুঁড়ছে , ‘আপনি বিআই এর কেউ নন – প্রত্যেকের প্রোফাইল আমার পড়া আছে । এতবার সাহায্য যখন করেছেন , ধরে নিলাম আমাদের উদ্দেশ্য এক না হলেও সম্পূর্ণ বিপরীত ও নয় । আশা করি উত্তর দেবেন আমাদের প্রশ্নের । ’

কিছুক্ষণ চিন্তা করল চেয়ারে বসে থেকে । মনে হল দোনমনায় ভুগছে ।

‘ওয়েল , জানানো যায় তোমাদের । হ্যাঁ , আমি , এক্স-বিআই । আমার কোন রেকর্ড পাবে না । কারণ ওসব বহু আগেই সরিয়ে ফেলেছে ওরা । জেনে রাখতে পার – ষড়যন্ত্রের শিকার আমি । এবং মৃত । ’

‘মৃত ?’ বুঝতে না পেরে জানতে চাইল পারভেজ ।

‘হ্যাঁ , মৃত । অন্তত দুনিয়া সেরকমই জানে । ’ হালকা শিথীল হল এমপি – ফাইভের ওপর চাপ । ‘অনেক আগে , আমি তখনও বিআই এ । সিফিকে আমি-ই রিক্রুট করি । আরও পরে সিফি আমার পাশে ছিল আমি ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ার সময় , যদিও শেষ রক্ষা হয়নি । তবে , ওর তখনকার সাহায্যের কথা আমি ভুলিনি । কাজেই ,যখন আমার কাছে ছোট একটা সাহায্য চেল ও , রাজি হলাম এককথায় । ’

‘মানে আমাদের গতিবিধি সিফির মিশনের ওপর কেমন প্রভাব পরছে তা দেখার দায়িত্ব আপনার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে আছে ও , তাই না? ক্রস কানেকশান হয়ে গেলে আমাদের সামলাবেন আপনি , এটাই আসল কথা ! ’ হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছে তানিম ।

‘তুমি ব্যাপারটা ওভাবে দেখছ । তবে তুমি যা ভাবছ তা থেকে খুব একটা পার্থক্য নেই আমার কাজে । তবে আমি মনে প্রাণে একজন দেশপ্রেমিক । বিআই এ থাকা অবস্থায় অথবা বাইরে – আমি কাজ করি দেশের জন্য । অন্যায়ের বিরুদ্ধে । তাছাড়া , এসবের সাথে তোমাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হওয়ায় তোমাদেরও কিন্তু উপকার কম হয়নি । ’

নড়েচড়ে বসল এমপি – ফাইভধারী মেজবান । অস্বস্তির সাথে সবার দিকে চোখ বুলালাম । কারও মুখ নেই । কেবল পারভেজকেই একটু বিচলিত দেখাচ্ছে ।

‘এবার তোমাদের উদ্দেশ্য জানা যাক ।’ আবার শক্ত করে ধরল এমপি-ফাইভ ।

‘বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস , নয় কি ? ’ কাকে যে প্রশ্নটা করল তানিম কে জানে ! ‘আমাদের উদ্দেশ্য দেশে ঢুকতে থাকা হেরোইনের আমদানীর ভিত্তি খুঁজে বের করা ।’

‘সেটা করতেই বিআই এর এক হালি পাবলিক লাগছে ? ’ বিরক্তিতে মুখ বাকাল মেজবান ।

‘মনে হচ্ছে আপনি নিজেকেই যথেষ্ট মনে করছেন ’ মুখ বাঁকাল তানিম , ‘পাছায় গোটাকয়েক বুলেট বিঁধলে ধারণা পালটে যেত । বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্যাং এটা । গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি । ’

‘ঠিকমত কাজ করতে জানলে এত যুদ্ধ করা লাগবে কেন ?’ কাঁধ ঝাকাল চেয়ারে আসীন ‘ভদ্রলোক’ ।

‘সেটাই ...’ মাথা ঝাঁকাচ্ছে তানিম , ‘ঠিকমত কাজ করতে জানলে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে কেন ?’

‘অহেতুক প্যাঁচাল না পেরে কাজের কথায় আসা যায় না?’ বিরক্তি ঝরল জুনায়েদের কণ্ঠে । ‘এখন আমাদের নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি ?’

‘মঙ্গল রায়ের পেছনে তোমরা লেগেছ তো – তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন আমাদের । ’

‘মিশনের বাইরে কোন কাজে সাহায্য চেয়ে বিশেষ উপকৃত হবেন বলে মনে হয় না ।’ বিরোধীতা করল শাহরিয়ার ।

'না , তোমাদের মিশনের বাইরে কাজ করা লাগবে না । শুধু একটু দ্রুত আগাও । মঙ্গলকে ব্যস্ত রাখতে হবে । '

'যতদূর মনে হয় বিআই খুব একটা ভাল ব্যবহার করেনি আপনার সাথে । তবুও এজেন্সীর এজেন্টদের সহযোগীতা করছেন যে ? এমনও তো হতে পারে ভেতরে ভেতরে আপনি থেকে গেছেন এখনও বিআই বিদ্বেষী । আপনার নিজস্ব কোন স্বার্থ আছে কি না আমরা কি করে বুঝব ? '

'ভেবে দেখ , বিআই কেই সাহায্য করা হবে আমার কথা শুনলে । কারণ সোহানা , মানে সিফির মিশন বিআই-এরই একটা কাজ । '

'আপনার নিশ্চয়ই একটা সাজেশান আছে , এরপর কিভাবে আগালে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে ? মানে আমাদের কাজও আগাবে আপনাদেরও সুবিধে হবে ?'

'হুম,তোমাদের কাজ মোটামুটি শেষ । কেবল মঙ্গলের সাথে দেখা করে ওকে চমকে দিতে হবে । আমার মনে হয় তাতেই কাজ হবে । আর ঢু মারতে হবে হসপিরা অ্যালকনের হেড অফিসে । ওখানে কিছু সলিড জিনিস পেতে পার । '

'হয়ত ।' আমরা যে এরই মধ্যে ঘুরে এসেছি ওখান থেকে সেটা বলল না শাহরিয়ার ।

একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে এমপি-ফাইভধারী ।

'এর মধ্যে তোমাদের অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস ।'

'আপনার নামটা এখনও জানান নি ।'

'রাফসান স্বপ্নীল ।'

দেওয়ালের গোপন কুঠুরিতে এমপি-ফাইভটা ঢুকিয়ে রাখল ও ।

পর্ব ১৩

'মারুফের রিপোর্ট ঠিকই আছে । ম্যানেজার শাহাবুদ্দীন গায়েব হয়ে গেছেন । '

'একটা মানুষকে খুঁজে বের করতে পারল না বিআই তিন দিনেও ? এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা ?'

জুনায়েদ আর তানিমের তর্কের মধ্যে নাক গলালাম , 'ম্যানেজার চুলোয় যাক । মঙ্গল রায়ের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার ব্যবস্থা কর । '

'করা হয়েছে । আগামীকাল সকালে । ' শাহরিয়ার জানাল ।

'প্রেসের কথা বলে ?'

'হ্যাঁ , সব ঠিক আছে , চিন্তা কর না ।' আশ্বস্থ করল তানিম ।

'আমরা কাজে নামার আগে , রাইন আর পারভেজকে একটা সেফ লোকেশনে পাঠিয়ে দিতে হবে । ওদের সম্ভবত আর দরকার হবে না এই মিশনে ।' জুনায়েদ বলল ।

'সেই ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে । ' তানিম বলল , 'ওরা এখন কোন একটা সেফ লোকেশনের দিকেই যাচ্ছে , এসকর্ট করা হচ্ছে ওদের । এই কেস ক্লোজড হওয়ার আগে ওখানেই থাকবে ওরা । '

গাড়িতে বসে কথা বলছি আমরা । ছুটে চলেছে এই গাড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে । ওখানে যেয়েই পরবর্তী কাজ হবে মঙ্গলের ঘাড়ে চড়াও হওয়া ।

রাফসান আবার গায়েব হয়ে গেছে । তবে গায়েব হওয়ার আগে আমাদের গোপনীয়তা রাখার ব্যাপারে মনে করিয়ে দিয়েছে । ওখানে ঠিক যা হয়েছে তা আমরা বিআইকে জানাচ্ছি না ।

আশ্চর্য চরিত্র এই রাফসান । দেশের সেবা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যোগ দিয়েছিল সেনাবাহিনীতে । জাতিসংঘের সাথে বেশ কিছু মিশনে শান্তি রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে । চোখে পড়ে গেছিল বিআই এর উচ্চপদস্থ এক অফিসারের । তিনি রিক্রুট করেন তাকে । দেশের স্বার্থে দেশের ভেতরে ও বাইরে কাজ করার এই সুযোগ পেয়ে আক্ষরিক অর্থেই কৃতার্থ হয়ে গেছিল রাফসান ।

তার সময়ে সেই ছিল সেরা এজেন্ট । তবে সব কেঁচে গেল একদিন । বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা জাল পাঁচশ' টাকার নোট দুই-একটা সবাই-ই দেখেছে । তবে বিআই ওই পর্যায়ে নিশ্চিত হয় এই টাকা জাল করার কাজগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা না । একটা নির্দিষ্ট দলের সদস্যরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে সুচারুভাবে চালিয়ে যাচ্ছে এই অপকর্ম ।

এমনিতেই বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা সুবিধার না । এক ইউ এস ডলার এর সমপরিমান মূল্য দিতে গুনতে হয় প্রায় আশি টাকা । তার ওপর ওই জালনোট সংকট অর্থনীতির অবস্থা আরও পর্যুদস্ত করে তুলছিল । রাফসানের মিশন ছিল এর পেছনে থাকা হোতাকে ধরে আনা এবং জাল নোটের প্লেট উদ্ধার করে আনা ।

পরিত্যাক্ত এক বাড়িতে দুটোই পেয়ে যায় রাফসান । গোলাগুলির এক পর্যায়ে মারা যায় নীলনকশাকারী ইশতিয়াক আহমেদ । তবে ইশতিয়াকের গুলিতে প্রাণ দেয় রাফসানের সহকর্মী বাশার । প্লেট নিয়ে সটকে পড়ে ইশতিয়াকের ডান হাত মোজাফফর । বিআই এর কাছে সেরকমই রিপোর্ট করে রাফসান ।

কিন্তু ঘটনার অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা দাঁড় করে বিআই । তারা ওই বাড়ির ৫০ গজের ভেতরই বাড়ির গুপ্ত সেলারে মোজাফফরের লাশ উদ্ধার করে । কিন্তু প্লেট তখনও নিরুদ্দেশ । রাফসান ইশতিয়াককে মেরে ফেলে , সহকর্মীর বুকেও ইশতিয়াকের অস্ত্র থেকে বুলেট ঢুকিয়ে প্লেটটা সরিয়ে ফেলেছে – এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে বিআই এ । কাস্টডিতে নেওয়া হল রাফসানকে ।

তদন্ত কমিটি রাফসানের পক্ষে কিছু বের করতে পারবে না সেটা ও ভাল করেই বুঝেছিল । কাস্টডি থেকে কোন চিহ্ন না রেখে গায়েব হয়ে গেল বন্দী । বিআই এর তৎকালীন সেরা এজেন্ট এমনভাবে হারিয়ে গেল যেন তার অস্তিত্ব কখনই ছিল না । কেউ কেউ বলে থাকে তখন এক জুনিয়র মেয়ে এজেন্ট সাহায্য করে রাফসানকে , কিন্তু অনেকে এই খবরকে গুজব ভেবেই উড়িয়ে দেয় ।

বিআই থেকে সরিয়ে ফেলা হয় রাফসানের ফাইল ।

তবে এর পরও বাইরে আত্মগোপন করে রাফসান কাজ করে যাচ্ছে নিজের নিরপরাধ প্রমাণের জন্য । সেই সাথে যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ও । বাইরের কিছু দেশ থেকে তাকে ডাকা হলে বিনা পারিশ্রমিকেই যুদ্ধ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে । সর্বশেষ লড়াই ছিল তার আফগানিস্তানে । তার মতে ,তার যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে । বিআই সাথে থাকুক বা না থাকুক , তার কাজ সে থামাবে না ।

শ্রদ্ধাবোধ এসে গেছে আমাদের সবারই তার নীতির প্রতি । তবে , আইনসংস্থাগুলোর চোখে রাফসান পলাতক এক আসামী ছাড়া কিছু নয় । শুধু তাই নয় , তার বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ আছে – নোট জাল করা , দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা , সরকারের পক্ষে কাজ করার সময় এজেন্ট হত্যা

ইত্যাদি ইত্যাদি – তাতে একজন মানুষকে বেশ কয়েকবার ফাঁসিতে ঝোলানো যায় । তবে এতে মোটেই বিচলিত নয় রাফসান স্বপ্নীল ।

গাড়ির হর্ণের শব্দে বাস্তবতায় ফিরে আসলাম ।

ঢাকার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা ।

*

ঝকঝকে রোদ ঢাকার নতুন দিনটিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ।

দুই সারি পাতাবাহারের গাছের পাশ দিয়ে ছুটে গেল গাড়িটা । ধীরস্থিরভাবে থেমে গেল মেইন গেটের সামনে ।

মাইক্রোবাস একটা । সামনে 'সাংবাদিক' লেখা ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডে । ফ্রন্টাল উইন্ডো দিয়ে লেখাটা পড়া যাচ্ছে পরিষ্কার ।

নেমে আসল দুইজন মানুষ ।

গার্ড সালাম জানাল তাদের ।

একে অপরের দিকে একনজর তাকিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়াল ওরা ।

আমাদের জন্য হলরুমে অপেক্ষা করছিলেন ঈষাণ মঙ্গল । সহৃদয়ভাবে হাসলেন আমাদের দেখে ।

'আমিই ঈষাণ মঙ্গল রায় । ' বসে থেকেই বললেন সহাস্যে । 'মনে হয় আমাকেই খুঁজছেন আপনারা ।'

হুইল চেয়ারে বসে আছেন তিনি । দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দশ বছর আগেই পাদুটোর সাথে সংযুক্ত স্নায়ু ধংস হয়ে গেছে তাঁর । এরপর থেকে হুইল চেয়ারেই চলাফেরা করতে হয় তাঁকে ।

'রফিকুল ইসলাম , আর আমার সাথে তাহসীন আলমগীর ।' তানিম বলল , 'ডেইলি স্টার থেকে ।'

'বসুন । ' বললেন মঙ্গল । 'হঠাৎ এই নগন্য এক ব্যবসায়ীর ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন দেখে সৌভাগ্য বোধ করছি । '

রাজকীয় হলরুমের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম মনে মনে , নগন্য ! ভালই বলেছেন !

'নগন্য বলে ভাষার অপপ্রয়োগ করবেন না স্যার ।' কৃত্রিম বিনয়ের সাথে বলল তানিম , 'ঈগলস বিজনেস ক্লাব আপনাকে পরপর দুই বার সফলতম ব্যবসায়ীর খেতাব দিয়েছে । আসলে আমাদের আগ্রহ সেখানেই । আমরা আপনার জীবনকাহিনী নিয়ে একটা স্টোরি বানাতে চাই । আমাদের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে যাবে । অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে । '

এগুলো কথার কথা । সব বলে কয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে ।

শুরু হল বিরক্তিকর নাটক । মঙ্গল রায়ের প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করল তানিম । বকবক করতেই থাকল ও অসীম ধৈর্যের সাথে । কান পেতে শোনা ছাড়া কিছু করার নেই আমার । তবে এর দরকার আছে । এখানে এসেছি আমরা একটা অসঙ্গতি বের করতে । কারণ , দেশে ও সমাজে মঙ্গল রায়ের যে অবস্থান , তাতে তার বিরুদ্ধে হুট করে কোন অপরাধের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা যায় না ।

ইএম টিম্বার মিলের ম্যানেজারের একক প্রদর্শনীও হতে পারে সব । আর সেটাই এখন নিশ্চিত হতে হবে আমাদের ।

অবশেষে যেন হাজার বছর পর , প্রসঙ্গ উঠে আসল ইএম টিম্বার মিলের ।

'প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাঠের এই ব্যবসাতেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করে আপনার কোম্পানী । আমার মনে হয় এর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে ।'

'নিশ্চয়ই ।' সায় দিলেন মঙ্গল । 'বর্তমানে এটাই দেশের সর্বোচ্চ লাভজনক টিম্বার মিল । রেকর্ডস্ বলে । '

'ওয়েল , এর সাথে হসপিরা-অ্যালকন এর সংশ্লিষ্টতাটা আমাদের একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ ? ' প্রথম তীরটা ছুঁড়ে দিল তানিম ।

'কোন হসপিরা অ্যালকন ? মেডিসিন ম্যনুফ্যাকচারার ? সংশ্লিষ্টতা ? আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না ।' ভ্রু কুঁচকালেন মঙ্গল ।

'আমরা সাংবাদিক,স্যার । খবর বের করাই আমাদের কাজ । ইএম টিম্বার মিলের সাথে হসপিরা-অ্যালকনের একটা যোগাযোগ আছে এটা আমরা নিশ্চিত । '

'দুটো কোম্পানীর ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা মি. রফিকুল ইসলাম । তাদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ থাকার কথা না । আমরা প্রাইভেট ক্লিনিক খুলিনি ইএম টিম্বার মিলের ভেতর । ওটা শুধু গাছ থেকে গুড়ি এবং সেখান থেকে কাঠ বানানোর প্রক্রিয়া দেখে থাকে , ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন । '

'আমার মনে হয় ইএম টিম্বারের ম্যানেজার আমাদের হসপিরা-অ্যালকনের সঙ্গে কোন সম্পর্কের আভাস দিয়েছিলেন । সেটার ওপর ভিত্তি করেই আপনাকে এই প্রশ্ন করা । '

'ম্যানেজার শাহাবুদ্দীন ? ' চিন্তিত হয়ে উঠলেন মঙ্গল । 'আমাকে না জানিয়ে ... আপনারা নিশ্চয় বলতে পারবেন কি ধরণের সংশ্লিষ্টতার কথা উনি বলেছেন ? '

তানিম মুখ খোলার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা । বাইরে ধস্তাধস্তির শব্দ । কোন ধরণের ভদ্রতার ধার না ধেরে দুপদাপ এগিয়ে আসল দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক ।

দরজা খোলার শব্দে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তবে মানে মানে বসে পড়তে হল তাদের হাতে ধরা সাব মেশিনগানদুটোর দিকে চোখ পড়তেই ।

'এসব কি হচ্ছে ? ' চোখ গরম করে জানতে চেলেন মঙ্গল রায় ।

তবে খুব দেরী হয়ে গেছে । হুইলচেয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে এক ষণ্ডা । মেশিনগানের বাট দিয়ে অসহায় মানুষটার মুখে সজোরে মারল সে । ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা পিছিয়ে গিয়েই নেতিয়ে পড়ল । জ্ঞান হারিয়েছেন সফল ব্যাবসায়ী । মুখ বেয়ে সরু রক্তের ধারা নেমে আসল ।

ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেছিল তানিম আক্রমণকারীর দিকে তবে দ্বিতীয় ষণ্ডা নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়তেই নিজেকে সামলাল তানিম । সাব মেশিনগান নাড়িয়ে নীরবে হুমকি দিল সেই ষণ্ডা ।

'বুড়োটাকে সরাও ঘর থেকে । ' হাঁক ছাড়ল সে । ভোজবাজির মত আরও দুই ষণ্ডা হাজির । তাদের একজন ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল অচেতন মঙ্গলের হুইলচেয়ার ।

'উঠে এসো ! ' ঠাণ্ডা গলায় হুমকি দিল প্রথম ষণ্ডা ।

‘উপায় কী ! ’ বলে বসল তানিম ।

হেঁটে দুইজনে ঢুকলাম একটা মাঝারি আকারের ঘরে । সাব মেশিনগানধারীর নির্দেশ অনুযায়ী ।

‘সুবোধ বালকের মত হাঁটু গেঁড়ে বসে পড় এবার । ’ নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশ ছুঁড়ে দিল আরেক দুর্বৃত্ত ।

নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম ।

দরজা দিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকল বলে মনে হল । মাথা ঘোরানোর উপায় নেই ।

পৃথিবী দুলিয়ে কেউ হাঁটছে ।

পাশের ঘরে ।

পদশব্দ ক্রমেই কাছে আসছে ।

দরজার কাছ থেকে গম গম করে উঠল ভারী কণ্ঠস্বর । ‘মেহমানদের এভাবে রেখেছ কেন ? ওদের নিয়ে এস এদিকে । ’

ষণ্ডা দুটোর মেশিনগানের খোঁচা হজম করে উঠে দাঁড়ালাম আমরা । ফিরে তাকালাম কণ্ঠস্বরের মালিকের দিকে ।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ইএম টিম্বার মিলের ম্যানেজার মি. শাহাবুদ্দীন ।

পর্ব ১৪

নতুন আরেকটি ঘরে আনা হয়েছে আমাদের ।

দোতলায় ।

'হে হে । মনে কিছু নিও না ছেলেরা | অনধিকার অনুপ্রবেশ করিনি এখানে । মি. মঙ্গলের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ।' কৈফিয়ত দিলেন শাহাবুদ্দীন ।

কিছু বলছি না আমরা । চুপচাপ তাকিয়ে আছি ।

'আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগল মি. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং মি. শাহাদৎ চৌধুরী । স্মরণশক্তি আমার খারাপ হয়ে না থাকলে , এই নামেই আমাদের আগে পরিচয় হয়েছে , নয় কি ?'

নির্বাক আমরা এখনও ।

'দাঁড়ি চেঁছে ফেলেছেন দেখছি , মি. ইমতিয়াজ ! আর আপনি ছেটেছেন গোঁফ । কি নিদারুণ দৃশ্য !'

'কেবল আপনারই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না । ' মাথা নেড়ে না বলে পারলাম না , 'তখনও ভোটকা ছিলেন , এখনো ভোটকা-ই আছেন । একেবারের সাক্ষাৎ হাম্পটি-ডাম্পটি ! ওই যে – সংস্কৃতে একটা কথা আছে না? "যদিপ ভোটকায়ং তথাস্ত পেটুকং" । '

'আহা , আমি খেতে পছন্দ করি । এটা নিশ্চয় দোষের কিছু নয় । ' চটে গিয়ে বললেন শাহাবুদ্দীন , 'তাছাড়া , শোন ছোকড়া , আমি চোস্ত সংস্কৃত জানি । তুমি যা বললে তা কোথাও নেই হে ! '

'যতদূর জানি মেহমানদারীর ক্ষেত্রেও আপনি সিদ্ধহস্ত । ' তানিম বলে উঠল এবারে । 'শুধু নিজেই খান তা নয় । অন্তত , হিরোইন সেবকরা তাই বলে থাকবে । '

'খুব খোশ মেজাজে আছ মনে হচ্ছে তোমরা ?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চেলেন শাহাবুদ্দীন । হাঁক ছাড়লেন ষণ্ডাদ্বয়ের দিকে উদ্দেশ্য করে , 'এগুলোকে উলটা করে বাঁধো হে !'

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য – ফ্যান ঝোলানোর হুকে দড়ি বেঁধে উলটো করে আমাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ওই ঘরেই ।

দুই পায়ে একসাথে দড়ি পেঁচিয়ে ওই দড়ির শেষ মাথা হুকে আটকে দিব্যি ঝুলিয়ে রেখেছে ।

'এখন আরও আনন্দে আছ নিশ্চয় ?' খোশ মেজাজে আছেন এবার শাহাবুদ্দীন স্বয়ং । 'কিছু প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় হয়েছে তোমাদের নিশ্চয় বুঝতেই পারছ । তবা তাড়াহুড়োর কিছু নেই । আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে বেশ কিছুক্ষণ পর । মাধ্যাকর্ষণ সক্তির প্রভাবে তোমাদের রক্তের নিম্নমুখী প্রবাহের সাথে এই জেরার সম্পর্ক আছে । '

'ঝুলে থাকতে আমার দিব্যি লাগছে ।' হাসিমুখেই বলল তানিম , 'প্রশ্ন-উত্তর একেবারে মুনকার নাকীরের কাছেই দিব । আপনার সাথে বক বক করে ঝুলে থাকার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলাম না । দুঃখিত । '

'মুনকার নাকীর কে? তোমার বস ?'

'সবার বস । কবরের প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয় | ' মাথামোটা হাম্পটি-ডাম্পটির ইসলামী জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে দিলাম আমি ।

'দুগা ।' বলে উঠল তানিম ।

'মানে ?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চেলেন শাহাবুদ্দীন ।

'আপনার দুটো প্রশ্নের জবাব পেলেন । এবার আমাদের শান্তি মত ঝুলতে দিলে খুশি হতাম ।'

হতাশায় মাথা নাড়ালেন তিনি ।

'হয় এরকম ।' আক্ষেপের সুরে বললেন । 'আমার রিমান্ড শুরু করার পরই শারীরিক নির্যাতন আর ভয়ে অনেকেরই মাথা বিগড়ে যায় । তবে তোমাদের ক্ষেত্রে আমি খুবই হতাশ ! তোমাদের আরও শক্ত প্যাদানী দেওয়ার আগে তোমরা ভাঙ্গবে তা ভাবি নি । এখন তো দেখে ঝুলাতে না ঝুলাতেই ভয়ে মাথা বিগড়ে গেছে ।'

'হেহে , আপনাকে ঝুলালে ওই হুকই বিগড়ে যেত বলে আমার বিশ্বাস ।' হাসিমুখেই হোৎকা লোকটাকে কথার খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে তানিম । আগে বানর-টানর ছিল হয়ত ও – ভাবলাম । আমার মাথা ভারী হয়ে আসছে । সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠে আসলে এরকম হয় । ওদিকে তানিম দিব্যি আছে ।

'খোশ-আলাপ যথেষ্ট হয়েছে ।' উপসংহার টানলেন শাহাবুদ্দীন । পকেট থেকে একটা জিনিস বের করলেন । 'এটা চেন ?' এক ক্লাস ভর্তি ছাত্রের সামনে শিক্ষক যেভাবে প্রশ্ন করে সেভাবেই প্রশ্ন করলেন তিনি ।

ম্যাচবক্সের মত একটা ধাতব জিনিস । তবে আরও স্লিম । বাংলাদেশের পতাকার মত দেখতে অনেকটা । কারণ মাঝখানে লাল বৃত্তের জায়গায় একটা বৃত্তাকার গর্ত । ম্যাচের ড্রয়ারের স্থানে ধাতব একটা অংশ বের হয়ে আছে ।

পকেট থেকে সিগার বের করে পেছন দিকটা ওই গর্তে রেখে বেরিয়ে থাকা অংশতে চাপ দিলেন তিনি । 'কচ' জাতীয় একটা শব্দে কেটে গেল সিগারের পেছন দিক । সদ্য কাটা অংশ ঠোঁটে আটকে সামনে লাইটার দিয়ে আগুন ধরালেন ।

'এটা একটা সিগার-কাটার ।' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন তিনি । 'এখন ধর সিগারের মত তোমার কোন আঙ্গুল ওখানে রেখে আমি সিগার কাটার চেষ্টা করলাম । বেশ মজার একটা ঘটনা হবে – কি বল ?'

'ইয়ে , আমার তা মনে হয় না ।' শুকিয়ে যাওয়া গলা দিয়ে কোন মতে শব্দ গুলো বের করলাম ।

'আমি যদি দ্বিমত পোষণ করি ?' আনন্দ যেন ধরে না শাহাবুদ্দীনের ।

'আমি আমার নখ কাটার সময় পাই নি , দাদা । দয়া করে যদি কেটে দিতেন !' তানিম এখনও সুখেই আছে মনে হল ।

'বোকার মত কথা বল না , নিজেকে ভলান্টিয়ার করছ কেন ? জিনিসটা কি চিনতে পারনি এখনও ? আঙ্গুলের প্রতিটা গাঁট আলাদা করে কেটে ফেলবে ওই মোটকু ।' ঝাঁঝিয়ে উঠলাম ।

'তুমি বাপু বড় বেশি কথা বল । ' আমার দিকে ফিরে বললেন শাহাবুদ্দীন । 'তোমায় দিয়ে চলবে না । অন্যজন দেখি আগ্রহে একেবারে ডগমগ করছে । ওকে দিয়েই শুরু করা যাক । '

মাথার ভার আরও বেড়ে গেছে । মুখে নোনতা স্বাদ পাচ্ছি । আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে নাক দিয়ে রক্ত বের হতে বাধ্য । তবে ওটা নয় , একেকটা আঙ্গুলের কি হাল হবে ভেবেই কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার ।ওদিকে তানিম এখনো দিব্যি আছে । আগ্রহের সাথে নিজের আঙ্গুল কাটার অপেক্ষা করছে । মাথা ওর গেছেই বুঝতে পারছি । চারপাশে তাকালাম । উভয় ষণ্ডা নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে আছে । আমার পায়ের নিচে মাটিও নেই যে কুইক রিফ্লেক্সের বশে ওদের চমকে দেব । নড়ারই জো নেই । দ্যোদুল্যমান দশা ।

'এবার সুবোধ বালকের মত বলে ফেল তোমাদের অগ্রগতির টাটকা খবর । কতদূর কি আবিষ্কার করেছ আমাদের কৃতিত্বের ব্যাপারে । আর তার মধ্যে কতটুকু তোমার হেড অফিস অর্থাৎ বিআই জানে ।'

তানিম থেকে চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন শাহাবুদ্দীন ।

'যা জানে তা তো জানেই । আপনার লম্ফ ঝম্প শেষ মি.শাহাবুদ্দীন ।' তানিম ঠাণ্ডা কণ্ঠে জানাল । 'আমাদের মেরে ফেলেও পার পাবেন না ।'

'ওটা তোমার ধারণা বাছা । ' মুচকি হাসিটা সরলই না শাহাবুদ্দীনের মুখ থেকে । 'দেখা যাক তোমরা কতটা জেনেছ । প্রমাণের অভাবে আর তোমাদের গায়েব হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে কিভাবে যে সব ধামাচাপা হয়ে যাবে তোমরা তা দেখতেও পাবে না ।'

'একেবারে গর্ধভের মত কথা বলেছেন হে । ' হতাশায় মাথা নাড়ল তানিম । 'এজেন্ট গায়েব হয়ে গেলে কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা জানা না থাকার কথা না আপনার মত ঘুঘুর ।'

'হুম , জানা আছে । তবে রহস্যজনক গায়েব হওয়া নিয়েই মাথাব্যাথা হয় যে কোন এজেন্সীর । কিন্তু তোমাদের গায়েব হওয়ার সাথে রহস্য থাকলে তো ! খুবই স্বাভাবিক দেখাবে তোমাদের মৃত্যুর ব্যাপারটা । যাকগে , অত কিছু না জানলেও চলবে তোমাদের । তা , তানিম , যদি আমার সোর্স ভুল না করে তবে এটাই তোমার আসল নাম , তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম বোধহয় । '

'বিশাল শরীরের তুলনায় মাথাটার খর্বাকৃতির কারণ বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল , এখন বুঝলাম । ঘিলু বলে কিছু না থাকায় স্পেস অনেকটাই বেঁচে গেছে আরকি ।' আনমনে বলে চলল তানিম , 'একবার তো আপনাকে বলা হয়েছে , ঝুলে থাকতেই বেশী ভাল লাগছে আমার । প্রশ্ন-উত্তর মুনকার-নাকীরকে দেওয়ার ইচ্ছা সরাসরি । '

'মানে,মেরে ফেললেও মুখ খুলবে না?' মুখের হাসি মুছে গেল শাহাবুদ্দীনের , 'দেখাই যাক ।'

এগিয়ে এসে তানিমের একটা হাত তুলে নিলেন তিনি । সিগার কাটার কড়ে আঙ্গুলের দিকে তুলে আনছেন ।

পরের এক সেকেন্ডে একসাথে ঘটে গেল অনেক কিছু ।

বিদ্যুৎবেগে হাত সরিয়ে ফেলেই শরীরটাকে বৃত্তাকার করে ফেলল তানিম । সিলিং-এর দিকে উঠে গেল ওর হাত , ওরই পায়ের কাছে । পরমুহূর্তেই ঝপ করে সোজা হয়ে নেমে আসল মেঝেতে । আমি শুধু দেখলাম ও এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে , অন্য পা দৃশ্যমান নয় , তবে ওর শরীরের চারপাশে কিছু একটার ঘূর্ণন দেখতে পেলাম , ওটাই দ্বিতীয় পা খুব সম্ভব ।

দুই দিকে ছিটকে গেলেন শাহাবুদ্দীন আর এক ষণ্ডা ।

দ্বিতীয় ষণ্ডার দিকে চোখ ফেরালাম , মেশিনগান তুলে ধরছে সে ।

আবারও তড়িৎবেগে নড়ে উঠল তানিমের হাত । বাতাসে রূপালি ঝিলিক , বিল্ডিং কাঁপিয়ে দুইমনী শরীরের পতনের শব্দ ।

প্রথম ষণ্ডা বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে । ঘাড়ের কাছে মাঝারি কোপ দিতেই হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল এটাও । পাশেই পড়ে থাকা সাবমেশিনগানটা তানিম তুলে নিয়েছে কি নেয় নি – আগের ঘরে রেখে আসা দুই গুণ্ডা ঘরে হুড়োহুড়ি করে ঢুকল ।

হাতের সুখ মিটিয়ে ট্রিগার টেনে দিল তানিম । ওদিকে নতুন দুইজনের মধ্যে কেউও টেনে ধরেছে ট্রিগার ।

বাম হাতে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল আমার । পরক্ষণেই বাম চোখে লালচে দেখা শুরু করলাম ।

ছুটন্ত পদশব্দ – তারপরই খসে পড়লাম স্রেফ ছাদ থেকে । একই সাথে বাম হাতে প্রবল ব্যাথা টের পেলাম প্রথমবারের মত ।

‘এহ হে ! লেগেছে দেখছি ।’ আমার পাশে এসে বসেছে তানিম,পকেট থেকে রুমাল বের করল , ‘ভেতরে থেকে গেছে । ব্যান্ডেজ করা থাকলে অন্তত রক্তপাত বন্ধ হবে ।’

রুমালটাই ব্যান্ডেজ হয়ে গেল । বাম চোখে লালচে দেখছি এখনও , হাত দিতেই হাতে রক্ত উঠে আসল । চোখ থেকে ঘষে ঘষে রক্ত সরালাম ।

উঠে পড়লাম দুইজনে ।

ঘর থেকে বের হওয়ার আগে চোখ বুলালাম চারপাশে ।

শাহাবুদ্দীন নেই কোথাও ।

গ্যাঞ্জামের মধ্যে চুপচাপ সরে পরেছে কোথাও ।

*

ঝড়ের বেগে আমরা বের হচ্ছি তখনই সমবেগেই ঢুকছিল শাহরিয়ার আর জুনায়েদ । আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়াল । একমুহূর্ত অবস্থা বিবেচনা করেই আমাকে প্রায় বয়ে নিয়ে গেল ওরা ।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানে আমাকে তুলে দিয়েই তানিম বাকি দুইজনকে বলল , ‘ঈষাণ মঙ্গল এখনও বাড়ির ভেতরে আছেন **।** উনাকে উদ্ধার করে আনা লাগবে । কিশোরের কাছে থাক , জুনায়েদ । ’

তানিম আর শাহরিয়ার আবারও ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর ।

*

তানিম এরই মধ্যে সংক্ষেপে শাহরিয়ারকে বলল যা যা ঘটেছে ।

প্রতিটা রুমে খুঁজে দেখল ওরা ।

কোথাও নেই ঈষাণ মঙ্গল রায় ।

পাত্তা নেই শাহাবুদ্দীনেরও ।

যেই ঘরে আমাদের ইন্টারগেশন করা হয়েছিল ওখানে পড়ে থাকা দেহগুলোই একমাত্র জীবিত বা মৃতদেহ ।

না আছে ঈষাণ মঙ্গল , না আছে তাঁর হুইল চেয়ার **।**

দ্বিতীয় দফা ছড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বাড়িটা খুঁজে এসে রান্নাঘরে মিলিত হল তানিম আর শাহরিয়ার ।

‘হয়ত ,’ উপসংহারে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে শাহরিয়ার , ‘শাহাবুদ্দীন চলে যাওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে গেছে ঈষাণ মঙ্গলকে ।’

ওদিকে তানিম মেঝেতে পা ঠুকে চলেছে , মুখে গানের কলি , ‘বীট ইট , বীট ইট ।। বীট ইট , বীট ইট ।। নো ওয়ান ওয়ান্টস টু বী ডিফিটেড ... ’

‘চল , বের হই ।’ তানিমের ছেলেমানুষী দেখে যারপরনাই বিরক্ত হলেও এর চেয়ে বেশি কিছু বলল না শাহরিয়ার ।

‘পরে । এখন এসে হাত লাগাও । ফাঁপা ।’ ঝুঁকে পড়ল তানিম এতক্ষণ যেখানে পা ঠুকছিল গানের তালে তালে সেখানে ।

এখন চোখে পড়ল শাহরিয়ারেরও । মেঝের রঙের সাথে মিশে গেছে রঙ | চোখেই পড়ে না । একটা ট্র্যাপডোর ।

দুইজনে টেনে তুলল ওটা ।

একসারি সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে । ওটা বেয়ে নেমে চলল ওরা ।

বিআই এর তৈরী স্পেশাল বেল্টের একটা সুইচে হাত দিতেই টর্চ জ্বলে উঠল বেল্টে ।

তার আলোয় দেখা গেল একজনকে সেলারের মেঝেতে বেকায়দাভাবে পড়ে থাকতে ।

ঈষাণ মঙ্গল রায় ।

পর্ব ১৫

রহস্যের কূল কিনারা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে না পারায় বিআই এজেন্টরা বেশ হতাশ হয়ে উঠেছে ।

এই কেসের মধ্যে কেবলমাত্র রাফসানের ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়েছে ।

ইএম টিম্বারের ম্যানেজার শাহাবুদ্দীনকে কব্জা করতে পারলে কাজে দিত ।

কিন্তু পুরো বিল্ডিং ঘেরাও করা অবস্থাতেও সে ব্যাটা ভেগে গেছে কারও চোখে না পড়ে ।

গজ গজ করছে জুনায়েদ আর শাহরিয়ার সামনের সিটে বসে | তাদের মতে ঈষাণ মঙ্গলকে টোপ হিসেবে ব্যাবহার করে শাহাবুদ্দীনের টিকির খোঁজ বের করা দরকার | তবে একমত নয় তানিম ।

ঈষাণ রায়কে তারই বাড়ির সেলার থেকে উদ্ধার করে পুলিশের জিম্মায় রাখা হয়েছে তাকে ।

পুলিশী প্রহরায় তার নিরাপত্তার সু-ব্যাবস্থা করা হয়েছে , যাতে তার জীবনের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ না আসে ।

এদিকে আমাদের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জের দিকে ।

‘শাহাবুদ্দীনের মোটিভটা কি ঈষাণ রায়ের বাড়িতে ঢুকে তারই ওপর হামলা করার !’ ঈষাণ মঙ্গলের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর প্রথম মুখ খুলল তানিম । ‘ঈষাণ রায়ের নাকের ডগায় বসে তাকেই না জানিয়ে ভাল মতই পরিচালনা করছিল শাহাবুদ্দীন পুরো অপারেশনটা । ঈষাণ রায়কে অ্যাটাক কেন করবে ও ! এখন তো হেরোইন চালানের খেল খতমই হয়ে গেল । ’

‘প্রশ্ন কি আর একটা দুটো ?’ মাথা নাড়লাম আমি , ‘ ইএম এর গুঁড়ি চেক করেছি আমরা , কিভাবে হেরোইনের সরবরাহ করা হয় তার কোন হদিস পাই নি , হসপিরা অ্যালকন চেক করেও আমরা বেজমেন্ট ৭ আর ৮ এর কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই নি । তারপরে , সিফি CR09 এর আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরির মানেও আমরা জানি না । আমাদের হোটেলে রেইড দেওয়া টিমের সাথে ওই মেয়ের কানেকশান কি সেটাও জানি না , তার সাথে ঈষাণ মঙ্গলের কি এমন ঘনিষ্ঠতা যে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় – সেটাও জানি না । ’

তানিমের চোখেও দেখলাম আমার মনে জেগে ওঠা প্রশ্নটাই । ‘ঈষাণ মঙ্গল বা শাহাবুদ্দীনের পিছে না ছুটে আমাদের উচিত সিফিকে ট্র্যাক করা । ’

‘যদিও তার থেকে সোনার হরিণ খুঁজে পাওয়া হয়ত সহজ ’ মুখে বললাম ।

সামনে থেকে তীরবেগে ছুটে আসা ট্রাকটার গতিপথ সুবিধার মনে হল না ।

‘আরে আরে ! লাগিয়ে দেবে তো !’ চিৎকার করে উঠল শাহরিয়ার ।

*

চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম সাদা রঙের ছাদ ।

বিছানার চারপাশে কয়েক পদের যন্ত্রপাতি – বিভিন্ন রিডিং দিচ্ছে তারা ।

বুঝলাম - হসপিটাল বেড-এ শুয়ে আছি ।

আস্তে করে ঘাড় ঘোরালাম ।

পাশের বেডে শুয়ে আছে জুনায়েদ ।

দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকল একটা মেয়ে । সিফি সিআরনাইন !

‘তানিম কোথায় ?’ কোনরকম সম্ভাষনের ধার না ধেরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ও ।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম ।

তানিমের কি হয়েছে নিজের চোখেই দেখেছি । সেকথা সিফিকে বলা যায় না ।

‘আমার দিকে তাকাও !’ রাগত গলায় হিসহিস করে উঠল সিফি, ‘তানিম কোথায়??’

এই সময় অ্যাপ্রন পরিহিতা একজন ডাক্তার ঢুকলেন ঘরে ।

‘মিস , আপনি প্লিজ এদিকে আসুন । আমি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারব ।’

‘কোথায় যাব ?’ বিরক্তির সাথে ডাক্তারকে প্রশ্ন করল সিফি ।

‘গ্রাউন্ড ফ্লোরে – মরচুয়ারীতে ।’

সোহানার মুখ অতিমাত্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল ।

*

সোহানা কেটে পড়তেই রুমে এসে ঢুকল পারভেজ আর রাইন ।

দুই হ্যাকাআরকে একসাথে দেখে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জুনায়েদের ।

‘ল্যাব রিপোর্ট এসে গেছে ওই দুই জিনিসের ।’ আনন্দোজ্জ্বল মুখে ঘোষণা দিল পারভেজ ।

‘লেট মি গেস – প্যাকেটভর্তি হেরোইন আর কাঠের গুড়ো সদৃশ বস্তুগুলো হেরোইন – কাঠ বিশিষ্ট মিশ্র যৌগ ?’

‘ভালোই অনুমান করেছ ।’ রাইন আজ বেশ খোশ মেজাজে আছে , ‘তবে প্যাকেটে হেরোইন না – ওটাও একটা মিশ্রণ । বোরনের একটা যৌগের সাথে মেশালে সেটা নিয়ে যাই করা হোক হেরোইনের কোন ক্ষতি হয় না | পরে আবারও ওটা থেকে বোরন আলাদা করে সাধারণ হেরোইনে রূপান্তর করে ফেলা হয় ।’

‘আর ওই জিনিসই কাঠের সাথে মিশিয়ে আকৃতি দেওয়া হত নিঁখুত গাছের গুড়ির -’ রাইনের কথার খেই ধরে জানাচ্ছে পারভেজ, ‘ব্যায়বহুল প্রক্রিয়া – সন্দেহ নেই – তবে নিরাপদে কত বেশি হেরোইন পরিমাণে হেরোইন আসছে – সেদিক থেকে অনেক লাভজনকই এই প্রক্রিয়াও |’

‘কাজেই-’ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম, ‘আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ । চল মরচুয়ারীতে ।’

*

ইএম টিম্বার মিলের ভেতর আজ যেন কোন কর্মব্যাস্ততাই নেই ।

মালিক – ম্যানেজারী অনুপস্থিতির সাথে আছে পুলিশি আনাগোনা ।

সবমিলিয়ে এলাকা একেবারে থম মেরে আছে ।

বড় বড় দুইটা লরি এসে ঢুকে গেল মিলের এরিয়ার ভেতর ।

হয়ত অন্যদিনের মতই গুড়ি নিতে এসেছে । ভাববে যে কেউ ।

তবে পেছনে পেছনে এসে ঢোকা কালো রঙের গাড়িটা অন্যদিনের মত দৃশ্য না ।

বেশ তাড়াহুড়ো করে গেট খোলা এবং লাগানো হল ।

কালো গাড়ি থেকে নেমে আসলেন ঈষান মঙ্গল রায় ।

বেশ জোরেই হেঁটে ঢুকে পড়োলেন কন্ট্রোল সেন্টারে । সেখানে থেকে শাহাবুদ্দীনের অফিসে ঢুকতেই প্রথমবারের মত টের পেলেন । ঘরে তিনি একা নন ।

‘হ্যালো এগেইন, মি. ঈষান মঙ্গল রায় ।’ হাম্পটি-ডাম্পটি শাহাবুদ্দীনের বিশাল রিভলভিং চেয়ারে পাক খেয়ে তাঁর মুখোমুখি হলাম আমি, ‘হ্যাভ এ সীট প্লিজ । আপনার আগমনের হেতু?’

চারপাশে কি চলছে সেটা যেন বুঝতেই পারছেন না ঈষান মঙ্গল রায় । 'শাহাবুদ্দীনকে ফায়ার করতে এসেছি এখানে । অফিসিয়ালী । আর পুলিশ স্টেশনকে দিয়ে এসেছি শাহাবুদ্দীনের যাবতীয় ফাইল । কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন , মি. তাহসীন আলমগীর । ডেইলি স্টারের রিপোর্টার আপনি আমার স্মরনশক্তি খারাপ না হলে ।'

'অসাধারণ আপনার মেমরি মি. ঈষাণ ! নিজের বাসায় আমাকে চিনেছিলেন শাহাদৎ চৌধুরী বলে । এখানে চিনলেন আবার তাহসীন আলমগীর হিসেবে ? '

'কি বলতে চাও তুমি?' সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে ।

'বলুন তো কেন কেউ খুঁজে পাচ্ছে না ম্যানেজার শাহাবুদ্দীনকে ? আপনার বাসা থেকে আর কোথাও হদীস কেন পাওয়া যাচ্ছে না তার ?'

'লোকটা জাত ক্রিমিনাল । বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার টেকনিক ভালোই জানে নিশ্চয় ।'

'ছি ছি ।' লজ্জায় মাথা নাড়লাম আমি । 'নিজের প্রশংসা নিজে করবেন না প্লিজ । নাকি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে অন্তত একজন বুঝে গেছে এই পৃথিবীর – যে আপনিই ঈষান মঙ্গল রায় এবং আপনিই শাহাবুদ্দীন চৌধুরী । দারুণ খেলা দেখিয়েছেন মাইরি ! পুলিশ এখনও ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরছে এমন একজনকে খুঁজে যার অস্তিত্ব নেই দুনিয়ার বুকে । যার মাথায় ঝুলছে অসংখ্য ক্রাইম । আপনার ক্রাইম । অসাধারণ । '

উঠে দাঁড়ালেন ঈষান রায় । সব হারানোর দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন আমার দিকে ।

'বিদায়বেলায় বলেই দেই । তোমার আসল পরিচয়ও অজানা নয় আমার কাছে । অজানা না তোমার দোসর বিআই অপারেটিভদের পরিচয়ও । তানিম ছেলেটা তো অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে শুনলাম । দুঃখজনক । তোমার কোন ব্যাকআপ নেই এখন। '

হাত তুললেন আমার বুক লক্ষ করে । পুরাতন আমলের একটা কোল্ট .৪৫ তাকিয়ে আছে আমার বুকের দিকে ।

'বড় বেশি জেনে ফেলেছ তুমি – কিশোর পাশা । ইটস টাইম উই সে গুডবাই ।'

পর্ব ১৬

তাকিয়ে আছি নিষ্কম্প হাতে ধরে থাকা পিস্তলটার দিকে ।

এই লোক আগেও বহুবার ব্যবহার করেছে এই জিনিস – বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ।

'আপনার জন্য সুবিধেজনক একটা প্রস্তাব রাখতে পারি আমি, মি. মঙ্গল। আমাকে সাহায্য করুন । আপনার পক্ষে যাবে বিষয়টি । আত্মসমর্পন করুন । '

'হাহ হা !' বিদঘুটে হাসলেন মঙ্গল রায় । 'আমাকে অ্যারেস্টটা করছে কে শুনি ? পুলিশ ফোর্স ? আণ্ডারওয়ার্ল্ডের এতজন ষণ্ডাকে তাহলে গার্ডের পোস্ট দিয়ে পুষছি কেন হে ? জাত খুনী এরা । জয়েনিং রেকর্ডস-এ কারও আসল নামও নেই । এক প্রকার লাইসেন্স টু কিল পেয়েই গেছে এরা মনে কর । আর নিয়োগ দিয়েছে শাহবুদ্দীন' ,ফোকলা দাঁতে হাসলেন মঙ্গল রায় । 'আর আজ আমার জন্য ক্লিন-আপ দিবস । কাজেই সবাই রেডীই আছে । কেউ ঠেকাতে পারছে না আজ আমাকে

ডিয়ার কিশোর । শাহাবুদ্দীনের অস্বাভাবিক বেপরোয়া মনোভাবের জন্য আজ হয়ত অনেক পুলিশের প্রাণ অকালে ঝরে যাবে – আমিও রীতিমত দুঃখ প্রকাশ করব - '

'বিষয়টা সন্দেহ জাগাবেই জনতার মনে ।'

'আহ হা – বলেছি নাকি যে জাগাবে না ? কিন্তু প্রমাণ কোথায় ? বিশাল দুটো লরি কি সাধে এনেছি বলে মনে হয় তোমার ? বমালধরা না পড়লে টাকার জোরে যে কত অপরাধ থেকে পিছলে বের হয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে তোমার কোন ধারণা নেই । উকিল – বিচারক সবাই তোমার পক্ষে তখন । আর ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দেওয়াটাও কোন ব্যাপার না । হ্যাকার শুধু তোমাদেরই আছে – এমনটা ভাবছ নাকি ? হেহে ... তবে শুধু তোমার জন্যই আমার এই ব্যাবসা মার খেয়ে গেল খোকা । আর তুমি মুখ খুললে তো - '

'দারুণ আপনার সব হিসেব মি. মঙ্গল । তবে আজকের বোঝাপড়াটা আপনার পুলিশ বাহিনীর সাথে হচ্ছে না । এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ারের সুত্র বসিয়ে বেশ বড় ভুলই করে ফেলেছেন । এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের সূত্র হত সেখানে । '

আমার কথা শেষ হতে না হতেই 'বুমম' জাতীয় একটা শব্দ শোনা গেল !

বাইরে একই সাথে বিস্ফোরিত হল দুটো লরি ।

একটু আগেই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল এরা ।

*

গেটের বাইরে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে মঙ্গলবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য , নাহলে অ্যাসল্ট বাহিনী প্রবেশ করবে ভেতরে।

জবাবে টিম্বার মিলের 'সিকিউরিটি ফোর্স' এক পশলা গুলি ছুঁড়ে দিল মাইক বরাবর ।

দূরে হাতে বাইনোকুলারস নিয়ে এলাকার ওপর নজর রেখে আপডেট দিচ্ছে জুনিয়র এজেন্ট মারুফ ।

জাত ক্রিমিনাল বেছে বেছে নিয়োগ দিয়েছে ঈষান মঙ্গল । প্রত্যেকেই এক-আধবার জেল ফেরত । আবার ফিরে যাওয়ার চাইতে দু-চারটে খুন বাড়িয়ে গায়েব হয়ে যাওয়াটাই এদের কাছে প্রেফেরেবল । সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ জন । বিভিন্ন স্থানে অবস্থান তাদের , বেশিরভাগের কোমড়ে এমনিতে হ্যান্ড গান দেখা গেলেও আজ গ্র্যান্ড ফিনালে । কোথা থেকে প্রত্যেকেই সাব মেশিনগান থেকে অটোমেটিক রাইফেল বের করে এনেছে জানি ।

'রেডী, কমরেড?' দাঁতে পিন আটকে জানতে চাইল জুনায়েদ ।

‘চার্জ দ্য স্মোক গ্রেনেড, জুনায়েদ ।’ ক্যাপের কানা দুই ইঞ্চি নামিয়ে শটগান কক করে এগিয়ে গেল শাহরিয়ার । ‘যুদ্ধ করার সাধ আজ মিটিয়ে দেব ব্যাটাদের।’

ধোঁয়াটে হয়ে গেল এলাকা কিছুক্ষণের মধ্যেই । ঝড়ের বেগে আঘাত হানল শাহরিয়ার আর জুনায়েদ – সামনের দরজা দিয়ে । ধোঁয়ার পর্দার এপাশে দুইজনকে দেখা গেল রাইফেল কোমড়ের কাছে তুলতে । হাত ঝাড়ার ভঙ্গি করল জুনায়েদ – তবে এর মধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে দুটো বুলেট জায়গামত ।

ধোঁয়াকে সম্বল করেই বাউণ্ডারীর ভেতর ঢুকে রাস্তার দুইপাশের দুটো ট্রাকের আড়ালে কাভার নিয়েছে ওরা । এই সময় শুরু হল বুলেটবৃষ্টি ।

মাটিতে শুয়ে পড়ে কালপ্রিটটাকে দেখে নিল শাহরিয়ার । ঝকঝকে টাক আকাশের দিকে মেলে দিয়ে প্রাণের সুখ মিটিয়ে গুলি ছুড়ছে গেট বরাবর হোৎকা এক লোক । ট্রাকের নিচেই দুই ফিট ক্রল করে দু’বার গুলি ছুড়ল শাহরিয়ার নায়করাজের দিকে ।

গুলিবৃষ্টি থেকে গেলেও গার্ডেরা নিশ্চিত হয়ে গেছে এবার শাহরিয়ারের অবস্থান সম্পর্কে । একযোগে তার কাভার ট্রাকের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে এখন তারা । প্রমাদ গুনল শাহরিয়ার ।

গার্ডদের অপোজিটের সামনের চাকার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে নেক্সট মুভ ঠিক করার চেষ্টা করছে দ্রুত চারপাশে তাকিয়ে । কিন্তু আড়াল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ার মানে একটাই – আবার এখানে বসে থাকলেও সেই একই ফলাফল । দুই হাতে দুটো সীগ সাওয়ার নিল শটগানটা হার্নেসের সাথে আটকে ।

‘আসো – যাওয়ার বেলায় একসাথে কয়েকজনকে নিয়ে যাই ।’

সামনের গেটের সব ক’জন গার্ডের মনোযোগ তখন শাহরিয়ারের দিকে । রাস্তার অপর পাশ থেকে আশা মৃত্যুদূতকে খেয়ালই করেনি কেউ । একটা মাত্র ডিগবাজির সাহায্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এত কাছের টার্গেট দেখে খুশি হয়ে উঠল জুনায়েদের মনটা । মাত্র তিন সেকেন্ডে দুইহাতের দুটো বিটলার-জিটু খালি করে ফেলেই আরেক ডিগবাজির সাহায্যে ফিরে গেল আগের অবস্থানে ।

বাহিনীর সামনের কয়েকজন ততক্ষণে শাহরিয়ারের ট্রাকের পেছনে চলে এসেছে । ক্লোজ রেঞ্জে গুলি করল শাহরিয়ার । ডানদিকে তিন – বাঁদিকে দুইজন ফেলে বেড়িয়ে আসল আড়াল ছেড়ে ।

দোতলার জানালার কাচ ভেঙ্গে গুলি করল কেউ । আড়াল থেকে জুনায়েদ অবাক বিস্ময়ে শাহরিয়ারকে পড়ে যেতে দেখল । জানালা বরাবর কয়েকটি বুলেট পাঠিয়ে দিয়ে শাহরিয়ারকে আড়ালে যেতে সাহায্য করার চেষ্টা করল জুনায়েদ ।

এক ইঞ্চিও নড়ল না শাহরিয়ার ।

একসাথে সাতজন ওরা ।

মঙ্গল রায়ের সিকিউরিটি গার্ড । জুনায়েদের কাভারের দিকে একঝাঁক গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছে শাহরিয়ারের দিকে । পিনড ডাউন হয়ে নিস্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষছে জুনায়েদ । মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরে । উড়ন্ত অবস্থায় দুইজনের মাথা আর গলাতে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারলেও ততক্ষণে বুকের খাঁচায় একটা বুলেট ঢুকে গেছে ওর । মাটিতে আছড়ে পড়তেই বুঝতে পারল বেচারা – সামথিং ইজ নট রাইট ।

*

মিলের পেছনের বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকেছে তানিম আর সোহানা । প্রথম এদিকে আমি আর তানিম ঢুকি । গলা থেকে পা পর্যন্ত কালো পোশাকে দারুন মানিয়েছে দুইজনকে ।

প্রিয় রাশিয়ান পিস্তল পিএম-ফাইভটা বিদ্যুত বেগে বের করেই তিরিশ গজ দূরে দাঁড়ানো একমাত্র গার্ডের রাইফেল তোলার প্রচেষ্টা কপালে তৃতীয় একটা চোখ বানিয়ে দিয়ে নস্যাৎ করে দিল সিফি ।

'চল, পার্টিতে যোগ দেওয়া যাক' বেশ মজাই পাচ্ছে তানিম বোঝাই যাচ্ছে । 'আপনি কি আমার সাথে একপাক নাচবেন মিস ?'

দ্বিতীয় গার্ড এইমাত্র দৃশ্যপটে উদয় হল । পরমুহূর্তেই ছিটকে পড়ল তানিমের গুলিতে । পেছন দিকে গার্ড কম ছিল বলে হাতেই গোণা যাচ্ছে ।

'সানন্দে' জবাব দিল সিফি ।

*

I can do it like a brother, do it like a dude

Grab my crotch, wear my hat low like you

Do it like a brother, do it like a dude

Grab my crotch, wear my hat low like you

We can do it like the man'dem, man'dem

We can do it like the man'dem, sugar, sugar, sugar

ফুল ভলিউমে গান প্লে হচ্ছে । গানের তালে তালে মাথাও ঝাঁকাচ্ছে পারভেজ | রাইন একটা আলতো লাথি দিল ওর পায়ে ।

'কাজের সময় কাজ । গানের ভলিউম কমাতে পার না?'

'গানের ভলিউম কমাতে পারি কিন্তু ফানের ভলিউম কমাতে পারিনা ।' হাসল পারভেজ, 'হস্পিরা-অ্যালকনের সাইটে তো আজ হ্যাকারদের মেলা বসেছে । কয়জনকে সামলাচ্ছি আমরা রাইন ?'

'রাজউকের সাইটে আমি তিনটা অনুমান করছি |' কিবোর্ড ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল রাইন , 'তোমার?'

'চারটা ।' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে পারভেজের, 'ওহ – এটা কঠিন – একা চারজনকে সামলানো । ইজন'ট ইট গ্রেট ??'

*

তানিম-সিফি পিছনের দিক থেকে প্রথম বিল্ডিংটা ক্রস করার আগেই অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা গেল ।

'আচমকা অনুপ্রবেশকারীদের বলছি – আমাদের দিকে আর কোন হামলার প্রচেষ্টা করা হলে নিজেদের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্য আপনারাই দায়ী থাকবেন । আমাদের আপ্যায়নে কিশোর পাশা নামের একজন সিভিলিয়ান এবং বিআই এর দুইজন এজেন্ট আছে । দাবী মেনে নিন । উভয়পক্ষের জন্যই ভালো হবে । আমরা একজন সিভিলিয়ান চাই আলোচনায় আসার জন্য । আই রিপিট, কোন বিআই অফিসার না ।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জুনিয়র এজেন্ট মারুফ ঠিকই জানিয়ে দিয়েছে জুনায়েদ আর শাহরিয়ারের ব্যাপারটা তানিমকে ।

বিরক্তিতে আঙ্গুল ফোটালো তানিম , 'সিফি – বলে রাখলাম। এই ছোকড়াকে আমি অস্কারের জন্য মনোনীত করলাম । মানে – যে ব্যাটা ঘোষণা দিল আরকি । ভাষার কি ছিরি !'

'ঝামেলা বাড়ল আরকি !' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সিফি ।

মাইকে পুনরায় ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে একই কথা ।

ওয়্যারলেস খুলে মুখের কাছে ধরল তানিম । ফ্রন্ট গেটে জানাল, 'অ্যানাউন্স করে দাও ৩০ মিনিটের মধ্যে একজন সিভিলিয়ান যাচ্ছে ভেতরে। '

তানিমের হাত খামচে ধরল সোহানা ‘করছ কি ? এখানে সিভিলিয়ান কাকে ঢোকানোর ইচ্ছে তোমার ?’

‘আমরা জুনায়েদ আর শাহরিয়ারের ব্যাপারে রিস্ক নিতে পারি না । তাছাড়া - রাফসান স্বপ্নীলকে ভুলে যাচ্ছ তুমি, ডিয়ার ।’

মুচকি হাসল তানিম ।

পর্ব ১৭

কয়েকদিন আগের কথা ।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে ফিরে যাচ্ছি আমরা । মঙ্গল রায়ের অচেতন দেহ উদ্ধারের পর বেশিক্ষণ হয়নি ।

‘প্রশ্ন কি আর একটা দুটো ?’ মাথা নাড়লাম আমি , ‘ ইএম এর গুঁড়ি চেক করেছি আমরা , কিভাবে হেরোইনের সরবরাহ করা হয় তার কোন হদিস পাই নি , হসপিরা অ্যালকন চেক করেও আমরা বেজমেন্ট ৭ আর ৮ এর কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই নি । তারপরে , সিফি CR09 এর আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরির মানেও আমরা জানি না । আমাদের হোটেলে রেইড দেওয়া টিমের সাথে ওই মেয়ের কানেকশান কি সেটাও জানি না , তার সাথে ঈষাণ মঙ্গলের কি এমন ঘনিষ্ঠতা যে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় – সেটাও জানি না । ’

তানিমের চোখেও দেখলাম আমার মনে জেগে ওঠা প্রশ্নটাই । ‘ইষাণ মঙ্গল বা শাহাবুদ্দীনের পিছে না ছুটে আমাদের উচিত সিফিকে ট্র্যাক করা । ’

‘যদিও তার থেকে সোনার হরিণ খুঁজে পাওয়া হয়ত সহজ ’ মুখে বললাম ।

সামনে থেকে তীরবেগে ছুটে আসা ট্রাকটার গতিপথ সুবিধার মনে হল না ।

‘আরে আরে ! লাগিয়ে দেবে তো !’ চিৎকার করে উঠল শাহরিয়ার ।

কোন মতে পাশ কাটালো দক্ষ ড্রাইভার শাহরিয়ার ।

‘একেবারে সোনার হরিণ বল না - সিফির ওপর কিছুটা প্রভাব অন্তত ফেলতে পেরেছি আমি ।’ হাসিমুখে বলল তানিম, ‘এই ট্রাকের তলায় মরে গেলে ঠিকই দেখতে আসত ও মর্গে ।’

‘ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া, তানিম !’ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলাম । পিঠ চাপড়ে দিলাম তানিমের ।

এক সেকেন্ড পর ও-ও বুঝে ফেলল – হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা ।

*

ঝড়ো হাওয়ার মত মর্গে ঢুকে কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসারের কাছে দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে ভেতরে ভেতরে মুচকি হাসলেন তিনি । নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দিলেন সিফিকে ।

টেবিলে শুয়ে থাকা মৃতদেহের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো সিফি ।

চোখে মুখে দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার একটা প্রতিজ্ঞা ।

মৃতদেহটার মুখ থেকে কাপড় সরাতে যেতেই পেছন থেকে ভেসে আসল একটা কণ্ঠস্বর , 'মড়া না ঘেঁটে চলো কিছু সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলা যাক'

পেছনে থাকিয়ে জীবন্ত তানিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সিফি ।

কোন ধরণের ব্যাখ্যা না চেয়ে জড়িয়ে ধরল ও তানিমকে ।

চোখে পানি ।

পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিয়ে জুজুৎসুর এক প্যাঁচে মাটিতে আছড়ে ফেলল ওকে । কারাতের মারমুখী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে এখন ।

'এটা' চোখে আগুন নিয়ে বলল সিফি, 'আমাকে এতটা কষ্ট দেওয়ার জন্য'

কোনমতে উঠে দাঁড়াল তানিম ।

'আমি ব্যাখ্যা চাই এর' ক্ষেপাটে ভঙ্গিতে আবারও এগিয়ে গেল সিফি । আত্মরক্ষার জন্য পালাতে যেয়েও পারল না তানিম । আবারও মাটিতে আছড়ে ফেলল ওকে সিফি । পড়ার আগে রিফ্লেক্সের বশেই পা নড়ে গেছে তানিমের । সিফিও পড়ল ওর ওপর ।

'ব্যাপারটা মঙ্গলকে নিয়ে' প্রায় নাকে নাক ঠেকে গেছে ওদের, 'রাফসান ভাই কিছু আলোকপাত করেছে তাঁর ব্যাপারে । এখন তুমি যদি পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার করে মঙ্গলের এগেইনস্টে আমাদের সাথে কাজ কর ...'

'আমাকে আড়াল থেকে বের করতে এত নাটক করা লাগত না ! ' কোমল গলায় বলল সিফি, 'তোমার গুলি খাওয়ার একটা খবর বাতাসে ছুঁড়লেও পারতে ।'

'ফর গডস সেক' চেঁচিয়ে উঠলেন ছুটে আসা মেডিকেল অফিসার 'এত ধুমধাম শব্দ কিসের ? মড়াগুলোকে জাগিয়ে তুলবেন নাকি?' ওদের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন 'আমি বরং পরে আসব'

দুনিয়ার দিকে খেয়াল নেই তখন ওদের কারোই ।

*

পিল পিল করে প্রতিটি সিকিউরিটি গার্ড (!) ঢুকে গেল কন্ট্রোল সেন্টারে ।

ওর ভেতরেই রাখা হয়েছে তিন বন্দীকে ।

'হিসেব মেলানো সহজ' চোখের ওপর থেকে চুল সরালো সিফি, 'গর্তে থেকে ওদের সেফটির ব্যাপারে ডীল করে তারপর সাথে করে ওদেরও নিয়ে যাবে মঙ্গল । দুই পক্ষের সুবিধে জনক স্থানে ছেড়ে দিয়ে যাবে হয়ত ওদের । কিন্তু স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যাবে তারপর । '

'তা হতে দিচ্ছি না এত সহজে ।' কাশির মত শব্দ করে হাসল তানিম । 'রাফসান ভাই চলে এসেছে প্রায়'

''

[মার্চ ২০১৫তে বাকিটুকু লেখার ইচ্ছে লেখক পোষণ করে :P]